

কেন আমি

আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম ? ?

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ
উমায়ের আল আওলাকী রহ.

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম???

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল
আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

(সূরা আলে ইমরান, ১০৩)

উৎসর্গ

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ.

শায়খ উসামা রহ.

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

শায়খ আনোয়ার আওলাকী রহ.এর

শাহাদাত কবুলের প্রত্যাশায়

এবং

সমকালীন মুজাহিদ উমরাগণের সুস্বাস্থ্য

ও দীর্ঘায়ু কামনায়!

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা.....	৭
১. কারণ তারা জিহাদের পথে চলেছে।	৯
২. কারণ সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।.....	১১
৩. কারণ তাদের ও অন্যান্য মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে তঈফায়ে মানসূরাহ-এর এই গুণটি প্রযোজ্য হয় যে, তারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করবে।.....	১৩
৪. কারণ তারা গুরাবা; ইসলামের অজ্ঞাত অপরিচিতি রক্ষক।.....	১৪
৫. কারণ তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অগ্রগামী।.....	১৬
৬. মিল্লাতে ইবরাহীম হলো কাফেরদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া।.....	১৮
৭. কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য শরয়ী নির্দেশনা ও জাগতিক উপায়-উপকরণ দুটোই গ্রহণ করেছে।.....	২১
৮. কারণ ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্রোশ ও ঘৃণার শিকার।.....	২৩
৯. কারণ আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি তারা অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে।.....	২৫
১০. কারণ তারা সত্যিকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।.....	২৮
১১. কারণ তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর হেকমত-মাসলাহাতকে প্রাধান্য দেয় না।.....	৩০
১২. কারণ তারা সরকারী আলেম নামক পরিভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।.....	৩২
১৩. কারণ তারা আলেমদের যথাযোগ্য সম্মান করে, তবে তাদেরকে একেবারে নিষ্পাপ মনে করে না।.....	৩৬
১৪. কারণ তারা মুহাক্কিক আলেমদের পথে চলে।.....	৩৯
১৫. যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের কারণে।.....	৪৬
১৬. কারণ তারা বিজয়ের সুসংবাদসমূহের প্রতি সর্বাধিক আশাবাদী।.....	৪৭
১৭. কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।.....	৫০
১৮. শাখাগত মতানৈক্য তাদের জামাতভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।.....	৫২
১৯. জিহাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পন্থা বৈধ হওয়ার কারণে।.....	৫৪
২০. কারণ উত্তম চরিত্রে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী দল।.....	৫৭
২১. কারণ তারা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে মিডিয়াযুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে।.....	৫৮
২২. কারণ তাদের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে উম্মাহর সাহসী নেতাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।.....	৬১
২৩. কারণ আমি একটি বিষয় কল্পনা করেছি, ফলে তাদের মানহাজকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি।.....	৬২
২৪. কারণ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে	

যদি পূর্ববর্তীদের কেউ এখন জীবিত থাকতেন তাহলে তারা কী করতেন?.....	৬৩
২৫. কারণ এ অবস্থায় আমি ইসলামী বিশ্বকে আল কায়েদা ছাড়া দেখতে পছন্দ করি না।.....	৬৫
২৬. কারণ আমি এ পথে সবচেয়ে বেশি সুখ লাভ করেছি।.....	৬৬
২৭. কারণ তারা সবচেয়ে বেশি অহংবোধকে পরিহার করে চলে।.....	৬৮
২৮. কারণ এ পথ ছাড়ার জন্য আমাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, একই সাথে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।.....	৬৯
২৯. তাদের সমরনীতির কারণে।.....	৬৯
৩০. কারণ তারা আল্লাহর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে।.....	৭০
৩১. মুজাহিদগণের প্রতি হেদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি থাকার কারণে।.....	৭৩
৩২. কারণ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো যদি তাদের মানহাজ অনুসরণ করত তাহলে বিজয় আরো সন্নিকটে হত।.....	৭৫
৩৩. যৌক্তিক কারণে।.....	৭৭
৩৪. মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে।.....	৭৭
৩৫. কারণ তারা কথা ও কাজে মুরজিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।.....	৭৮
৩৬. কারণ ইতিহাস মুজাহিদগণের আলোকিত অধ্যায়গুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।.....	৭৯
৩৭. কারণ তারা মুরতাদের বিধান বাস্তবায়নকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।.....	৮০
৩৮. স্বপ্নের কারণে।.....	৮২
৩৯. বিরাট পরিবর্তনের কারণে।.....	৮৩
৪০. কারামতের কারণে।.....	৮৪
৪১. কারণ তাদের রিযিকের উৎস হল সর্বোত্তম উৎস।.....	৮৬
৪২. কারণ তারা সুউচ্চ মনোবল পোষণ করে।.....	৮৬
৪৩. কারণ তারা চাক্ষুষ নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান শিখতে পারে।.....	৮৭
৪৪. কারণ সারাবিশ্ব তাদের প্রতি এক ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছে।.....	৯০
৪৫. কারণ তাদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার রয়েছে।.....	৯২
৪৬. কারণ তারা মুস্তাহাবের আগে ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিয়েছে।.....	৯৪
শেষকথা.....	১০০

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله الهادي إلى الصواب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته إلى يوم الدين... أما بعد:

আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন তিনি নিজেই তার উপায়-উপকরণ তৈরি করে দেন। আমি কোনদিন কল্পনাও করতাম না যে, আমি আল কায়েদার সদস্য হবো। কারণ আল কায়েদা সম্পর্কে মিডিয়া যেমন ব্যাপকভাবে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালাচ্ছিল তেমনি কতিপয় আলেম ও তালিবুল ইলমও একই কাজে লিপ্ত হচ্ছিলো; যারা হয়ত সরকারী আলেম বা হকপন্থী আলেম, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের পদস্থলন হয়েছে। জনৈক কবির বক্তব্যে তাদের অবস্থার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে,

ومن البر ما يكون عقوقا

رام نفعاً فضر من غير قصد

‘সে উপকার করতে চেয়েছে, কিন্তু অনিচ্ছায় ক্ষতি করে বসেছে। কিছু কিছু সদ্যব্যবহার দুর্ব্যবহারও হয়ে থাকে।’

অতঃপর যখন আমি ঐ মাসআলাগুলো নিয়ে গবেষণা করলাম_যার ব্যাপারে বিরোধীদের পক্ষ থেকে আল কায়েদার উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়_ তখন আমি দেখলাম ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আল কায়েদার কারো সাথে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বর্তমান ইজতিহাদী কিছু বিষয়ে তাদের মতভিন্নতা রয়েছে এবং ইজতিহাদী বিষয়ে মতভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক।

‘তাস্ফায়ে মানসূরাহ’ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী আমি তাদের মাঝে অন্যদের তুলনায় অধিক পেয়েছি। ইসলামী দলসমূহের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে আমি তাদেরকে সর্বোত্তম পেয়েছি এবং আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমি একটি আদর্শ ইসলামী দল হিসেবে দেখেছি। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদগণ সবচে’ কঠিন ও অন্ধকার সময়ে সাহায্য বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ তারা ইসলামের সুরক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি, তারা আল্লাহর জন্যই বিদ্রোহ পোষণ করে এবং তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অন্যদের তুলনায় তারা মিল্লাতে ইবরাহীমকে বেশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। আমি যা বলছি এমনিতেই বলছি না। বিস্তারিত বর্ণনার সময় আশা করি আপনারও একই বোধ হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে দিয়েছে। আমি তাদের পথে চলে এতটাই সুখ ও শান্তি লাভ করেছি যা পূর্বে কখনো পাই নি। সুতরাং হে সম্মানিত আলেমগণ, হে তালিবুল ইলম ভাইগণ, আপনাদের ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের সহযোগিতা পরিত্যাগ করবেন না।

মুজাহিদদের প্রতি_বিশেষ করে আল কায়েদার প্রতি_সদয় হোন। তাদের থেকে আপনাদের দূরে থাকা বা অন্যকে দূরে রাখা তাগুত, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। আপনারা হয়ত তা টেরও পাবেন না। মুজাহিদদের ভুলগুলো ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিতে দেখুন এবং শরীয়তের নীতিমালার আলোকে তাদের ভুলগুলো যাচাই করুন, সূরা বাকারায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ রাদি.এর ‘সারিয়া’র ঘটনায় যেমনটি আপনারা পান এবং তাদের সাথে নববী আচরণ করুন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধে করেছিলেন এবং উসামা, খালিদ ও মক্কা-বিজয়ের পর ইসলামগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবাগণের সাথে হুনাইনের যুদ্ধে করেছিলেন। যদি আল কায়েদার একাধিক ভুল থেকে থাকে (তবে তাতে তেমন কোন সমস্যা নেই।) কারণ জিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবাদের থেকেও অনেক ভুল বা পদস্থলন ঘটেছে। ভুল অবশ্যই অস্বীকার্য, কিন্তু এই ভুল সমস্ত কীর্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে না এবং এই ভুলের কারণে এতটা নিন্দা করা অনুচিত যে, তা শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যায়।

(হে আলেম ও তালিবুল ইলমগণ,) যদি আপনারা আল কায়েদার ভুলগুলোর এতই নিন্দা করেন তাহলে আপনারা জিহাদ থেকে আপনাদের বসে থাকা, মুজাহিদদের সাহায্য না করা, আপনাদের কতিপয়ের তাগুতকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা, উম্মতকে জিহাদের শিক্ষা না দেওয়া এবং ‘ইদাদ’ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা না করার কারণে কেন নিজেদের ভর্ৎসনা

করেন না? সুতরাং আপনাদের ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, তাদের সাহায্য করা মানে ইসলামকেই সাহায্য করা এবং তাদের পরাজয় ইসলামের ক্ষতিরই কারণ হবে।

আমি জানি, অনেক বিরোধী তালিবুল ইলম এই মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত করেছে অন্যের অন্ধ অনুসরণে। তাদের অবশ্যই আরেকবার ভেবে দেখা উচিত তাদের আরোপিত আপত্তিগুলো নিয়ে।

আমি আল কায়েদার মানহাজকে গ্রহণ করেছি চল্লিশটি কারণে। আমি আল্লাহর কাছে তাওফিক ও ইখলাস প্রার্থনা করি এবং আশা করি যে, তিনি এই লেখাটি সত্যস্বার্থী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের পথপ্রদর্শক বানাবেন।

এই লেখাটি সকাল-সন্ধ্যায় তৈরি হয়ে যায়নি; বরং এটা দীর্ঘ গবেষণা, গভীর চিন্তাভাবনা ও দলিল খোঁজাখুঁজির ফল।

(হে মন,) কষ্ট করো, জীবন তো খুবই ছোট, আল্লাহর কাছেই তো হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং পথের বন্ধুরতা যেন তোমার মনে ভীতি সঞ্চার না করে। তাহলে তুমি নিন্দিত হবে এবং লজ্জায় পড়বে। সত্য তো স্পষ্ট এবং আলোকিত, মিথ্যা অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা সঠিক পথের উপর শান্তির পথকে প্রাধান্য দিয়েছে।

وَيُؤَيِّدُ الْمَرْءَ أَنْ يُعْطَى مِنْهُ
سَيَأْتِي بَعْدَ شِدَّتِهَا رِخَاءٌ
وَكُلُّ شَدِيدَةٍ نَزَلَتْ بِقَوْمٍ

“মানুষ চায় তার ইচ্ছা পূরণ হোক, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। যে সম্প্রদায়ের উপরই দুর্দশা আপতিত হয়েছে সেই দুর্দশার পর অবশ্যই সুখ আসে।”

যেই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করবো তা এমন নয় যে কেবল তাদের মাঝেই পাওয়া যাবে। কিন্তু গুণগুলোর সমন্বয় কেবল তাদের মাঝেই হয়েছে।

সুতরাং হে পাঠক, আপনি ন্যায়বিচারক হন এবং দ্রুত সমালোচনা করতে যাবেন না; বরং পড়ুন ও চিন্তা করুন। এবং সতর্ক থাকুন এমন ব্যক্তিদের থেকে যারা কতিপয় বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা করে। অথচ কর্মক্ষেত্রে তার বিপরীত করে। জেনে রাখুন, রিজাল (মনীষী) দিয়ে সত্যকে চেনা যায় না, সত্য দিয়েই রিজাল (মনীষী) চিনতে হয়।

যদি এই চল্লিশটি কারণ আপনার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে নিজেকে অন্তত আরেকবার জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের প্রতি মন্দ আক্রমণাত্মক দৃষ্টিদানকারী হয়ে থাকলে আপনার আক্রমণকে লঘু করুন। মনে রাখবেন, তারা এক মহান লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাদের কাছে তাদের পক্ষে এমন দলিল আছে যা অন্যদের কাছে নেই।

হে আল কায়েদার প্রতি তীর নিক্ষেপকারীগণ, এই পৃষ্ঠাগুলো সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে পড়ুন এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন যে, আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের তিরস্কার থেকে ইসলামের শত্রুরাই সর্বপ্রথম ফায়দা হাসিল করেছে। আপনারা গোপন হস্তসমূহের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকুন।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’

আপনাদের তালিবুল ইলম ভাই

আবু মুসআব আল-আওলাকী

জিলহজ্ব ১৪৩০হি.

১. কারণ তারা জিহাদের পথে চলেছে।

আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করেছি। কারণ তারা জিহাদের পথে চলেছে আর জিহাদই হল উম্মাহর লাঞ্ছনা দূরীকরণ এবং উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার একমাত্র শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা। এই সময় মুসলিম উম্মাহ একটি দুর্বলতার স্তর অতিক্রম করছে। ইসলামী দলগুলোও খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে। ইসলামী খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কর্মপন্থায় ভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন,

১. কেউ কেউ এমন একটি ইসলামী দলে যুক্ত হয়ে কাজ করাকে উত্তম মনে করছে, যারা কিতালের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে সমাজে প্রচলিত আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

২. কেউ কেউ বর্তমান শাসকদের ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও কুফুরি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শরীয় শাসক (খলীফা) মনে করে এবং তাদের আনুগত্য আবশ্যিক জ্ঞান করে।

৩. কেউ কেউ শিক্ষা-দীক্ষাকে অগ্রগণ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য করছে।

৪. কেউ কেউ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সেবামূলক সংস্থা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে উত্তম মনে করছে।

কিন্তু আল কায়েদা মনে করে উম্মাহর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হল আল্লাহর রাস্তায় ‘জিহাদ’ করা। আর এটাই হচ্ছে শরীয় পদ্ধতি যে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

‘যখন তোমরা ‘ঈনাহ’ নামক সুদের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়বে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন; যা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে (জিহাদে) ফিরে আস।’ (আবু দাউদ) সুতরাং জিহাদই হল একমাত্র চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো; আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তাওবা, আয়াত ১৪ ও ১৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দীন পরিপূর্ণ আল্লাহর হয় (অর্থাৎ আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)। (সূরা আনফাল, ৩৯)

আল কায়েদা আমাদের মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও জিহাদ মনে করে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولا تنازعوا الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان.

তোমরা শাসকদের আনুগত্য বর্জন করো না, তবে যদি তোমরা এমন প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে। (তবে তার আনুগত্য পরিত্যাগ করো)। (বুখারী ও মুসলিম) সুতরাং এই বিষয়টির সমাধানের জন্য কোন ব্যাখ্যা বা দর্শনের প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ শুধু জিহাদের পথে চলা, যাতে এই উম্মাহ থেকে লাঞ্ছনা দূরীভূত হয় এবং আমরা পরিস্ফুটভাবে কাফের ও মুরতাদদের থেকে মুক্ত হতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয় জানেন যে, মানবরচিত আইন কুফর। আল্লাহ বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করে যাও যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন পরিপূর্ণ আল্লাহর হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)। (সূরা আনফাল, ৩৯) কিন্তু এখন দীন পুরোটা আল্লাহর হয়ে যায় নি এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله

যদি দীন কিছু আল্লাহর হয় আর কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হয় তবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না পুরো দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা, ৫/৫৩৪)

হে মুসলিম ভাই, তুমি কি চাও যে, আমেরিকান ট্যাংকে চড়ে আফগানিস্তানে আসা কোন ব্যক্তি মুসলমান হোক? তুমি কি কাউকে ইরাকবাসীদের জিহাদ ছেড়ে ভোটাভুটির প্রতি আহ্বান করার অনুমতি দিবে? তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে, যে এমন দুই ব্যক্তির হুকুমের মাঝে কোন পার্থক্য করে না, যাদের একজন কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে ফয়সালা করে না আর অপরজন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না? ফলে সে এখনকান শাসকদের_যারা শরীয়তকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে_বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের শাসকদের সাথে তুলনা করে_যারা শরীয়ত দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সৈন্য প্রেরণ করতো, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মানত না।

আল কায়েদা জিহাদের পথে চলেছে, আর যারা জিহাদের পথে চলে বিরোধীরা কিংবা সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হও তবে তোমার দ্বিধা ছেড়ে এই কুরআনী আয়াতগুলো অনুসরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সম্মানের সাথে একটু চিন্তা করে পড় এবং মানুষের কথাবার্তার প্রতি মোটেও ভ্রক্ষেপ করো না যদিও তারা চমকপ্রদ কথা বলে। আল্লাহ বলেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكْفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যই দায়ী করা হবে আর মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর, আশা করা যায় আল্লাহ কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। (নিসা, আয়াত : ৮৪)

কেউ যদি বলে, ‘যুদ্ধ করে যদি কোন ফায়দা হয় এবং কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করা যায় তবেই আমরা যুদ্ধ করবো; আর যদি কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করা না যায় তাহলে আমরা যুদ্ধ করবো না।’ তার প্রতিউত্তরে আমরা বলবো, আজকের যুদ্ধে কাফিরদের শক্তি প্রতিহত হবে কি হবে না এটা কে নির্ধারণ করে দিবে? উত্তর হবে, মুজাহিদগণই নির্ধারণ করে দিবে; কেননা তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে সবচে’ বেশি অবহিত, আর তারাই তো যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করেছে। কাফিরদের শক্তি সম্পর্কে এমন ব্যক্তি কিন্তু কিছুই জানাতে পারবে না যে কাফিরদের শক্তিকে বড় করে দেখে এবং যুদ্ধে যায় না; বরং কখনো কাফিরদের শক্তি বর্ধনে কুচক্রী মিথ্যাবাদী মিডিয়ার দ্বারা প্রতারণিত হয়। মোটকথা, মুজাহিদগণই এই বিষয় সবচে’ বেশি অবহিত। তাই তো আমরা দেখতে পাই, তারা আফগানিস্তান, ইরাক ও আন্যান্য জায়গায় বিজয় লাভ করছেন এবং কুফুরী শক্তগুলো পরাজিত হচ্ছে। অনুগ্রহ ও কৃপা তো আল্লাহরই।

আলেমদের প্রতি একটি পরামর্শ : আলেমগণ চিকিৎসা বা অন্য কোন বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে যেমন ঐ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে থাকেন তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রেও মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কারণ জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের অভিমতটাই সঠিক হয়।

২. কারণ সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সাহায্য পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ এসে যায় এবং তারা এ অবস্থায়ই থাকে। (মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এই হাদীসটি কি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুরতাদদের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছে এবং তাদের সাথে তরবারির সম্পর্ক স্থাপন করেছে, ফলে কখনো সে আক্রমণ করে সফল হয়েছে, কখনো শত্রুরা সফল হয়েছে?

এই হাদীসটি কি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে এমন সময় যখন মসজিদগুলো ধ্বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, কুরআন শরীফের কপিগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করা হচ্ছে, মুসলিমদের সম্মান হরণ করা হচ্ছে, নিগ্রো রাফেদীরা মুসলিমদের ইজ্জত ভুলুণ্ঠি করছে এবং কুফর ইসলামের উপর বিজয়ী হয়ে আছে?

এই হাদীসটি কি এমন লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যারা রাফেদী ও ত্রুশ-পূজারীদের দ্বারা উম্মাহর ধর্মিতা মা-বোনদের আর্তচিৎকার শুনে বলেছে, ‘আমাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে না, আমাদের চোখ মুদিত হবে না, আমাদের তরবারি কোষবদ্ধ হবে না যতক্ষণ না আমরা তোমাদের সম্মানের প্রতিশোধ গ্রহণ করব।’ এবং তাদের কথা কাজে পরিণত করেছে? বলুন, এই হাদীসটি কি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি হবে না?

হে ভাই, আপনিই বলুন, তঈফায়ে মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী কি উল্লিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা ইরাকের জিহাদকে অবৈধ মনে করে এবং এই জিহাদকে ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে? সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী কি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা মুজাহিদদের সাহায্য ছেড়ে দিয়ে নিজ বাড়িতে বসে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত? কিংবা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা মুজাহিদদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে এবং মুজাহিদদের সম্বন্ধে অযথা বিমোদগার করে, যারা মুজাহিদদের ভুল ধরার জন্য ওত পেতে থাকে, কোন কিছু পেলেই তা ছড়িয়ে দেয় এবং মুজাহিদদের উত্তম ও সুন্দর গুণাবলী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে? আপনিই বিচার করুন, কার ক্ষেত্রে হাদিসটি প্রযোজ্য হবে! বিষয়টির জন্য আপনাকে দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন পড়বে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তাদের সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।’ আপনিই বলুন, তাদের সাহায্য পরিত্যাগ কে করলো? কাফেরের মুকাবেলায় থাকা মুজাহিদগণ নাকি জিহাদ ছেড়ে নিজ বাড়িতে বসে থাকা ব্যক্তিরা? বিচারের দায়িত্ব পাঠকের কাছেই।

আপনি যদি এটা বিশ্বাস করে থাকেন যে, মুজাহিদগণ তঈফায়ে মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলীর যোগ্য অধিকারী তবে ভুল হবে না। কারণ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর যুগের শামের মুজাহিদগণকে তঈফায়ে মানসূরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যে সকল ইসলামী দল আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদগণকে ভুল বা ভ্রান্ত বলতে চান আমি তাদের প্রশ্ন করবো, ‘আমাদের এমন মুজাহিদ দেখান যারা আপনাদের পথে চলে এবং আপনাদের মানহাজ অনুসরণ করে।’ -তারা এমন মুজাহিদ বিশ্বের কোন জিহাদ-ভূমিতেই দেখাতে পারবে না।- তাহলে কিভাবে

আপনারা জিহাদ ছাড়া থাকতে পারেন, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে? নাকি আপনারা অন্যকিছু বলবেন?? আপনাদের হিসাব ফিরে দেখার সময় কি এখনো হয় নি? ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণরত মুজাহিদদের সম্বন্ধে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করুন।

৩. কারণ তাদের ও অন্যান্য মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে তঈফায়ে মানসুরাহ-এর এই গুণটি প্রযোজ্য হয় যে, তারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করবে।

‘উকবা ইবনে ‘আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك"

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের উপর লড়াই করে যাবে, তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত করবে, তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এ অবস্থায়ই থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়। (মুসলিম)

এই হাদীসটি তাদের একটি গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। তা হল সত্যের জন্য যুদ্ধ করা। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে, আল কায়েদা হল সত্যের পক্ষে যুদ্ধরত শক্তিশালী দলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর প্রমাণ হল ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও সোমালিয়ায় আশ-শাবাব কর্তৃক তাদের চলমান যুদ্ধ। তাছাড়া আরব উপদ্বীপ ও মাগরিবে মুর্তাদ শাসকদের সাথে তাদের যুদ্ধও একই প্রমাণ বহন করে। এই বর্ণনাটি একেবারেই স্পষ্ট। মুজাহিদগণই এই গুণের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত। তাদের ক্ষেত্রেই এই হাদীস প্রযোজ্য হবে। এই হাদীসটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং জিহাদকে ভুলে থাকার ভান করেছে; বরং তাদের অনেকে তো জিহাদ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং উপায়-উপকরণের স্বল্পতার ওজর দেখিয়ে নৈরাশ্য ছড়িয়ে বেড়ায়।

উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাপারে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়; কতিপয় ইসলামী দল এই হাদীসটি বর্ণনা করতে অনীহা প্রকাশ করে এবং কতিপয় বিজ্ঞ আলেমও এই হাদীস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আমরা অনেক শায়েখ থেকে এই হাদীসটি শুনেছি। তারা পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন, শুধু ‘তারা কিতাল করবে’ এই অংশটুকু বাদ দেন, যেন মুসলিম শরীফে এর অন্তর্ভুক্তি নেই। একসময় আমি উত্তর ইয়েমেনে পড়ালেখা করতাম। একদিন আমার এক সহপাঠী মুসলিম শরীফ খুলে এই হাদীসটি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের শায়েখগণ এই অংশটুকু বর্ণনা করেন না কেন?! আমি তখন কোন উত্তর দিতে পারিনি।

সুতরাং হে ভাই, এটি একটি কঠিন গুণ; কেবল এর যোগ্য ব্যক্তিই এর দাবী করতে পারে। আল্লাহর রহমত যে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম يَقَاتِلُونَ বলেছেন, যাতে কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম يَجَاهِدُونَ (তারা জিহাদ করে) বলতেন তাহলে কেউ কেউ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিত। এতদসত্ত্বেও কতিপয় প্রবৃত্তিপূজারী এ শব্দের অর্থ বিকৃতি করে অন্য অর্থ নেয়ার হীনপ্রয়াস পায়। (নাউজুবিল্লাহ)। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আমাদের আল কায়েদার এক সাথী আমাকে বলেছে যে, একবার সে অন্য দলের এক সাথীর সাথে আলোচনা করছিল। এক পর্যায়ে সে বলল, আমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, يَقَاتِلُونَ 'তারা লড়াই করবে।' তখন ঐ লোকটি বললো, يَدْعُونَ এখানে 'তারা দাওয়াতের কাজ করবে' অর্থে এসেছে। তখন আল কায়েদার ভাই বলল, যদি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন যে, অভিধানে يَقَاتِلُونَ অর্থ يَدْعُونَ 'তারা দাওয়াতের কাজ করবে' তাহলে আমি আল কায়েদার মানহাজ ছেড়ে দিবো।

দেখুন, তারা এই স্পষ্ট হাদীসগুলো অর্থ বিকৃত করছে কেবল এ কারণে যে, এর বাহ্য অর্থ তাদের পক্ষে যায় না। সুতরাং এই পথ তথা জিহাদের পথই হলো সত্যের পথ। এই পথের কাঠিন্য আপনার কোন ক্ষতি করবে না। কেননা কিতালই তঈফাতে মানসূরাহর অন্যতম গুণ।

৪. কারণ তারা গুরাবা; ইসলামের অজ্ঞাত অপরিচিতি রক্ষক

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় বিকাশ লাভ করেছে, অচিরেই আবার অপরিচিত হয়ে যাবে; সুসংবাদ গুরাবাদের (অপরিচিতদের) জন্য! (ইবনে মাজাহ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

এই হাদীসটি বর্ণনা করছে যে, আহলে হক্ক বা সত্যপন্থীরা অপরিচিত থাকবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি নিজ আকীদা ও জিহাদের কারণে মৃত্যুভয়ে জীবন কাটায় সে-ই প্রকৃত অপরিচিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করে। সে-ই অপরিচিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করে, কারণ মানুষ তাকে অপবাদ দেয় যে, তার আকীদা সংশয়পূর্ণ। সে অপরিচিত থাকে, কারণ সে সাহায্যকারীর স্বল্পতার কালেও সত্যের উপর থাকতে চায়; সে-ই প্রকৃত গরীব তথা অপরিচিত। সে জীবন যাপন করে শংকিত অবস্থায়, তার মোবাইল ফোনটিও গোয়েন্দার মতো তার যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। সে তার গাড়ি মাইন বোমার দ্বারা বিস্ফোরিত হওয়ার শংকায় থাকে। সে স্বাধীনভাবে শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতে পারে না, কারণ প্রশাসন তার জন্য ওত পেতে থাকে। নিজ গোত্রের অধিকাংশই তার শত্রু হয়ে যায়, বরং তার পরিবার থেকেও কখনো শত্রুতার রোযানল নিষ্কিণ্ড হয় তার প্রতি। তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তার আকীদা সত্য থেকে বিচ্যুত বা সে শান্তি বিনষ্টকারী এবং অনিষ্টের দ্বার উন্মোচনকারী; কিংবা বলা হয় যে, সে পরিকল্পনাহীন কর্মে লিপ্ত। এজাতীয় আরো কত নিন্দাবাক্য তেড়ে আসে তার প্রতি তার ইয়ত্তা নেই! এ

ব্যক্তিকেই যে ‘অপরিচিত বা গরীব’ বলা যায় এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহুদী, খ্রিস্টান ও তাগুতদের জুলুমের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে তাগুতদের সম্বন্ধে বলে, ‘এরা আমাদের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আমীর বা ‘ওলাতুল উমূর’ যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।’ এবং কোনদিন সে আল্লাহর রাস্তায় কাটায় নি, তাগুতদের অনিষ্ট থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে; যেথায় ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো অর্থনৈতিক সংকটেও পড়েও না- এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ‘গরীব বা অপরিচিত’ গুণটি প্রযোজ্য হবে না। কিভাবে আমরা এমন ব্যক্তিকে ‘অপরিচিত’ বলতে পারি, অথচ সে ‘অপরিচিতি’র কোন স্তরই অতিক্রম করে নি; বরং সে কখনো তাগুত কর্তৃক সম্মনিত হয় এবং তার জন্য এমন কিছু বিষয় খুব সহজেই প্রস্তুত থাকে যা অন্যদের জন্য থাকে না। কতিপয় দায়ীর অবস্থা এমন যে, তার জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ তার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, তার জন্য উত্তম গাড়ির ব্যবস্থা থাকে; তাকে কোন কষ্টের শিকার হতে হয় না, তার জেলে যাওয়ার ভয় থাকে না, গোয়েন্দার নজরে পড়ার আশংকা থাকে না। অথচ একই সময়ে অন্যরা এসকল ভোগসমগ্রী থেকে বঞ্চিত, মাতাপিতা, স্ত্রী-সন্তান, স্বদেশভূমি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শুধু এই ইসলামের কারণেই। সুতরাং কত পার্থক্য এ দুই ব্যক্তির মাঝে! কত ব্যবধান এ দুই ব্যক্তির ইসলাম অনুসরণের মাঝে!

এটা কোন বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা নয়, বরং আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা এমন যামানায় আছি যখন ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা ইসলামী দেশগুলোর উপর আক্রমণ করেছে আর তাগুতরা পেট্রোল, খাদ্যদ্রব্য, গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্য আকাশপথ, স্থলপথ ও সমুদ্রপথ খুলে দিয়েছে এবং মুজাহিদদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাঁধা দিচ্ছে। আমরা এমন এক যামানায় আছি যখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মানবরচিত কুফরী আইন দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে তাগুতের বিরোধিতা করবে সে-ই অপরিচিতির জীবন যাপন করবে। আর যে কাফেরদের সঙ্গ দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করবে কিংবা মৌনতা অবলম্বন করবে সে অপরিচিত নয়; যদিও ইসলামের জন্য তার অনেক খেদমত রয়েছে। কেননা মুজাহিদগণই ‘যারা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখবে’ এই হাদিসের যোগ্যপাত্র।

প্রিয় ভাই, আপনি একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্বের ইসলামী দলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত এই গুণটির অধিক নিকটবর্তী। একটু ভেবে দেখুন। এই হাদীসটিও ‘অপরিচিতি’র হাদীসের সমার্থক।

মুজাহিদগণের শত্রুরা অধিক শক্তিশালী, কিন্তু তাদের সাহায্যকারী খুবই অল্প। ইহুদী-খ্রিস্টান, তাগুত ও তাদের দোসররা এবং সরকারী আলেমরা তাদের শত্রু। কিছু ভুল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কতিপয় সত্যপন্থী আলেমের রুঢ় আচরণ থেকেও তারা নিরাপদ থাকে নি। তাদের সঙ্গ দিয়েছে কেবল কতিপয় হক্কপন্থী আলেম এবং ‘দীনে ফিতরত’ ধারণকারী কতিপয় মুমিন বান্দা। কিন্তু অধিকাংশ মুমিনরাই মুজাহিদদের দিকে নিন্দনীয় দৃষ্টিতে তাকায়, তাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ কর। এটা হয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টান ও

দরবারী আলেমদের অনুগামী ভ্রান্ত মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণার কারণে। মিথ্যাবাদী মিডিয়াগুলো মুজাহিদদের নামে এমন কত মিথ্যা রিপোর্ট করেছে যা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্দোষ! তারা মুজাহিদদের বিজয়গুলো এবং কাফেরদের পরাজয়গুলো কত লুকিয়েছে! তাদের এই মিথ্যা প্রচারণা কতিপয় সত্যপন্থীকেও ধোঁকা দিয়েছে। (এই বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। এটা আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়।)

প্রিয় ভাই, আপনি ঐ মুজাহিদদের প্রতি লক্ষ্য করুন, যে নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দিয়েছে এবং আল্লাহর মর্যাদার বিষয়সমূহ সম্মানহানী হতে দেখে সে আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, আল্লাহর জন্য নিজের জীবনের নয়রানা মেনেছে, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ফলে তার ভাগ্যে জুটেছে শান্তির পর ভয়, সচ্ছলতার পর দারিদ্র্য, আল্লাহর ভূমিতে শান্তিপূর্ণ বিচরণের পর বয়কট। এতদসত্ত্বেও তার প্রতি অপবাদের অন্ত নেই! তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তার আকীদা সংশয়পূর্ণ, সে হিকমাহ বুঝে না এবং সে উম্মাহর ক্ষতি ডেকে আনছে। স্বীয় দীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার কারণে সে কি অন্যদের তুলনায় অধিক কষ্টের সাথে হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণ করে আছে না?? আল্লাহ বলেন,

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

‘মানুষ কি মনে করেছে যে, ‘ঈমান এনেছি’ একথা বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২)

মুজাহিদগণ এখন পরীক্ষার সম্মুখীন। সন্দেহ নেই, সত্য্যশ্রীরা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। কেননা সর্বত্রই ইহুদি-খ্রিস্টান ও তাদের মুনাফিক দোসরদের কর্তৃত্ব চলছে এবং তারা মুসলিম দেশগুলো শাসন করছে। সুতরাং হলফ করেই বলা যায় যে, একজন সত্য্যশ্রী কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে থাকতে পারে না। কারণ কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সময় যে ব্যক্তিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর অটল থাকার ইচ্ছা পোষণ করবে অবশ্যই সে কাফেরদের থেকে কঠোর নির্যাতনের শিকার হবে। তো এমন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েও ‘সাহায্যপ্রাপ্ত দলে’র অন্তর্ভুক্তির দাবীকারীকে আমি বলবো, হয়ত আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর থাকবেন, তখন অবশ্যই আপনাকে কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হতে হবে; নয়ত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে) পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবেন। সুতরাং আপনি আপনার অনুসৃত পথ ও পন্থাটাকে আরেকবার দেখে নিন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। যে কোন দল যদি তার যাত্রাপথে বাঁধা বা পরীক্ষার সম্মুখীন না হয় তাহলে অবশ্যই তাদের নিজেদের কর্মপদ্ধতিটা পুনরায় যাচাই করে দেখা উচিত। সাযিদ্দ কুতুব রহ. এ উপদেশই দিয়ে গেছেন।

৫. কারণ তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অগ্রগামী

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের আদেশ দিয়ে বলেন,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

‘কে মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে বিমুখ হতে পারে নির্বোধ ছাড়া?’ (বাকারা, আয়াত ১৩০)

সুতরাং যে ব্যক্তিই মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে বিমুখ হবে এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধিতা করবে সেই নির্বোধ সাব্যস্ত হবে। প্রকৃত মুমিন তো সর্বাবস্থায় শরীয়তের অনুসারী হবে। শরীয়ত যদি তার জ্ঞানবিরোধী হয় তবে তার জ্ঞানই অভিযুক্ত হবে। তো আমরা কোন প্রকার কদাকার যুক্তি এবং বুদ্ধিহীন বিবেকের আশ্রয় না নিয়ে নির্দিধায় বলতে পারি যে, আল কায়েদা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। মিল্লাতে ইবরাহীম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর আপনিই বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আল্লাহর একটি বাণীর প্রতি লক্ষ করুন,

فَذُكِّرْتُمْ لَكُمْ أَسْوَأُ حَسَنَةٍ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে; যখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল; যদি না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (মুমতাহিনা, আয়াত : ৪)

উক্ত আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে আদর্শের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হল, দুর্বল অবস্থাতেও কাফের-মুশরিক ও তাদের উপাসনা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া। কতিপয় আলেম বলেন, এটাই হল মা'বুদ বা উপাস্যের পূর্বে 'আবেদ' তথা উপাসনাকারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ। কারণ মানুষ কখনো বাতিল উপাস্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অন্য কোন অজুহাতে উপাসনাকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। এমন করলে সে পরিপূর্ণ মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হবে না; যতক্ষণ না উপাসনাকারীদের থেকেও সম্পর্কচ্ছেদ করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, তাঁরা শুধু সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, বরং এটাও বলে দিলেন যে, "كُفِّرْنَا بَكُمْ" (আমরা তোমাদের মানি না) যাতে আল্লাহর বন্ধু ও শত্রুদের মাঝে পার্থক্যটা পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরের আয়াতে 'শত্রুতা'কে 'বিদ্বেষের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ শত্রুতাটা প্রকাশ্যে হয়ে থাকে আর বিদ্বেষ অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। তাছাড়া তাদের সাথে শত্রুতাটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ না তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। হে ভাই, এবার আপনিই চিন্তা করে দেখুন, আল কায়েদা এই আদর্শকে কতটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

৬. মিল্লাতে ইবরাহীম হলো কাফেরদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া।

কাফের মুরতাদদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোর নাম উল্লেখ করলে আল কায়েদার নামই সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, কতিপয় ইসলামী দল স্পষ্টভাবে মানবরচিত আইনকে কুফরী মনে করে, কিন্তু মানবরচিত আইন দ্বারা যারা বিচারকার্য পরিচালনা করে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। বিষয়টি তো এমন হলো যে, ‘কুফরকে তো অস্বীকার করি, কিন্তু কাফেরকে অস্বীকার করি না।’ কেউ বলতে পারে যে, তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম হয়নি। আচ্ছা, হুজ্জত কি স্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে কায়েম হয় নাকি অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে? শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, ‘আর তিনি হুজ্জত কায়েম হওয়ার কথা বলেছেন অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য মাসআলার ক্ষেত্রে, আর এমনটি বলা হয়ে থাকে অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রেই।’ আর হুজ্জত কায়েম হওয়ার অর্থ আসলে কী? এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করার জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বাণী লক্ষ্য করুন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মানতিকীদের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূলদের সম্বন্ধে আল্লাহর হুজ্জত মানুষের উপলব্ধি শক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর হুজ্জত কায়েমের জন্য আহুতদের অবগতি শর্ত নয়। একারণেই কুরআন শ্রবণ ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকে কাফেরদের বিমুখতা তাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত কায়েমে প্রতিবন্ধক হয়নি। এমনিভাবে নবীগণের ঘটনাবলী ও তাদের উপদেশাবলী থেকে তাদের পরাঙ্মুখতা তাদের উপর মহান আল্লাহ তাআলার হুজ্জত কায়েমে বাধা সৃষ্টি করবে না। কারণ তাদের উপলব্ধি শক্তি রয়েছে।’

এখন আপনি কুয়েতের সংবিধানের একটি কানূনের প্রতি লক্ষ্য করুন: ‘যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট কোন আইন না থেকে থাকে তাহলে বিচারক সমাজের প্রচলন অনুযায়ী বিচার করবে। সে বিষয়ে যদি কোন প্রচলন না থেকে থাকে তাহলে বিচারক ইসলামী ফিকহের সাহায্য নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের রায় মতো বিচার করবে।’ (কাশফুন নিকাব ‘আন শরীআতিল গাব) আপনিই বলুন, এসবের পরও এই সকল মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারীদের কুফরির ব্যাপারে কি সন্দেহ কিংবা দ্বিধা থাকতে পারে?

মিল্লাতে ইবরাহীম হল কাফেরদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষের ঘোষণা দেয়া। আল কায়েদা ইহুদী-খ্রীস্টান ও মুনাফিকদের সাথে শত্রুতায় ঘোরতর। তারা ও ব্যক্তির মতো নয় যে দুর্বলতার অযুহাতে নিজ আকীদা ও বিশ্বাস গোপন করে রাখে। তার উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকু বলবো, দুর্বলতার অযুহাতে কিভাবে তুমি তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টিকে গোপন করে রাখছো? অথচ তুমি মক্কীজীবন থেকেও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছো! তো হয়ত তুমি পরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না এবং তা তোমার দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে; কিংবা তুমি শরীয়ত মানতে গিয়ে লাভ-লোকসানকে বিবেচনাধীন রাখবে, তখন তো

রসূলুল্লাহর অনুসৃত মিল্লাতে ইবরাহীমের বিপরীতে গিয়ে তোমার ‘লাভ-লোকসানের’ কোনই মূল্য থাকবে না। সুতরাং নিম্নোক্ত দুই কাজের কোন একটি অবশ্যই করতে হবে,

১. যে বিষয়টির ঘোষণা অবশ্যই প্রকাশ্যে দিতে হবে_যদিও দুর্বল ও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা হয়; তা হল প্রকাশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ঘোষণা দেয়া, গায়রুল্লাহর উপাসনাকে অস্বীকার করা, মানবরচিত সংবিধান, গণতন্ত্র থেকে বিরত থাকা এবং এর দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও কাফের-মুশরিকদের সাহায্য না করা।

২. কিছু বিষয় গোপনে করা, যেমন ইসলামী স্বার্থে কিছু গোপন বৈঠক করা, জিহাদের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জিহাদপ্রেমী লোক জোগাড় করা ইত্যাদি।

আল কায়েদা তাগুতদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়ে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। আচ্ছা, কে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অগ্রগামী: আল কায়েদা নাকি যারা তাগুতদের কুফরির বিষয়টি স্পষ্ট জেনেও তাদের সাথে নম্র আচরণ করে, মানুষের কাছে বলে বেড়ায় যে, তারা কুফরি করেনি এবং তারা ইসলামের উপর বহাল আছে; কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বলে যে, এই তাগুতরা ইসলামও প্রকাশ করে না এবং কুফরিও গোপন করে না (অর্থাৎ তারা প্রকাশ্য কাফির, মুনাফিক নয়)?

আল কায়েদা সর্বপ্রকার কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেছে, كفرنا بكم আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আল কায়েদা এটা করেছে যখন অনেক ইসলামী দল ‘হিকমতের’ আশ্রয় নিয়ে মুরতাদদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে কিংবা করে নি। কতিপয় ইসলামী দল তো এই মুরতাদদের মুরতাদই মনে করে না, বরং তাদেরকে আমাদের শরয়ী শাসক মনে করে, যাদের আনুগত্য আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক; অথচ তারা জানে যে, এই মুরতাদ শাসকেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে। এতদসত্ত্বেও কতিপয় ইসলামী দল মনে করে যে, কোন কোন অঞ্চলে কতিপয় শাসক শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেছে। আচ্ছা, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা, দুর্বলের উপর হৃদ প্রয়োগ করা, সবলকে ছেড়ে দেয়া, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও জিহাদের আভাস পাওয়া যায় এমন যে কোন বিপ্লব বন্ধ করার চেষ্টা করা; এর নামই কি শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা নাকি এ বিষয়গুলো ঐ দলের ব্যক্তিবর্গের চোখে পড়ে না!?

আল কায়েদা ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের মুরতাদ সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। পূর্বের চীন থেকে পশ্চিমের আন্দালুস পর্যন্ত ইসলামী খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের দীর্ঘ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছে। কাফের রাষ্ট্রগুলো বিজিত হওয়া পর্যন্ত তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং যারা এমন ঘোষণা দেয় মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অবশ্যই তারা মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের চেয়ে অগ্রগামী। কারণ ইখওয়ান ওবামাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা রাষ্ট্র পরিচালনার সময় অবশ্যই আমেরিকার স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখবে। সুতরাং কাফেরদের সাথে আল কায়েদার মতো এমন প্রকাশ্য শত্রুতা আর কেউ করতে পারে নি। কেউ বলতে পারে, আল কায়েদা ছাড়া অন্যান্য অনেক মুসলিমও তো

কাফিরদের সাথে শত্রুতার বিষয়টি প্রকাশ করেছে! তো তার উত্তরে আমরা বলবো, হ্যাঁ, কিন্তু তাদের এ প্রকাশটা কি আল কায়েদার মতো হয়েছে? উত্তর হবে, না; আমেরিকান শত্রুরাও সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিমদের মধ্যে তারা সবচে' বেশি যাদের আক্রোশের শিকার হয় তারা হল আল কায়েদা। ওবামা মিসরে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তার সর্বশেষ বক্তব্যে এটা অকপটে স্বীকার করেছে। তেমনিভাবে মুরতাদ শাসকেরাও মুসলিম দলগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি যেই দলটির আক্রোশের শিকার ও যাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত তারা হল আল কায়েদা। সত্য তো সেটাই শত্রুরা যা সাক্ষ্য দেয়।

মিল্লাতে ইবরাহীম হল কাফেররা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা। তো যদি আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মপন্থার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই, যখন তারা খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার মনস্থ করলো তখন সর্বপ্রথম তারা জিহাদী কার্যক্রমকেই গ্রহণ করলো বা জিহাদকেই খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার মাধ্যম বানালো। কিন্তু তারপর তারা পর্যায়ক্রমে তা ছেড়ে দিতে থাকে। এরপর যদি আমরা সালাফী 'সারুরী'দের (যারা এসকল মাসআলার মূলনীতি প্রণেতা।) কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই, কিছুদিন পূর্বেও তারা স্পষ্টভাবে জিহাদের পক্ষে ছিল এবং তাগুতের বিরুদ্ধে যাবতীয় বিধি-বিধানও তারা প্রয়োগ করত। কিন্তু ৯/১১ এর মোবারক হামলার পর তাদের কতিপয়ের দৃষ্টিভঙ্গি যে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো! অবশ্য তাদের সবাই গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় নি। কিন্তু আল কায়েদা সেই সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কাফেরদের একই কথা বলে আসছে, كفرنا بكم আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম, আমাদের ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেলো যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে এই আদর্শের উপর দৃঢ়তা ও অবিচলতা কামনা করি। আমরা এ পথ থেকে বিচ্যুত হতে চাই না। কারণ যারা জিহাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি ও সতর্কবাণী। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما و يستبدل قوما غيركم و لا تضره شينا، والله على كل شيء قدير

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৯)

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, এই যামানায় মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর চলতে হলে অবশ্যই আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে এবং কষ্ট সহ্য করায় অভ্যস্ত হতে হবে। কারণ মিল্লাতে ইবরাহীমের যথার্থ অনুসারী হতে হলে অবশ্যই অনেক বিপদ-আপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। যে ব্যক্তি কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয় না সে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হতে পারে না।

কেউ কেউ এই বিষয় থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতার অযুহাতে মিথ্যাত্বে ইবরাহীমকে গোপন করে রাখে; তো আমরা তাকে বলতে চাই আমাদের সক্ষমতা দুই দিক দিয়ে হতে পারে,

১. বয়ানের সক্ষমতা অর্থাৎ মানুষকে বিষয়টি বোঝানো।

২. সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা।

যদি আমরা মানুষের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করে বুঝাতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এটাই করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা সাথে এটাকে আমরা শর্তযুক্ত করে দিতে চাই না; অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তন করতে পারব না বলে মানুষের কাছে বয়ানও করলাম না, মানুষকে এ সম্পর্কে কিছুই বললাম না- এমনটি আমরা করবো না, বরং বয়ান তো স্বতন্ত্র ইবাদত। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ থেকে এটাই আমরা বুঝতে পারি। নবীজীবনের প্রতি লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবন কতটা অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে পার করেছেন, পুরো কুরাইশ ছিল তার বিরুদ্ধে, তিনি ছিলেন একা সহায়-সম্বলহীন। সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা তার ছিল না; তবুও তিনি কাফেরদের সাথে কোন সমঝোতা করেননি। কাফেরদের থেকে তিনি যেমন সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তেমনি তাদের উপাসনা থেকেও দায়মুক্ত হয়েছেন ও সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন, বয়ান করতে করতেই সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা অর্জিত হবে এবং কিছু কাল পর্যন্ত বয়ানকারীদেরও এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। হজরত সুমাইয়া, ইয়াসির রাযি. ও অন্যান্য সাহাবাদের নির্যাতনের ঘটনা সবারই জানা।

৭. কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য শরয়ী নির্দেশনা ও জাগতিক উপায়-উপকরণ দুটোই গ্রহণ করেছে

আল্লাহর যমীন থেকে ঔপনিবেশিক ও মুরতাদদের বিতাড়িত করে আল্লাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করে বিজয় অর্জন এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন নাজিল হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমনি শরয়ী নির্দেশনার অনুসরণ করতে হবে তেমনি জাগতিক নীতিমালাও অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং দলীল-প্রমাণের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি তীর-তরবারিরও সমান গুরুত্ব রয়েছে।

তাদের শরয়ী নির্দেশনার অনুসরণ: জিহাদ সম্বন্ধে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই তারা ময়দানে নেমেছে। তারা জানে জিহাদ কখন বৈধ, জিহাদের ফজিলত কী, মানুষের অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপনের গুরুত্ব কতটুকু তারা এসব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেই এই কঠিন সময়েও আল্লাহর আদেশ পালনার্থে জিহাদে বেরিয়েছে। জিহাদে বের হওয়াই তাদের প্রধান কর্তব্য। কারণ মহান আল্লাহই তাদেরকে বের হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। আল্লাহ বলেন,

مالككم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الخرة فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا غرور

হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনের প্রতি ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ অতি সামান্য। (তাওবা, আয়াত: ৩৮)

তাই আমরা দেখতে পাই যে, তাদের বিচারক ও দায়িত্বশীলগণ স্বশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি কার্যত জিহাদে অংশগ্রহণ করে জিহাদী মাসায়েল সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, যা জিহাদ না করা অনেক আলেমেরও জানা থাকে না।

আমি শুনেছি ইবনে উসাইমীন রহ. অনেক জিহাদী মাসআলায় শায়েখ উসামা রহ. এর শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। অথচ এ দু'জনের ইলমের মাঝে কত বিস্তর ব্যবধান তা সবারই জানা। অনেক আলেম আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা জিহাদের পথে আসার পর আল্লাহ তাদের এমন ইলম ও জ্ঞান দান করেছেন যা তাদের পূর্বে ছিল না। এ পথে আসার পর এমন অনেক মাসআলা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যা তাদের নিকট পূর্বে অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য, জিহাদের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুজাহিদগণই সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। হ্যাঁ, কখনো ভুল হয়ে যেতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কতিপয় সাহাবীরও তো ভুল হয়েছে।

তাদের জাগতিক নীতিমালা অবলম্বন: যে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিংবা কোন দেশে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তি প্রদর্শন ও লড়াই-মোকাবেলার বিকল্প নেই। এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই যে শক্তি অর্জন ও প্রদর্শন, যুদ্ধ জিহাদ- রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই জগতের নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সশস্ত্র আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

অথচ হাত গুটিয়ে রাখা কতিপয় দল সশস্ত্র সহযোগী ও সদস্য সংগ্রহ করা থেকে দূরে থাকে। কারণ এর দ্বারা তাগুত গোষ্ঠী তাদের উপর চড়াও হবে, যার কারণে _তাদের ধারণামতে_ তাদের দাওয়াহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অন্য কোন দেশে বা নিরপদে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায় এমন কোন পাহাড়ে হিজরত করা থেকে দূরে থাকে, যাতে তারা এই অভিযোগে অভিযুক্ত না হয় যে, তারা তাগুতের রাষ্ট্র ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত! তাদের হিজরত পরিত্যাগের আরেক কারণ হল তারা দেশকে দায়ীমুক্ত রাখতে চায় না। অথচ তারা এর দ্বারা মক্কী জীবনের শরয়ী নীতির বিরোধিতা করেছে, একই সাথে জাগতিক নীতিরও বিরুদ্ধাচরণ করেছে। (বিস্তারিত, ইদারাতুত তাওয়াহুদ, পৃ. ৯৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু ইলম ও তায়কিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে অথচ বিজয় অর্জনের আশা করে, তার পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না। কারণ সে শরীয়ত ও জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে অর্থাৎ ই'দাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের

নীতি বর্জন করেছে। এমনভাবে যারা ভোটভুটির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারাও এতে কিছুতেই সফল হতে পারবে না। বাস্তবতাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া এটা জগতের নীতিরও বিপরীত। তাহলে কেন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট নির্দেশনা তথা জিহাদ ছেড়ে দেব?! কেউ বলতে পারে, ‘আমরা দুর্বল বিধায় জিহাদ ছেড়ে দিব।’ আমরা বলব, দুর্বলতা কখনো নববী চিকিৎসা ছেড়ে দেয়াকে বৈধতা দিতে পারে না। বরং আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। জিহাদ ছাড়া আমরা শক্তিশালীও হতে পারব না, বিজয়ও অর্জন করতে পারব না।

সুতরাং যে কোরআন-সুন্নাহ যথাযথ অনুসরণ করতে চায় তার জন্য এই দুটো বিষয় অপরিহার্য: দলিল-প্রমাণের জ্ঞান এবং তীর-তলোয়ার; পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারি। এরপর দায়িত্ব আল্লাহর-

وكفى بربك هاديا ونصيرا

তোমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন ও সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। (ফুরকান, ৩১)

মোটকথা, শুধু ইলম ও তায়কিয়া নিয়ে বসে থেকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কারণ আপাতদৃষ্টে তা বাস্তবতা পরিপন্থী। আবার কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া জিহাদের পথে চলা যাবে না। কারণ তাতে বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ইলমও অর্জন করতে হবে, জিহাদও করতে হবে।

৮. কারণ ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে তারাই সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও ঘৃণার শিকার।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম : কোন দলটিকে ইহুদী-খ্রিস্টানরা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে? আমার মনে হল, ন্যায়সঙ্গত উত্তর এটাই যে, সেই দলটি হল আল কায়েদা। প্রত্যেক সঠিক বোধসম্পন্ন ইনসাফকারী ব্যক্তি এই উত্তরই দিবে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর নিজেকে আবার প্রশ্ন করলাম : কেন তারা ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে এতটা অপছন্দনীয়? আমার মন বললো, কারণ তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ তারা সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতার ক্ষেত্রে শরীয়তের আদেশ যথাযথ পালন করেছে। আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নবীকে আদেশ দিচ্ছেন-

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ عليهم

‘হে নবী আপনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করুন।’ (তাওবা, ৭৩) সুতরাং যে এই বিধান পুরোপুরি পালন করবে, কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করবে না, কাফেরদের সাথে দরদাম করবেনা এবং কোন আকীদার ক্ষেত্রে নমনীয় হবে না, সে অবশ্যই তাগুতের গলার কাঁটায় পরিণত হবে এবং তারা তার প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণা পোষণ করবে। অপরদিকে যারা গণতন্ত্রের পথে চলবে এবং নিজ আকীদায় কিছুটা শিথিলতা করবে- যেমন কেউ আল ওয়ালা ওয়ালা বারা-এর কতিপয় বিষয়ে শিথিলতার আশ্রয় নিল (যেমন কেউ প্রকাশ্য মুনাফিকের নিফাক জানা সত্ত্বেও তাকে নিজ ভাই ও বন্ধু বলে মেনে নিল কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য, শরীয়তের দলিল সমূহের প্রতি

ক্রক্ষেপও করলো না-) এভাবে যারা কাফেরদের সাথে নমনীয় ও কোমল আচরণ করবে কাফেররাও তাদের প্রতি নমনীয় হবে, কোমল আচরণ করবে- এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন,

ودوا لو تدهن فيدهنون

তারা কামনা করে যদি তোমরা নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে (সূরা আলকলম, আয়াত: ৯)

আর যারা স্পষ্টভাবে ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’-এর ঘোষণা দিবে এবং কাফেরদের প্রতি নমনীয় হবে না তাদের প্রতি কাফেরদের বিদ্বেষ হবে চরম পর্যায়ের- এটাই জগতের রীতি ও নীতি।

আল কায়েদার বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে ইহুদী-নাসারাদের মিথ্যা প্রচারণার বিষয়টি সবারই জানা। এটা কিন্তু আল কায়েদার প্রতি তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, ইহুদীরা ফিলিস্তিনে আল কায়েদা ছাড়া অন্যান্য জিহাদী সংগঠনগুলোকে অতটা গুরুত্ব দেয় না। গাজায় আল কায়েদার উপস্থিতির পর থেকে তাদের ঘুম যেন হারাম হয়ে গেছে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি গাজায় হামাসের জিহাদকে খাটো করে দেখছি। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, শত্রুরা জিহাদী সংগঠনগুলোর মাঝে স্তর নির্ণয় করে থাকে এবং এভাবেই কোন দলের প্রতি তাদের আক্রোশ বেশি থাকে এবং কোনটার প্রতি কম।

ঈমানী দায়িত্ববোধে একটু চিন্তা করুন-

আমি কথাগুলো বলব ঐ সকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে যারা ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আল কায়েদাকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। সাধারণ মুসলমান, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন এমন মুসলমান, তালিবে ইলম এবং যেসব আলেম আল কায়েদা সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পুষে রেখেছেন তাদের সকলকেই আমি কথাটা বলব। কথাটা হলো- আপনারা কিন্তু এক্ষেত্রে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের সঙ্গ দিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আমেরিকা যেমন অন্যান্য ইসলামী দলের তুলনায় আল কায়েদাকে বেশি অপছন্দ করে আপনারাও তেমন অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর তুলনায় আল কায়েদাকে বেশি অপছন্দ করেন। বিষয়টা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? কখনো কি নিজেদের প্রশ্ন করেছেন, আমেরিকা আপনাদের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে কিভাবে তাদের সাথে একমত হয়ে গেলেন? কখনো কি ঠাণ্ডা মাথায় সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে চিন্তা করেছেন, আল কায়েদার কোন বিষয়টা আপনারা অপছন্দ করছেন? আল কায়েদা কি এমন কোন নীতির উপর চলছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আদর্শের বিপরীত? আল্লাহর অশেষ কৃপায় অবশ্যই আপনারা তা পাবেন না। তারা যাবতীয় মাসআলায় আহলে সুন্নাতের মানহাজেরই অনুসরণ করেছে। রাষ্ট্রীয় আইনে যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাসমতে তারা কাফের, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করে আহলে সুন্নাতের নিকট তারাও কাফের- এসব মাসআলায় আল কায়েদা সম্পূর্ণ আহলে সুন্নাতের মানহাজেরই অনুসরণ করেছে।

আচ্ছা, আপনাদের কতিপয় কেন কাফেরদের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতি আস্থা রাখে এবং মুজাহিদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতি আস্থা রাখে না? কেন তারা মুজাহিদদের অডিও-ভিডিও ও তাদের খবরাখবর প্রচারের ঘোরবিরোধী? আচ্ছা, বলুন তো আমেরিকারা যদি জানতে পারে যে, আপনি মুজাহিদের

খবরাখবর প্রচারে বাধা দিচ্ছেন তবে - নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন- এ কাজটি কি তাদের উৎফুল্ল করবে নাকি না? আপনি আরেকবার কল্পনা করুন সেসকল মুসলিমদেরকে যারা তাদের সন্তান, পিতামাতা ও স্ত্রীদের হারিয়েছে-যারা ‘ওয়া-মু’তাসামাহ’ বলে মুসলিমদের কাছে ফরিয়াদ করছিল-যখন তারা জানতে পারবে যে, আপনি মুজাহিদদের সংবাদ প্রচারে বাধা দিচ্ছেন তবে তারা কি এতে উৎফুল্ল হবে?? উত্তরটা সুবিচারকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাছেই আছে। কিন্তু সুবিচার কোথায়? সুবিচার পাওয়া তো বড় কঠিন। কবি বলেন-

‘আমি আমার জাতিকে দেখেছি তারা একে অপরকে হত্যা করছে। কোন সালাহুদ্দিনের আহ্বান আর শোনা যায় না! তাই আমি কোন দিকে না তাকিয়ে এবং হতাশা প্রকাশ না করে আমার পথে চলেছি। আমার মন আমার বালিশ ও শয্যা ত্যাগ করেছে। আমার রুহ এসে গেছে আমার হাতের মুঠোয়। আমি আমার কামান বহন করে বেড়াই। যুদ্ধের সময় আমি আনন্দচিত্তে গেয়ে বেড়াই- আমি কখনো নম্র হবো না, ফাঁসি, হত্যা কিংবা দেশান্তর করে আমার দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।’

বিচারের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহই জানেন। তখন তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন

وَبِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

তখন তাদের এমন বিষয় প্রকাশ পেয়ে যাবে যা তারা কল্পনাও করত না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৪৭)

৯. কারণ আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি তারা অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করে যে সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা হলো, সাহাবাগণ কেবল আল্লাহর জন্য পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পরই রাসূলুল্লাহকে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায হিজরতের পর তার প্রথমিক কাজগুলোর অন্যতম ছিল- মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা। শায়খ মুবারকপুরী রহ. বলেন, মদীনায আগমনের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সমবেতস্থলরূপে মসজিদ নির্মাণ করেছেন তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার কাজ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে : তা ছিলো আনাস ইবনে মালিক রা. এর গৃহে মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা। তারা ছিলেন নব্বই জন; অর্ধেক মুহাজির ও অর্ধেক আনসার। পরস্পর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এমনকি বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও একজন আরেকজনের থেকে মীরাস পেত। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াত যখন নাযিল হল তখন ভ্রাতৃসূত্রে মীরাস লাভের বিষয়টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। আয়াত-

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। -
(আররহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৪৪)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘আমাদের এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে খেজুর বাগান ভাগ করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তখন তারা (মুহাজিরদেরকে) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন; আমরা আপনাদেরকে ফলে অংশীদার করবো। তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমি ইসলামী দলগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম তখন এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি দল পেলাম- তাবলীগ জামাত ও আল কায়েদা। যখন এই দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলাম তখন আল কায়েদাকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হল। কারণ তারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে আত্মোৎসর্গের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। অন্য ভাইয়ের জন্য নিজের জান কুরবান করে দেয় এবং নির্দিধায় নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনো দেখা যায়, সেনাপতি তার সেনাদের লুকিয়ে যেতে আদেশ করেন এবং তিনি নিজে তাদের জন্য ঢাল হয়ে যান এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন; অবশেষে তিনি শহীদ হন আর তার সেনারা বেঁচে যায়। আবার কখনো কমান্ডার সেনাদের লুকিয়ে পড়তে আদেশ দিয়ে নিজেকে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, ঠিক তখনই কতিপয় সেনা তার আদেশ লঙ্ঘন করে তার পাশে এসে মৃত্যুর কাফেলায় অংশগ্রহণ করে। এটা তারা করে অবাধ্যতার কারণে নয় বরং আত্মোৎসর্গের চেতনায়। সুবহানাল্লাহ! এগুলো এমন ঘটনা যা উম্মাহর ইতিহাসে কেবল বিশেষ মুজাহিদ বান্দাদের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে আমি কতিপয় ইসলামী দলের সাথে ওঠাবসা করেছি। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ক্ষেত্রে আল কায়েদার মতো এতটা গুরুত্ব অন্য কোথাও পাইনি। আমি দীর্ঘদিন ইলমী মারকাযে থেকেছি। সেখানে কল্যাণ ও ইলমের বারিধারা থাকলেও সুবিচারকারী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে অনেক তালিবে ইলমের মাঝেই রয়েছে দুর্বলতা। যখন আমরা সীরাত পড়ি এবং অনেক তালিবুল ইলমের অবস্থা দেখি তখন সত্যিই আমাদের মাঝে সুদীর্ঘ ব্যবধান দেখতে পাই। আমি কয়েক বছর যাবৎ এ শূন্যতাটাই অনুভব করছিলাম। অতঃপর যখন আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করলাম তখন দেখতে পেলাম তারা অন্যদের থেকে অনেক ব্যতিক্রম। তারা একে অপরকে অনেক সম্মান ও মহত্ত্ব করে। জিহাদের শিক্ষাকে যিন্দা করা ও জিহাদের প্রতি বিদ্রোহ না রাখার শর্তে তারা অন্যদেরও ভালোবাসে।

জেনে রেখ হে বিজয়াকাজী ব্যক্তি, যে দল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না সে দল কোনদিনই বিজয় অর্জন করতে পারবে না। কারণ এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণের আদর্শের বিপরীত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এটাই ছিলো তাদের আদর্শ। তাহলে এমন দল

কীভাবে বিজয়ের আশা করে যারা পরস্পরে কৃচ্ছতা করে, এক ভাই অপর ভাইকে প্রাধান্য দেয় না এবং তারা একে অপরের অনেক কাছে থাকা সত্ত্বেও মাসের পর মাস কেউ কারো সাথে দেখা করে না?

একটি ঘটনা : আমি একবার ইয়ামানের এক শায়খের নিকট ইলম অন্বেষণের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে আদনের কিছু ছাত্রের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তারাও শায়খের কাছে যাচ্ছিল। সেখানে যেই গাড়িটি ছাত্রদের আনা-নেওয়া করতো তার মালিক ছিলো ঐ শায়খের বড় ছাত্রদের একজন, এমনকি কখনো শায়খ না থাকলে সেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হত। আদন থেকে আসা ছাত্ররা তাদের বই ও আসবাবপত্র ঐ ছাত্রের গাড়িতে উঠাল। তারপর সে তাদের সাথে ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলল। তাদের কাছে ভাড়া কিছুটা কম ছিল। তাই বড় ছাত্রটি তাদেরকে তার গাড়িতে উঠাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন তারা বাধ্য হয়ে তাদের কিতাবাদী ও আসবাবপত্র তার গাড়ি থেকে নামিয়ে অন্য গাড়ির খোঁজ করতে লাগল।

পাঠক, আপনিই তার এই আচরণের প্রতি লক্ষ্য করুন! এটা যদি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যতিক্রম কোন ঘটনা হত তাহলে আমি তা উল্লেখ করতাম না। কিন্তু বাস্তবতা হল এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। কারণ ভ্রাতৃত্বটা তাদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয় এবং তাদের নিকট এর গুরুত্বও কম। আবার এর মানে এই নয় যে, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ মোটেই নেই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, একটি জিহাদী দল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দল থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। এর কারণ আল্লাহ তাদের এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। কারণ এ পথে সাধারণত সাহসীরাই বিচরণ করে। আর সাহসীরা মহৎ গুণের অধিকারী হয়। তাছাড়া মুজাহিদরা যখনই শত্রুদের থেকে শঙ্কিত হয় তখনই তাদের মাঝে মুহাব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, একে অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার আগ্রহ পয়দা হয়।

আশ্চর্য পরিবর্তন : আমি এবং আরো কয়েকজন যুবক একটি দলের সাথে যুক্ত ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের মুজাহিদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করলেন। তখন আমাদের অবস্থা পুরো পরিবর্তন হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দুর্বল, পরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণটি আমাদের মাঝে ছিলই না, পরে আমরা অগ্রাধিকারে অভ্যস্ত হয়েছি। আমাদের মাঝে খুব কম যোগাযোগ হত, পরে তা নিয়মিত হতে লাগল। দেখুন, ব্যক্তি একই, কিন্তু কী পরিবর্তন! এসবই সম্ভব হয়েছে আল কায়েদায় যুক্ত হওয়ার কল্যাণে। আল কায়েদা এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই আমি আল কায়েদাকে সবচে' বেশি ভালোবেসেছি। তাদের মত মুহাব্বত কাউকেই করি নি। আর আমি এমন কোন মানুষ পাই নি যে আমাকে তাদের মতো ভালোবেসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কেউ তার ভাইকে ভালোবাসে তখন সে যেন তাকে তা জানিয়ে দেয়। আমি আমার ভাইদের ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিলাম।

এখানে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই - বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে আল কায়েদার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকেই বোঝা যায় তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান এবং তারা তা কতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

১০. কারণ তারা সত্যিকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

এই শিরোনামের গুরুত্ব বোঝার জন্য এর শরয়ী বিধান জানা আবশ্যিক। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অপরাগতার সময় শক্তি অর্জন করা এবং ঘোড়া (অস্ত্র) সংগ্রহের মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/২৫৯)

শাইখুল ইসলাম রহ. তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ’য়ে “যা ব্যতীত কোন ওয়াজিব বাস্তবায়ন অসম্ভব তা অর্জন করাও ওয়াজিব” এই মূলনীতি প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত মূলনীতির একটি দৃষ্টান্ত হলো, জিহাদ ওয়াজিব। কিন্তু যখন জিহাদের সক্ষমতা না থাকবে তখন তার জন্য শক্তি অর্জন করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। কারণ জিহাদ একটি ফরজ আমল। আর যা ব্যতীতকে কোন ফরজ বাস্তবায়ন অসম্ভব হয় সেটা অর্জন করাও ফরজ হয়ে পড়ে।

প্রিয় পাঠক, আমি আশা করি আপনি এই বিষয়টি ভালো করে উপলব্ধি করে নিবেন। সাথে সাথে ওয়াজিবের তাৎপর্য নিয়ে ভাববেন যে, আপনি তা বর্জনের দরুন গুনাহগার হচ্ছেন কি না!

জিহাদের প্রস্তুতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে:

১. আকীদাগত প্রস্তুতি।

২. শারীরিক প্রস্তুতি।

৩. সামরিক প্রস্তুতি।

৪. অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি।

অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী কোন জামাতের অধীনে সমবেত হওয়া জরুরী; যাতে আপনার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারটি সহজসাধ্য হয়। যে বিষয়টি আল কায়েদার প্রতি আমার মুক্ততাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে তা হল- আল কায়েদা শরয়ী বিবেচনার ‘ই’দাদ’এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং সেটাকে কার্যত বাস্তবায়নও করেছে। সুতরাং ই’দাদ-এর ক্ষেত্রে আপনি অন্যান্য জামাত থেকে আল কায়েদাকেই উৎকৃষ্ট গণ্য করতে বাধ্য হবেন।

বরং বাস্তবতা হলো কিছু দল প্রস্তুতিই নিচ্ছে না। আর কিছু দলের মাঝে ছড়িয়ে আছে ই’দাদ বিষয়ে চরম অবহেলা। যে সমস্ত দল ই’দাদ গ্রহণ করছে না বলে আমরা উল্লেখ করেছি তারা মূলত ই’দাদ-এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে।

প্রথমতঃ তারা আকীদাগত প্রস্তুতির মাঝেই দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিচ্ছে। ফলে যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে আর তারা এটাকেই ই’দাদ ভাবছে। হাস্যকর বিষয় হলো তারা যেই প্রজন্মকে প্রস্তুত করছে তারা জিহাদের আকীদাই পোষণ করে না। বরং তাদের ধারণা হলো ভবিষ্যতে কেয়ামতের আগে এমন প্রজন্মের বা দলের আগমন ঘটবে যারা জিহাদ করবে। সুতরাং যখন গুরুদের মাঝেই ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে তখন শিষ্যদের অবস্থাই বা কেমন হবে?!

তাই আমি বলি, এরা শরীয়তের দৃষ্টিতে ই’দাদ এর অর্থ বুঝতে পারেনি। যার দরুন আকীদাগত প্রস্তুতির মাঝেই এরা ক্ষান্ত আছে। আবার এই আকীদাগত প্রস্তুতির মাঝেও রয়েছে অনেক ত্রুটি। তাদের শিষ্যরা

জানেও না যে, জিহাদ ফরজে আইন। আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর ক্ষেত্রেও তারা অবহেলা প্রদর্শন করে। এর প্রমাণ হলো, যদি ধরে নেয়া হয় এসব তাগুত কাফের শাসকবৃন্দ কাফের নয়, কিন্তু সর্বোচ্চ জালেম ও ফাসেক; তথাপি আপনি দেখতে পাবেন, তারা শাসক গোষ্ঠীর সাথে যথাযথ কঠোরতা অবলম্বন করে না, বরং কখনো কখনো তাদের প্রশংসা করে। জনসাধারণকে তাদের নির্বাচনের প্রতি আহ্বান করে। এরাই নাকি দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। ‘তাদের দোষত্রুটি গণব যায়; এর মানেই হল তারা মহান।’ এ জাতীয় আরো অনেক সম্মানসূচক কথাবার্তা বলে শাসকদের সম্বন্ধে। আর এসব কর্মকাণ্ড তাদের থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যাদের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখি এবং তারা দরবারী আলেমও নন।

আকীদাগত প্রস্তুতির অবস্থা এমন হলে কখন উম্মাহর মাঝে এমন প্রজন্ম তৈরি হবে যারা লাঞ্ছনা কে ছুঁড়ে ফেলবে, আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করবে আর উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে? তারা এটাকেই প্রস্তুতি ভাবে। অথচ তা তরুণদের মাঝে কেবল হতাশার বীজই বপন করেছে। তাদের ধোঁকা দিচ্ছে যে, বর্তমান যুগে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তারা প্রকাশ্যেই নিজ মুখে এসব বলে বেড়ায়।

যখনই জিহাদ এবং ই’দাদ প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখনই তারা বলে উঠে যে, এখন ঈমানী প্রস্তুতি নেয়া জরুরী। যেন উলামা এবং তালিবুল ইলম ছাড়া আর কেউ জিহাদ করতে পারবে না। মূলত তারা নববী আদর্শকেই বুঝতে পারেনি। (সামনে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ)

এই হল তাদের আকীদাগত প্রস্তুতির অবস্থা। প্রস্তুতির অপর অংশ তথা সামরিক প্রস্তুতির অবস্থা হল, তারা এর জানাজা পড়ে দাফন সম্পন্ন করে রেখেছে। এখন মানুষের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সঠিক দল কখনো অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। বরং তারা হবে খুব নমনীয় ও নিরীহ। এসব ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর পিছনে অন্যতম কারণ হলো ই’দাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট শরয়ী নির্দেশনার বিরোধিতা, যা মুরজিয়াদের আদর্শ। ফলে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রেও তাদের এমন আদর্শের পরিবর্তন ঘটবে না। ৯/১১ এর পর মুজাহিদগণ ধার্মিক শ্রেণীর মাঝে এই ভ্রান্ত চেতনা দেখতে পেয়েছেন ই’দাদ একটি মহান ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা একটি তীরের কারণে তিন জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) তীর নির্মাতা যে পুণ্যের আশায় তা তৈরি করেছে (২) তীর নিক্ষেপকারী (৩) তা সংগ্রহকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজি এবং অশ্ব চালানো শিখে। তবে আমার কাছে অশ্ব চালানো থেকে তীরন্দাজি অধিক পছন্দের। আর যে তীরন্দাজি শিখে অনাগ্রহের কারণে তা ছেড়ে দিল সে যেন মহান আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামতকে অস্বীকার করল। (আবু দাউদ)

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শিখল অতঃপর অনাগ্রহের কারণে তা ভুলে গেল সে কবির গুনাহে লিপ্ত হল।

হে প্রিয় ভাই, আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, কিছু দল শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে চরম অবহেলা করেছে। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, সেটা কী? সেটা হলো ই’দাদ, বিশেষতঃ সামরিক প্রস্তুতি। তারা কেন সামরিক প্রস্তুতিকে না বোঝার বাহানা করেছে? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামু মিন্হুর থেকে ঘোষণা করেছেন, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রাখো, শক্তি হলো ক্ষেপণ শক্তি! (মুসলিম)

সুতরাং যে ব্যক্তি ১৫ বছর কিংবা তার চেয়ে কমবেশি সময় আকীদাগত প্রস্তুতিতে ব্যয় করেছে তার উদ্দেশ্যে আমি বলব, আপনার কি এখনো সামরিক প্রস্তুতি নেয়ার সময় হয়নি? নাকি আপনার মনে হয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা খুবই ভালো?! মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে? মানুষ কি তাদের অধিকারসমূহ গ্রহণ করতে পারছে? মুসলিমরা কি ইহুদি-খ্রিস্টান এবং অন্যান্য শত্রুর কবল থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে? যদি এসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়েও থাকে তবুও ই'দাদের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে যতক্ষণ না কাফেরদের রাষ্ট্রগুলো বিজিত হয়। এটাই ইসলামের বিধান।

আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ই'দাদের অর্থ বুঝেছে এবং যথাসাধ্য তা কার্যত বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে আল কায়েদা অন্য যে কোন দল থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এ বিষয়টি আমেরিকা এবং মুনাফিকদের মধ্যমপন্থী মতবাদের বিরোধী। (আল্লাহর কাছেই সমস্ত অভিযোগ। তাঁর উপরই ভরসা। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।)

১১. কারণ তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর হেকমত-মাসলাহাতকে প্রাধান্য দেয় না।

হেকমত মাসলাহাত একটি সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য কায়দা বা নীতি। কিন্তু এযুগে এটার অপব্যবহার বেড়ে গেছে। ভুল জায়গায় এর প্রয়োগের কারণে শরীয়তের অনেক আহকাম আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাই এই নীতিটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে এবং শরীয়তের দলীলের উপর একে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

কোন মাসআলায় হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আলোচনার পূর্বে মূল মাসআলায় উভয় পক্ষের একমত হতে হবে। কেউ যদি এটা মানে যে, মানব রচিত সংবিধান কুফরী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা কুফরি, তাহলে মূল মাসআলায় সে আমাদের সাথে একমত। সুতরাং আমরা তার সাথে সমসাময়িক মাসআলায় হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আলোচনা করবো। আর যদি কেউ মানব রচিত সংবিধান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাকে কুফরি মনে না করে করে তবে তো মূল মাসালাতেই তার সাথে আমাদের মতবিরোধ। সুতরাং হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আমরা তার সাথে কোন রকম তর্কে-বিতর্কে জড়াবো না।

মৌলিক মাসআলায় যারা আমাদের সাথে একমত তাদের উদ্দেশ্যে বলব, 'মানবরচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনাকারী তাগুত শাসকদের নিরাপদ ও বিলাসী জীবন যাপন স্বয়ং একটি অশান্তি, অকল্যাণ। কারণ তারা কুফরের উপর জিহাদ বিহীন লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করছে। অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে মারমুখী যুদ্ধ কুফরের উপর শান্তিতে বসবাস থেকেও উত্তম। সুতরাং আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন!!!'

আল কায়েদা মুরতাদ শাসকের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। কিন্তু অনেক ইসলামী দল তাদের মুরতাদ মনে করলেও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। কারণ তারা মনে করে, এটা দাওয়াতের হেকমত পরিপন্থী, অথচ এটা মিছাতে ইবরাহীম বা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা গিয়েছে।

কতিপয় ক্ষুদ্র চিন্তাধারী রক্ত প্রবাহের কারণে মুজাহিদগণের কুৎসা রটনা করে। অথচ সে ভুলে যায় যে এখনো ভূপৃষ্ঠ থেকে শিরক বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যার কারণে পৃথিবীতে রক্ত ঝরছে। পৃথিবীর বুকে যতদিন শিরক থাকবে ততদিন রক্ত ঝরতে থাকবে এটা আল্লাহর আদেশ,

و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة

‘তাদের সাথে লড়াই করে যাও যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।’ সুতরাং বাস্তবতা হল এরা মূল সমস্যাটাই অনুধাবন করতে পারেনি। মূল সমস্যা হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া। শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই শত প্রাণ হরণ হচ্ছে এবং রক্তের সাগর প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং রক্ত ঝরার তুলনায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়াটাই আমাদের নিকট বড় বিষয় এবং এটা নিয়েই আমাদের উদ্বিগ্ন থাকা উচিত। সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. বলেন, শহরবাসী ও গ্রামবাসী পরস্পর লড়াই করে যদি নির্মূলও হয়ে যায় তবুও এটা তাদের জন্য একজন তাগুতকে শাসক বানানো অপেক্ষা ছোট পাপ।

সাইয়েদ কুতুব রহ. বলেন, ‘দাওয়াতের মাসলাহাত এমন একটি মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, দায়ীরা যার উপাসনায় ব্যস্ত থাকে এবং দাওয়াতের মূল পদ্ধতি ও পথ ভুলে যায়। দায়ীদের কর্তব্য, দাওয়াতের সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং সঠিক পথ অনুসন্ধান করে যথাযথ তার অনুসরণ করা। সঠিক পথ অনুসরণ করলে কী ফলাফল আসবে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করা বাঞ্ছনীয়। কারণ তা দাওয়াত ও দায়ীদের জন্য ঝুঁকি ও ভয়ের বিষয়। সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে -ফলাফলের দিকে তাকিয়ে কোন কারণে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। তাই দায়ীদের কাজ শুধু সঠিক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া, ফলাফল আল্লাহর হাতে। কল্যাণ কোথায় নিহিত আল্লাহ ভাল জানেন। তা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দায়ীদের নয়। তাদের দায়িত্ব শুধু দাওয়াতের পথে অবিচল থাকা এবং এ পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়া।’

বলছিলাম হেকমত-মাসলাহাতের কথা। হেকমত-মাসলাহাতের নামে এখন অনেক কিছু হচ্ছে : নির্দিধায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যাচ্ছে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে এবং মুজাহিদদের নামে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। এই হেকমত-মাসলাহাতের কারণেই শরীয়তের দলিলসমূহ আপন মহত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছে, মানুষ যুক্তিকে শরীয়তের আহকামের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে, সমাজে অনেক বিদআত চালু হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; যার দরুন মুসলমানরা আজ সাহায্যবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত।

সুতরাং শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান। এই হেকমত-মাসলাহাতের নাম দিয়েই অনেক ইসলামী দল মার্কিন দূতাবাসে হামলার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে। এই হেকমত-মাসলাহাতের নাম দিয়েই আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর বিশুদ্ধ আক্বীদাকে মাটি চাপা দিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও রাফেজীদের সাথে পরামর্শ

সভা সংঘটিত হয়েছে। গতকালও যারা রাফেজীদের কাফের বলতো তারাই আজ তাদেরকে ভাই ও বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আল কায়েদার অবস্থান একেবারে সুস্পষ্ট। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

১২. কারণ তারা সরকারী আলেম নামক পরিভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

খাইরুল কুরুন থেকেই এই পরিভাষাটি হকপন্থী আলেমদের মুখে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের পূর্বসূরীগণ সরকারী আলেমদের থেকে সতর্ক থাকতেন এবং অন্যদের সতর্ক করতেন। কারণ তাদের রয়েছে অনিষ্টকর প্রভাব, তারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে দেয়। শাসকদের বক্রতাকে তারা শরীয়ত কর্তৃক বৈধতার প্রলেপ লাগিয়ে দেয় এবং সরকারের অপরাধ এমনকি তাদের কুফরির ব্যাপারেও মৌনতা অবলম্বন করে। এইজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে শাসককে দরবারে যাবে সে ফেতনায় পড়বে। (আবু দাউদ, আলবানী সহীহ বলেছেন।)

একটু চিন্তা করুন, পূর্ব যুগে তো এই পরিভাষা প্রচলিত ছিল এবং আলেমগণ সাধারণ মানুষকে তাদের থেকে সতর্ক করতেন। কিন্তু এখন যে ইসলামী দলগুলো আছে তাদের মুখ থেকে কেন আমরা এরূপ পরিভাষা শুনতে পাইনা? কেন তারা সরকারী আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক করেন না? আর যদি কেউ সতর্ক করেও তাহলে অন্যরা তার সমালোচনা করতে থাকে। কারণ তা নাকি শাসকদের সাথে সালাফে ছালেহীনের মানহাজপরিপন্থী কাজ।

এর চেয়েও বেশি কষ্ট হয় এবং অন্তরে রক্তক্ষরণ হয় যখন তাদের কেউ কেউ- যারা অজ্ঞাতসারে মুরজিয়াদের আকীদার উপর রয়েছে- মানব রচিত সংবিধানের কুফরির কথা শুনে তখন তারা এটাকে অনৈক্যের কারণ মনে করে; যদিও তাদের একাংশ এটাকে কুফরি বলেই বিশ্বাস করে। আবার যখন কোন সরকারের বিরুদ্ধে আসল ফতোয়াটা প্রকাশ হতে দেখে তখন ত্রোমে ফেটে পড়ে। যেন এই ফতোয়ার কারণে ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলবো, সরকারের জন্য এত মায়া কেন আপনাদের? ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে তো এতটা ক্ষুব্ধ হন না??

প্রিয় পাঠকগণ, আপনাদের কি মনে হয় এই জামানায় সরকারী আলেম নেই? সরকারী আলেমদের ব্যাপারে চুপ থাকা এবং সতর্ক না করা কি সালাফে ছালেহীনের মানহাজ?

উত্তর প্রত্যেক ন্যায়বিচারকেরই জানা আছে। তা হচ্ছে, এ জামানায় সরকারী আলেম আছে এবং তাদের থেকে সতর্ক করা সালাফে ছালেহীনের মানহাজ ছিল। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ তাবেঈ সুফিয়ান আস সাওরি রহ. এর কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ইমাম যাহাবী বলেন, সুফিয়ান বলেন, তুমি যদি দেখ যে, কারী (আলেম) সরকারের কাছাকাছি থাকে তাহলে তুমি ধরে নেবে সে চোর। আর যদি দেখ, সে কোন ধনী ব্যক্তির কাছাকাছি থাকে তাহলে ধরে নেবে সে ধোঁকাবাজ। সুতরাং শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান। শয়তান তোমাকে বিভিন্ন সূরতে ধোঁকা

দিতে পারে। শয়তান তোমাকে বলবে, সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুমি জুলুম দূর করবে এবং মাজলুমের প্রতিরক্ষা করবে। এটা ইবলিসের ধোঁকা মাত্র, কারীরা (আলেমরা) এটাকেই ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। (দেখুন, আল কাওলুন নাফীস ফিত তাহযীরি আন খাদীআতি ইবলীস “মাসলাহাতুদ-দাওয়াহ”, পৃষ্ঠা : ৩০)

সুফিয়ান ইবনে আব্বাদ এক পত্রে নিজ শিষ্যের উদ্দেশ্যে লেখেন, আমিরদের থেকে দূরে থাকবে। তাদের কাছেও যাবে না। কোন কারণেই তাদের সাথে মিশবে না। তুমি যেন ধোঁকাগ্রস্ত না হও। শয়তান তোমাকে বলতে পারে, তুমি আমিরের কাছে মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, মাজলুমের প্রতিরক্ষা করবে এবং আমিরের জুলুম বিদূরিত করবে। এটা শুধু ইবলিশের ধোঁকা; ফাসিক কারীরা (আলেমরা) এটাকে ঢাল বানিয়ে আমিরদের দরবারে আসা যাওয়া করে। (দেখুন, প্রাগুক্ত)

প্রিয় পাঠক, আজ যদি সুফিয়ান সাওরী জীবিত থাকতেন তাহলে সেই সব আলেমদের ব্যাপারে কী বলতেন, যারা আমেরিকান মুসলিমদের জন্য আফগানিস্তানের অনুপ্রবেশকারী মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগদান বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছে? যে সকল আলেমরা ৯/১১ এ নিহত হওয়া লোকদের নির্দোষ দাবি করেছে এবং কেউ কেউ তাদের জন্য দান করার আহ্বান জানিয়েছে তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন? এমন আলেমদের ব্যাপারে সুফিয়ান সাওরী ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামগণ কী বলতেন যারা মৌনতা অবলম্বন করেছে এবং বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন বলে ফতোয়া দেয়নি তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন, মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো উড়ে উড়ে মুসলিমদের হত্যা করছে, অতঃপর মুসলিমদের প্রহরায়ই আপন ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো নির্বিঘ্নে আরবসাগর পারি দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করার জন্য যাচ্ছে? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন মার্কিন সেনাবাহিনী লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা করছে আর আরবের শাসক ও মুসলমানরা তেল, খাদ্যসম্ভার ও মিডিয়া দিয়ে তাদের সাহায্য করছে এবং মুজাহিদদের বাধা প্রদান করছে?

তিনি কি তাদের কাফের ফতোয়া দিতেন না? সুফিয়ান সাওরী রহ. আমীরদের অপছন্দ করতেন, যদিও তারা শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং কুফরী রাষ্ট্রগুলো বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনীও প্রেরণ করত। কেবল কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ করতো। এ কারণে আবু সুফিয়ান তাদের থেকে দূরে থাকতেন। এমনকি তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। কিছুদিন ইয়ামান বা মক্কা শরীফে, পরে বসরা নগরীতে আত্মগোপন করে থাকেন। গোপনে তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আত্মগোপন করা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হঠাৎ তাঁর মরদেহ মানুষের সামনে বের করে আনা হয় এবং জানাযা পড়া হয়।

সুফিয়ান সাওরী রহ. সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন, তুমি কি জানো, ইমাম কে? ইমাম হলেন সুফিয়ান সাওরী, আমার হৃদয়ে তার চেয়ে অগ্রগামী কেউ হতে পারবেনা।

সুফিয়ান সাওরী বলেন, যখন দেখি কোন বিষয়ে কথা বলা আমার কর্তব্য অথচ সে বিষয়ে কথা বলতে পরি না। তখন আমার পেশাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত নির্গত হয়।’ আজ যদি সুফিয়ান সাওরী ও তাঁর যুগের

ইমামগণ জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা আরবের তাগুত শাসকদের ব্যাপারে কী বলতেন যাদের সহযোগিতায় ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলিম দেশগুলো দখল করছে?

প্রিয় ভাই, কতিপয় আলেম লাঞ্ছনাকর ফতোয়া প্রদান করেছে। কিন্তু তারাই আজ সম্মানের পাত্র। এরা যদি সুফিয়ান সাওরীর যুগে থাকত তাহলে মুসলমানগণ তাদেরকে ‘দরবারী আলেম’ বলতে দ্বিধাবোধ করত না।

বর্তমানে আল কায়েদা এ পরিভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী। বিরোধীরা কখনো আপত্তি করে যে, আল কায়েদা আলেমদের নিন্দা করে। তাদের জবাবে আমরা বলবো, উলামায়ে রব্বানী বা হকপন্থী আলেমগণ আল কায়েদার কাছে সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাদের কাছে দরবারী আলেমদের কোনই সম্মান নেই। সুতরাং যারা আমেরিকার স্বার্থে কথা বলে, মুজাহিদদের আকীদায় আঘাত করে এবং তাদেরকে খাওয়ারিজ ও ভ্রান্ত দল বলে অভিহিত করে তাদের সম্মান করতে আমরা বাধ্যও নই, আদিষ্টও নই এবং একারণে আমরা নিন্দিত হবো না। তবে কখনো কখনো হকপন্থী আলেমদের মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের হয় যা মুজাহিদদের আঘাত করে এবং যাতে শত্রুদের স্বার্থ হাসিল হয়। কিন্তু একারণে আমরা তাদের দরবারী আলেম বলবো না।

এ যুগে যারা জিহাদের পথে চলছে তাদের মধ্যে এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে আল কায়েদাই বেশি অগ্রগামী। এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ এ পরিভাষাটির বিলুপ্তি সালাফে সালাহীনের মানহাজপরিপন্থী এবং এতে উম্মাহ ধোঁকাগ্রস্ত হবে। তাছাড়া উম্মাহর শত্রুরাও এ থেকে উপকৃত হবে। তাই এ পরিভাষাটির পুনরুজ্জীবন উম্মাহর জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করা উম্মাহ জন্য কল্যাণকামিতার নামও বটে। কারণ এটা দীনের বিষয়। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কার থেকে দীন নিচ্ছি!

দরবারী আলেমদের কারণে অনেক কল্যাণের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সবচে’ উত্তম কল্যাণের দ্বার জিহাদও তাদের কারণেই বন্ধ হয়েছে। অথচ জিহাদ অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ ইবাদত। শায়খুল ইসলাম বলেন,

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد في سبيل الله.

কেউ অনেক বেশি গুনাহ করে ফেললে তার সর্বোত্তম প্রতিষেধক ও কাফফরা হল জিহাদ করা। (আল ফাতাওয়া, ২৮/৪২১)

দরবারী আলেমরা অনেক সময় এমন বিষয়ের বৈধতার ফতোয়া দেয় যা বাস্তবে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে না। যে আলেম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করে না আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তার জন্য সবচে’ নিকৃষ্ট উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি (অর্থাৎ তার অনুসরণ করে নি) তাদের দৃষ্টান্ত হল পুস্তক বহনকারী গাধা! যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না মন্দ! আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা জুমআ', আয়াত : ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম। অতঃপর সে তা বর্জন করে, পরে শয়তান তার পেছনে লাগে আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে, বোঝা না চাপালেও সে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ। তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৫ও ১৭৬)

কেউ ইলম গোপন করলে সে ব্যাপারে রয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারি। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য। কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে আল্লাহ তাদের লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিসম্পাত করে। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তওবা আমি কবুল করি। আমি অতিশয় তওবাগ্রহণকারী, দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৯-১৬০)

সুতরাং আপনার কি মনে হয়, আমাদের পূর্বসূরীগণ এমন কিছু মানুষ থেকে সতর্ক থেকেছেন যাদের অস্তিত্ব ছিলো না বলে ধারণা করা হয়? আপনার কি মনে হয় আল্লাহ এমন কিছু মানুষকে লা'নত করেছেন যাদের অস্তিত্বকেই আজ অস্বীকার করা হচ্ছে? বস্তুত অবশ্যই তাদের অস্তিত্ব আছে। কারো যদি মনে হয় যে, বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব নেই, তবে সে যেন নিজের আকল ও বুদ্ধিকেই এজন্য ত্রুটিযুক্ত মনে করে এবং মুজাহিদদের এই বলে অপবাদ না দেয় যে, তারা আলেমদের নিন্দা করে। হ্যাঁ, জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় লোক কখনো আলেমদের সাথে মন্দ আচরণ করে। কিন্তু এ কারণে সকল মুজাহিদের উপর দায় চাপানো ও অপবাদ দেয়া যাবে না। কারণ প্রত্যেক দলেই কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ থাকে।

১৩. কারণ তারা আলেমদের যথাযোগ্য সম্মান করে, তবে তাদেরকে একেবারে নিষ্পাপ মনে করে না।

কেউ বলতে পারে, আপনি আল কায়েদার অতিরিক্ত প্রশংসা করছেন! আমি বলব, আমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই লিখি। বাস্তবতা এটাই যে, আমি দেখেছি তারা আলেমদের ভুল-ত্রুটির উদ্দেশ্যে না ভেবে যথাযোগ্য সম্মান করে অর্থাৎ আলেমদের সম্মান করতে গিয়ে তাদের ভুলের উদ্দেশ্যে ভাবে না এবং নিষ্পাপ মনে করে না, বরং এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করে।

এখানে আরেকটি কথা বলা সঙ্গত মনে করছি। বাস্তবতা ও তাত্ত্বিকতার মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অনেক ছাত্রই একটা মূলনীতি নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা খুব করে, কিন্তু বাস্তবে তার পুরো বিপরীত কাজ করে। যেমন একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল,

الحق لا يعرف بالرجال و لكن الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله.

‘ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চেনা যায় না, সত্যের মাধ্যমেই ব্যক্তির অবস্থান নির্ণীত হয়। সুতরাং তুমি সত্যকে চেনো তাহলেই সত্যপন্থীকে চিনতে পারবে।’

এটি ছাত্রদের মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি। কিন্তু বাস্তবে কত ছাত্র যে এর বিপরীত কাজ করে তার ইয়ত্তা নেই! যার ফলে দেখা যায় অনেক ছাত্র জিহাদ ও আকীদা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে কথা বলে আর সে মনে করে, এটা সে দলীলের আলোকে জেনেছে। অথচ বাস্তবে সেটা অন্যের মুখ থেকে জানতে পেরেছে। অনেক সময় সে মুজাহিদদের ব্যাপারে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলে। অথচ সে ভালোভাবে না বুঝেই এসব বিষয়ে কথা বলছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, জিহাদবিরোধী চিন্তাধারী এক ছাত্রের সাথে ইলমী তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। সে জিহাদী মানহাজের ব্যাপারে কুৎসা রটাচ্ছিলো এবং খুব নিন্দা করছিল। সে যুবকদের সতর্ক করছিল এবং সর্বশক্তি ব্যয় করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলো। সে দুঃসাহসিকতার সাথে এসব বলে যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে কাফেরদের সাহায্য করার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলাম। সে উত্তর দিলো, সাহায্যকারী কখনও বাধ্য হয়ে কিংবা তাবিল বা ব্যাখ্যা করে সাহায্য করে থাকে। তখন আমি তার কথা মেনে নিয়ে বললাম যদি সে বাধ্য কিংবা তাবিলকারী না হয়? তখন সে কোনো জবাব দিতে পারল না! আমি বললাম, তুমি এই মাসআলাটাই জানো না! তাহলে কেন মুজাহিদদের নামে কুৎসা রটাচ্ছে? মুজাহিদগণ যেসব মূলনীতি অনুসরণ করে থাকে তুমি তো তা বোঝো না! তখন সে বলল, তাদের বিরুদ্ধে কি হুজ্জত কায়েম হয়েছে? আমি বললাম, হুজ্জত কায়েম হওয়ার মানে কী? সে বলল, কোন গ্রহণযোগ্য আলেম এ ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া ও এজাতীয় আরো কিছু কথা বলল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তো দেখি হুজ্জত কায়েম হওয়ার মানেই বোঝ না! অতঃপর আমি তাকে এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যটি শোনালাম এবং হুজ্জত কায়েম হওয়া ও হুজ্জত অনুধাবনের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করলাম। অতঃপর বললাম, মুজাহিদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার পূর্বে এই মাসআলাগুলো দেখে নিবে। কিন্তু সে কোন ভ্রক্ষেপ করলো না, সে কোন ভিত্তি ছাড়াই কতিপয় আলেমের তাকলিদ করে নিজের

গোঁড়ামির উপর অটল থাকলো। তো কোন আলেমের অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার উপর এমন অটল থাকা বা এই জাতীয় আচরণক করাকেই বলে আলেমদের ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ভাবা এবং তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা।

অনেকে আল কায়েদার ব্যাপারে আপত্তি করে বলে যে, আল কায়েদা নাকি আলেমদের ভুল ধরে, নিন্দা করে। অথচ বাস্তবতা হলো আমরা (আল কায়েদা) আলেমদের সম্মান করতে ও তাদের পদস্থলন ও অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করতে আদিষ্ট।

হ্যাঁ, আমরা শুধু ঐ সকল আলেমদেরই সম্মান করতে আদিষ্ট যারা হলেন রাব্বানী বা হকপন্থী, যারা দীন ইসলামকে সাহায্য করে। আর যারা ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাগুতদের পক্ষে ফতোয়া দেয়, মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের রক্ত প্রবাহিত করাকে বৈধ মনে করে- এমন আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলতে মুজাহিদদের কোন সমস্যা নেই।

সর্বোপরি, আমাদের মুজাহিদ ভাইদের উচিত আলেমদের সাথে মধ্যপন্থার আচরণ করা, তাদের বক্তব্যকে আমরা কোরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্যও দিব না, আবার তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও অসমীচীন আচরণও করব না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ বলেন, কিছু লোকের বোধশক্তি এতোটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে, তারা আলেমদের কথা মোটেই গ্রহণ করে না এবং তার প্রতি ক্রক্ষেপও করে না। অন্য একদল লোক এক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলেছে। ফলে আলেমরা যা হালাল করেছে তাই হালাল মনে করেছে, যা হারাম করেছে তাই হারাম মনে করেছে আর তাদের বক্তব্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট ও সহীহ সনদে সাব্যস্ত সুননের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। (ইগাছাতুল লাহফান, ১/১১৭)

সুতরাং আপনি সতর্ক থাকুন। অনেক সময় হয়তো আপনি ভাববেন, আপনি আলেমদের সম্মান করছেন। অথচ বাস্তবে আপনি তাদের ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ভাবছেন। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য ফতোয়া প্রদানকারীর প্রতি না তাকিয়ে কতিপয় ফতোয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং ফতোয়াগুলো আপনার সুস্থ বিবেকের সামনে উপস্থাপন করে সেক্ষেত্রে আপনার অবস্থান নির্ণয় করুন। ফতোয়াগুলো শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরি রহ. এর গ্রন্থ ‘ক্রুসেড যুদ্ধের স্বরূপ’ থেকে নেয়া :

১. জামে আজহারের শায়খ সাইয়েদ তানতাভীর ফতোয়া : তাকে যখন ৯/১১ এর হামলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন মাজলুমের সাহায্যে আল আজহারের ভূমিকা বা অবস্থান কী জানতে চাওয়া হল। তিনি উত্তর দিলেন, ‘নিরাপদ ব্যক্তিদের উপর হামলা করা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল। যেমন নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের হামলাটি।’

তারপর যখন আফগানিস্তানের উপর সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হল তখন তিনি ফতোয়া দিলেন, ‘প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ করা। ইসলামের অবস্থান সর্বদা মাজলুমের সাথে এবং জুলুম, সন্ত্রাসবাদ ও সীমালংঘনের বিপরীতে। সুতরাং যেকোনো রাষ্ট্রের উপর জুলুম ও সীমালংঘন করা হলে আমরা মুসলিমরা তাদের পক্ষে থাকবো যাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছে, চাই তা আমেরিকা হোক বা অন্য কোনো রাষ্ট্র।’ তিনি এ বিষয়েও খুব গুরুত্বারোপ করেন যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা হত্যাকাণ্ডে জড়িত

কোন ব্যক্তি কে বিচারের কাঠগড়ায় তখনই দাঁড় করানো উচিত যখন তার অপরাধ অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে।

২. সৌদী বিচার বিভাগের প্রধান শায়খ সালিহ আল লুহাইদানের ১/৭/১৪২২হি. তারিখের ফতোয়া:

‘ভিন্নধর্মীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মাজলুম ও নিপীড়িতদের সাহায্য করা ও কঠোর হাতে জালেমকে প্রতিহত করা জুলুম দমনের অন্যতম মাধ্যম।’ তিনি আরো বলেন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঐ সকল হামলায় আক্রান্তদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারের নামান্তর। তাছাড়া এটা আল্লাহর পথে দাওয়াতের একটি মাধ্যম এবং ইসলামের উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রমাণবাহক।’

নিউইয়র্ক ও অন্যান্য স্থানের হামলায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় রক্ত ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার বৈধতা সম্পর্কে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি একটি হাদীস বললেন,

في كل كبد رطبة أجر

এবং একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا .

খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত এতিম ও বন্দীদের আহার দান করে। (দাহর, আয়াত : ৮) (উল্লেখ্য, আয়াতে উল্লিখিত বন্দীটি কাফের ছিল।) এরপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফেরের প্রয়োজন পূরণে তাকে সাহায্য করা হলো মানব সম্প্রদায়ের প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করা এবং তা আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাধ্যম ও ইসলামের উচ্চ শিক্ষা এবং আল্লাহর জন্য সত্য দীনকে আঁকড়ে ধরা মুসলিমের উত্তম চরিত্রের প্রমাণ বাহক। মাজলুম যদিও কাফের হয় তাকে সাহায্য করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কোন গুনাহ হবে না।

৩. শায়খ করযাভী আমেরিকার বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনাকে শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘আমরা সকল মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করছি যেন তারা আমেরিকার দুর্ঘটনা কবলিত নির্দোষ মানুষদের স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।’

৪. রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর ফতোয়া : ডক্টর আব্দুল মুহসিন তুর্কী ২৯/৬/১৪২২ হিজরীতে একটি ফতোয়া প্রকাশ করেন। তাতে তিনি আমেরিকায় সংঘটিত হামলাগুলোর কঠোর নিন্দা করেন এবং সেই হামলা ও হামলাকারীদের থেকে ইসলামের দায়মুক্তির ঘোষণা দেন। তিনি দীর্ঘ চাটুকারিতার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, ‘মুসলিম জনগণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। কারণ ইসলাম মুসলিমকে হত্যাকারী, হত্যা কাজের মাধ্যম কিংবা মানুষকে সন্ত্রাস্ত করে বা কষ্ট দেয় এমন কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করে। কারণ এসব জুলুম ও অন্যায়।’ তিনি আরো বলেন, ‘বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অতি দ্রুত বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধের রাষ্ট্রীয় আইন কানুন কার্যকর করা উচিত।’

৫. অবশেষে সৌদির প্রসিদ্ধ মুফতি শায়খ আবদুল আজিজ আলে শায়খের ফতোয়া উল্লেখ করছি-

যুক্তরাষ্ট্রে যে বিস্ফোরণগুলো ঘটেছে, বিমান ছিনতাই, নিরাপদ জনগণের মনে ত্রাস সৃষ্টি ও অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা ও এই জাতীয় যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো অন্যায়, জুলুম ও বিদ্রোহের নামান্তর। এগুলো

হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তিনি এটাও খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের যেসকল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে শত শত মানুষের প্রাণহানি হয়েছে সেগুলো এমন কাজ ইসলামী শরীয়ত যার অনুমোদন দেয় না এবং তা কোন দীনী কাজ নয় ও ইসলামী শরীয়তের মূল নীতির সাথে তা মিলে না।

(আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন : حقيقة الحروب الصليبية)

১৪. কারণ তারা মুহাক্কিক আলেমদের পথে চলে।

আকিদার কিতাব সমূহে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মানহাজ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদা আহলে সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেমদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। আহলে সুন্নাহর আকিদা হল-

এক. আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী আইন রচনা করা বিনা বাক্যে কুফর। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নাকি তাদের রয়েছে এমন শরীক যারা দীনের এমন সব বিধান রচনা করে আল্লাহ তায়ালা যার অনুমতি দেননি? যদি পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকতো তবে নিশ্চিত তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া হতো। আর নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা শূরা, আয়াত: ২১)

তিনি আরো বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

জেনে রাখো, সৃষ্টি ও বিধান দানের ক্ষমতা কেবল তাঁরই। (আ'রাফ, আয়াত: ৫৪)

আল্লামা শানকীতী রহ. বলেন, বিধান রচনায় আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা ইবাদতে শরীক করার মতোই আল্লাহ তাআলা তার বিধান দানের ক্ষমতার ব্যাপারে বলেন,

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

আর তারা যেন তার হুকুমের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ, আয়াত: ২৬)

সাত কিরাতের মধ্য থেকে ইবনে আমেরের কিরাতে নাই তথা নিষেধ বাচক শব্দ যোগে এসেছে: “আর তুমি বিধান রচনায় তার সাথে কাউকে শরীক করো না।” মহান আল্লাহ তাআলা ইবাদতের শিরকের ব্যাপারে বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতের মাঝে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ, আয়াত: ১১০)

সুতরাং এ উভয় প্রকার শিরকের ক্ষেত্রে সমান। (আদওআউল বায়ান ৭/৪৮)

তিনি আরো বলেন, উল্লিখিত নসসমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যারা শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মাধ্যমে রচিত আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী বিধানের অনুসরণ করে তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে কেবল ওই ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে যাকে আল্লাহ তাআলা অন্ধ বানিয়েছেন এবং ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন। (আদওআউল বায়ান, ৩/২৫৯)

আর আল কায়েদাও একই মত পোষণ করে।

দুই. আহলে সুন্নাহের নিকট আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সালা করা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার: সামগ্রিকভাবে বিচারকার্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো বিধানাবলী দ্বারা পরিচালনা করা। এটা কুফরে আকবার তথা বড় কুফর। দ্বিতীয় প্রকার: নির্দিষ্ট কোন মুকাদ্দমায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা করা। এটা কুফরে আসগর তথা ছোট কুফর। আর আল কায়েদাও এ কথাই প্রবক্তা।

তিন. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য করা:

আহলে সুন্নাহর আকিদা মতে আল কায়েদা বিশ্বাস করে যে, এ কাজ কুফর। যেমনটি শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব রাহি. ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ এর অধীনে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, (ঈমান ভঙ্গের) অষ্টম কারণ: মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা করা। এর দলিল হল নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (মাজমুউত তাওহীদ, ২৪)

চার. হুজ্জত কায়েম হওয়া :- এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল হুজ্জত কায়েম হওয়া এবং তা বোঝার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া হুজ্জত কায়েম হওয়া কেবল অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে শর্ত। সুস্পষ্ট এবং অকাট্য বিষয়ে নয়। সাথে সাথে অন্যান্য শর্ত পূরণ হওয়া এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়াও বিবেচ্য বিষয়। আল কায়েদা উল্লিখিত নীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি কেউ ইনসাফের দাবি করে সে যেন উক্ত মাসআলায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য পড়ে নেয়। অতঃপর তাদের এবং আল কায়েদার মূলনীতির মাঝে সামঞ্জস্যতা অনুধাবন করে: কারা বিচক্ষণ ও বিদগ্ধ ইমামদের মানহাজের অনুসরণে ধন্য হয়েছে? আল কায়েদা নাকি তারা, যারা বিধান রচনাকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ভাবে এবং মনে করে, সামগ্রিকভাবে ও নির্দিষ্ট মুকাদ্দমায় আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচারকার্য পরিচালনা করা একই রকম আর এ ক্ষেত্রে ইসতিহলাল (বৈধ ভাবা) ছাড়া কুফরও হবে না? আবার এই বৈধ ভাবাও কতকের নিকট সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছাড়া জানা সম্ভব নয়!! কারা বিচক্ষণ ইমামদের মানহাজের অনুসারী; আল কায়েদা নাকি তারা, যারা বলে শাসকরা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞতার ওজরের কারণে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না। কেননা তাদের কাছে হুজ্জত পৌঁছেনি? মূলত তারা জানেই না, প্রকাশ্য বিষয়ে হুজ্জত কায়েম হওয়া শর্ত নয়। এটা কেবল অস্পষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেই ধর্তব্য। পূর্বে এ বিষয়ে আমরা কতিপয় আলেমের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তারা এটাও জানে না,

হুজ্জত কায়েমের অর্থ হচ্ছে হুজ্জত পৌঁছা কিংবা তা পৌঁছার ব্যবস্থা থাকা। যার কাছে পৌঁছাবে অথবা পৌঁছার সুযোগ থাকবে তার ওপরই হুজ্জত কায়েম হয়ে যাবে। তর্ক শাস্ত্রবিদদের প্রতিউত্তরে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রাসুলদের ব্যাপারে আল্লাহর হুজ্জত মূলত তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকার দ্বারাই কায়েম হয়ে গেছে। এজন্যই মাদউদের ইলম শর্ত নয়। ফলে কুরআন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও অনুধাবন থেকে কাফেরদের উপেক্ষা হুজ্জত কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় নি। এমনিভাবে নবীদের থেকে বর্ণিত নির্দেশনাবলী থেকে তাদের অনাগ্রহ হুজ্জত কায়েমের ক্ষেত্রে বাধা হয়নি। কেননা জ্ঞান লাভের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। (অররদু আলাল মানতিকীযীন, ৯৯)

তিনি আরো বলেন, যদি কেউ তার বার্তায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সংগঠিত হওয়ার সংবাদ দেয় তখন সেই আদেশ ও নিষেধ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির নিকট পৌঁছা আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সংঘটিত হওয়ার শর্ত বলে গণ্য হয় না। স্বয়ং রিসালাতে নববীর ক্ষেত্রে যখন এটা শর্ত নয় তখন কিভাবে সেটা তার আনুষ্ঠানিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে শর্ত হবে। বরং তার নিকট পৌঁছা সম্ভব থাকাই শর্ত। এরপর যদি তারা অবহেলা করে এবং সেই বার্তা তাদের নিকট পৌঁছার চেষ্টা না করে তাহলে এর দায়ভার মুকাল্লাফদের উপর বর্তাবে; দায়ীর উপর নয়। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড: ২৮, পৃ. ১২৫-১২৬)

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, শাইখুল ইসলামের যে বক্তব্য তোমরা উল্লেখ করেছ ‘যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে এবং তার উপর হুজ্জত কায়েম হবে’ এবং এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমরা বর্তমান তাগুত ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে সন্দিহান যে, তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়েছে কিনা- এটা আশ্চর্যের বিষয়! তোমরা কিভাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ করো অথচ আমি বারবার তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। শোন, নতুন ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা সদূর মরুতে বসবাসকারী হলে অথবা আলোচ্য বিষয়টি অস্পষ্ট হলে তবেই হুজ্জত কায়েমের প্রশ্ন আসবে। সে অস্পষ্ট মাসালা না জানা পর্যন্ত তাকে তাকফির করা হবে না। কিন্তু দীনের যে সব মৌলিক বিষয় মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র কিতাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সে সব বিষয়ে কোরআনই হুজ্জত। সুতরাং যার কাছে কোরআন পৌঁছেছে তার কাছে হুজ্জতও পৌঁছে গেছে। আসল কথা হচ্ছে তোমরা হুজ্জত কায়েম হওয়া আর তা বোঝার মাঝে পার্থক্য করতে পার না। দেখ, অধিকাংশ কাফের এবং মুনাফিক আল্লাহর হুজ্জত বোঝেনা। কিন্তু তাদের উপর সেই হুজ্জত ঠিকই কায়েম হয়ে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

আপনি কি মনে করেন তাদের অধিকাংশই শুনে অতঃপর বুঝে? তারা তো চতুষ্পদ প্রাণীর মত। বরং তারা আরো পথভ্রষ্ট।

হুজ্জত কায়েম হওয়া এবং পৌঁছা ভিন্ন বিষয় যা এদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হয়েছে আর হুজ্জত বোঝা ভিন্ন বিষয়। (মুআল্লাফাতুশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, পৃ. ২৪৪)

সুতরাং বর্তমান শাসক শ্রেণীর কাছে কি হুজ্জত পৌঁছেনি? তারা কি হুজ্জত জানতে সক্ষম নয়? হুজ্জত কি শরীয়ত পরিবর্তন ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাহায্য করার মতো অকাট্য বিষয়গুলোতেও শর্ত, নাকি এটা বোঝা শর্ত যে, আল কায়েদা হকের উপর আছে? আল কায়েদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি তাদের বুঝে আসা শর্ত নয়। যে এমন শর্ত করল সে যেন হুজ্জত ‘বোঝা’কে শর্ত করল। দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে।

হে মুমিন ভাই, উক্ত মাসআলায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামদের বক্তব্য সামনে রাখুন। অতঃপর মিলিয়ে দেখুন যে, আল কায়েদা কি তাদের মূলনীতি বিরোধী নাকি না!

তাছাড়া শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগও রয়েছে।

এখন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই,

(১) আল কায়েদার কারো শাখাগত বিষয়ের ভুলকে আপনি কি মৌলিক বিষয়ে ভুলের মতো ভাববেন?

(২) বলা হয়, যেহেতু তোমরা শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগ আছে বলে মনে কর তাহলে কেন সেসব আলেমদের ঘৃণা কর যারা শাসকদের তাকফীর করে না?

আমরা বলব, এটি একটি যুক্তিসঙ্গত আপত্তি এবং এর সমাধান হওয়া জরুরি। যেসকল আলেম শাসকদের তাকফীর করে না আল কায়েদা তাদের সবাইকে ঘৃণা করে না; বরং তাদের নিকট যারা তাকফীর করে না তারা দুভাগে বিভক্ত-

(ক) রাজদরবার থেকে দূরে থাকা আলেমগণ। তারা শাসকশ্রেণী থেকে দূরে থাকে। তারা নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে তাকফীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি এবং তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না। এ শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম আল কায়েদার নিকট সম্মানিত। তাদের ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে।

(খ) যেসব আলেম শাসকদের তাকফীর করে না এবং মুজাহিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে। তারা মুজাহিদদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে এবং তাগুতদের প্রশংসা করে। আলেমদের এ শ্রেণীর ব্যাপারে আল কায়েদা সতর্ক করে থাকে। কারণ তাদের মাধ্যমে উম্মাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর কায়েদা বিচক্ষণ আলেমদের পথের পথিক। তাদের পন্থা হল- শর্ত পূরণ এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সাথে সাথে (যখন প্রয়োজন হয়) কুফর ও কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা। কুফরি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করল কিন্তু কাফেরদের থেকে করল না-এটা আলেমদের পথ নয়। সুতরাং হে ঐ সমস্ত ভাই, যারা শাখাগত বিষয়ে আল কায়েদার ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করো! ইতিহাসে কি এমন সময় যায়নি যখন উলামায়ে কেরাম উপযুক্ত ব্যক্তিদের কুফরীর হুকুম দিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, তাকফির ও কিতালের মাসআলায় সত্যাস্থেষীদের জন্য আপত্তি নিরসনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা’ সংগঠিত হওয়া, তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করা এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করা। ইসলামী ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম কিতাল যা মুসলিম দাবিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত

আলেমদের থেকে প্রকাশিত ঘটনাবলীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুস্পষ্ট ঘটনা। ইমাম আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল রহ. বলেন, জাহেল ও ইতর শ্রেণীর জন্য যখন শরীয়তের আদেশাবলী কঠিনসাধ্য হয় তখন তারা শরীয়তের বিধান থেকে সরে আসে এবং নিজেদের রচিত জীবনব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে তা তাদের জন্য সহজবোধ্য হয়। কেননা এখন তারা অন্যের বিধানের অধীনস্থ হয়নি। এভাবে বিধান রচনার কারণে তারা আমার নিকট কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন কবরকে সম্মান করা, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রয়োজন পূরণের কামনা করা, লাভ ও উজ্জাতের পূজারীদের অনুসরণ করা। (মুফিদুল মুস্তাফিদ ফী কুফরী তারিকিত তাওহীদ, ২৬)

এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট স্থান হল- ‘এভাবে বিধান রচনার দরুন তারা আমার নিকট কাফের’

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. কবর পূজাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন, এই মুশরিকরা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাদের মাঝে কিছু সীমালঙ্ঘনকারী উক্ত বিষয়ে কিতাব সংকলন করেছে যার নাম দিয়েছে ‘মানাসিকুল মাশাহিদ’। প্রকাশ থাকে যে তাদের এই কাজ ইসলামকে ত্যাগ এবং মূর্তিপূজার ধর্মে প্রবেশের নামান্তর (ইগাছাতুল লাহফান, ১/১৯৭)

এখানে ইবনুল কাইয়িম রহ. ইবনুল মুফীদ নামক এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করেছেন। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, তার বক্তব্য কতটা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তাকফীরে মুআইয়ান বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের তাকফীরকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? আমরা তাকফীরের ক্ষেত্রে ইমামদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরি-

হানাফী

এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য অত্যন্ত কঠোর। এমনকি তারা মুসাইহিফ, মুসাইজিদ বলা ও ওজু ছাড়া নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও তাকফীরে মুআইয়ান করে থাকে। আন নাহরুল ফাইক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শায়খ কাশেম শরহে দুরারিল বিহারে বলেন, সাধারণ মানুষ যেসব মান্নত করে থাকে যেমন- সৎ মানুষদের কবরে এসে ডাকা যে, হে সম্মানিত, যদি আমি হারানো বস্তু ফিরে পাই কিংবা আমার রোগ ভালো হয়ে যায় তাহলে আমি আপনার জন্য স্বর্ণ-রূপা, মোমবাতি, তেল ইত্যাদি দান করব। বেশ কিছু কারণে এসব মান্নত সকলের ঐক্যমতে বাতিল..... একটি কারণ হচ্ছে এই ধারণা করা যে, মৃত ব্যক্তি কার্য সম্পাদন করতে পারে। এই বিশ্বাস কুফর।....মানুষ এতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে শাইখ আহমদ আল বাদাভীর জন্মের ক্ষেত্রে।

লক্ষ্য করুন, এখানে মানুষ ব্যাপকভাবে তাতে লিপ্ত হলেও স্পষ্টভাবে তাকফীর করেছে।

আবুল আব্বাস রহ. বলেন, ইবনুল খুদাইরী তার পিতা শায়খ খুদাইর _যিনি সে যুগে হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন_ তার থেকে বর্ণনা করেন, ‘ইবনে সিনার ব্যাপারে বুখারার ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ছিল- সে বুদ্ধিমান কাফের।’ ইবনে সিনাকে বুখারার ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তাকফীরের ঘটনা সে যুগের হানাফী মাযহাবের ইমাম বর্ণনা করেছেন অথচ ইবনে সিনা এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মুসলমান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এটা ছিল তাকফীরে মুআইয়ান।

মালেকী

তাকফিরের ব্যাপারে মালেকীদের বক্তব্য তো আরো সুস্পষ্ট ও অগণিত। মালেকী ফুকাহাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তারা সেই ব্যক্তিকেও অতিক্রম হত্যার ফতোয়া দিতেন যে এমন বাক্য উচ্চারণ করত মানুষ যা বোঝে না। কাজী ইয়ায রহ. “আশ-শিফা” গ্রন্থের শেষে এমন বেশ কিছু ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি সম্মানার্থে গাইরুল্লাহর নামে কসম করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অথচ এসব বিষয় আমাদের তাকফীরের কারণগুলোর চেয়েও নিম্নতর ও সামান্যতম।

শাফেয়ী

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহুল আরবাঈন গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, اذا سألت فاسأل الله ‘তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও’- এর মর্মকথা হল- যে গাইরুল্লাহর কাছে চাইবে, তাকে ডাকবে সে কাফের। (আল বালাগুল মুবীন, ১/২২৫)

এমনকি তিনি এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করেছেন, যার নাম হল الإعلام بقواطع الإسلام সেখানে তিনি এমন কিছু কথা ও কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং তাকফীরে মুআইয়ানের উপযুক্ত হয়ে যায়। অথচ সেগুলো গুরুত্বের বিচারে আমাদের আলোচিত বিষয়ের (হাকিমিয়াহ, আল ওয়ালা ওয়ালা বারা, মুযাহারা) দশ ভাগের এক ভাগেরও সমান হবে না। এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তাকফিরের ব্যাপারে আপত্তি দূর করতে এবং বিশ্বাস দৃঢ় করতে সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয় হল আহলে ইসলামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী উলামায়ে একরামের বিভিন্ন আচরণ। যেমন বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারাতা রা.কে পতাকাসহ এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন _যে নিজ পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে_ যেন তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সম্পদ নিয়ে নেন। এমনভাবে বনু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের অভিপ্রায়। কারণ তাদের বিরুদ্ধে যাকাত প্রদানের অস্বীকৃতির অভিযোগ ছিল। অনুরূপ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর সিদ্দিক রা. ও সাহাবাদের কিতাল, তাদের সন্তানদের বন্দি করা, তাদের সম্পদ গণীমত হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দেয়া।

এমনিভাবে ওমর রা. এই যুগে কুদামাহ ইবনে মাযউন ও তার সাথীদের তাকফীরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। কারণ তারা নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য মদের বৈধতা সাব্যস্ত করেছিল। আয়াত-

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا وَأَحْسَنُوا

যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে এরূপ লোকদের উপর তাতে কোন গুনাহ নেই, যা তারা পানাহার করেছে; যদি তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে। পুনরায় আল্লাহকে ভয় করতে থাকে এবং ভাল কাজ করতে থাকে। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৩)

এরপর হযরত ওসমান রা. এর জামানায় ওইসব আহলে মসজিদের তাকফীরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যারা শুধুমাত্র মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের নবুওয়াতের ব্যাপারে কথা বলতো কিন্তু তার অনুসরণ করত না সাহাবায়ে কেরাম শুধুমাত্র তাদের তওবা কবুলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছিলেন। (তাকফীরের ব্যাপারে নয়।)

এমনিভাবে আলী রা. কর্তৃক তার সাথীদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া। কারণ তারা আলী রা. এর ব্যাপারে সীমানাংঘন করেছিল।

পরবর্তীতে মুখতার ইবনে আবু ওবায়দা এবং তার অনুসারীদের কুফরের ব্যাপারে বাকি সাহাবীদের সাথে তাবেঈনদের ইজমা। যদিও সে দাবি করত যে, সে হুসাইন ও আহলে বাইতের রক্তের মূল্য চায়।

অনুরূপ জা'দ ইবনে দিরহামকে হত্যার ব্যাপারে তাবেঈনদের ইজমা। অথচ সে ভালো আলেম ও প্রসিদ্ধ দীনদার ছিল। এ ধরনের বহু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী পরবর্তী কেউই তো আবু বক্কর ও অন্যান্যদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করেননি যে, কিভাবে আপনি বনু হানিফের সাথে জিহাদ করবেন, তারা তো কালিমা পড়ে, নামাজ পড়ে, যাকাত দেয়?! এমনিভাবে কুদামা ও তার সাথীরা যখন তাওবা করে নি তখন তাদের তাকফীরের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করেনি।

এরপর বনু ওবায়দা যারা পাশ্চাত্য মিশর ও শামসহ একাধিক অঞ্চলে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করত, জুমার নামাজ ও জামাত কায়েম করতো, কাজী ও মুফতি নিয়োগ করতো; তথাপি যখন তারা জঘন্য সব কথাবার্তা ও কাজকর্ম প্রকাশ করেছিল তখন কোন আলেম তাদের সাথে কিতালের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি। এমনকি তারা বিরতও থাকে নি। অথচ সে যুগে ছিল ইবনুল জাওযীর মতো ব্যক্তিবর্গ। তাদের থেকে মিশর দখল করার পর ইবনুল জাওযী একটি কিতাবে লিখেন, যার নাম ছিল *النصر على مصر* (মিসর বিজয়।) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই উক্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করেননি। তাদের ইসলামের দাবী, কালিমা পাঠ কিংবা ইসলামের কিছু রুকন পালনের দরুন কোন আপত্তিও আসেনি। কেবলমাত্র বর্তমান যুগের কতিপয় অভিশপ্ত শয়তান থেকে শোনা যাচ্ছে যে, এসব কুফর ঠিকই।

কিন্তু যে ব্যক্তি তা সম্পাদন করবে কিংবা ভালো মনে করবে বা তার সাথী হবে বা তাওহীদকে ঘৃণা করবে অথবা তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাওহীদের কারণেই বা তাদেরকে ঘৃণা করবে তাকে তাকফির করা যাবে না। কারণ সে কালিমা পাঠ করে, ইসলামের পাঁচ রুকন আদায় করে। এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেই ইসলাম বলেছেন। এমন জঘন্য কথা বর্তমান যুগের মুলহিদ কাফের ছাড়া অন্য কারো থেকে শোনা যায় না। যদি তারা এ ব্যাপারে আলেমদের থেকে একটি অক্ষরও কিংবা একজনকেও দেখাতে পারে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অসার দাবির দলিল দাঁড় করাতে পারে তাহলে সেটা তারা উল্লেখ করুক। (মুফিদুল মুস্তাফিদ ফী কুফরি তারিকিত তাওহীদ, পৃ. ৩৬)

শায়খ নাসির আল ফাহাদ (ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু) এমন ১৪ টি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা কারীকে তাকফীর করেছে।

মূলত ঘটনা এই দাঁড়ালো যে- খারেজী আদর্শকে খণ্ডনের জন্য ইরজার চেতনা প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। অর্থাৎ এক বিদআতের মোকাবেলায় আরেক বিদআত দাঁড়িয়ে গেল। আর আহলে সুন্নাহ মুরজিয়া ও খারেজীদের মধ্যবর্তী পথ ঈমানকেই অবলম্বন করল।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা, তুমি সতর্ক হও। তোমার আবেগ যেন দীনের বিরুদ্ধে না যায়, যার ফলশ্রুতিতে তুমি উপযুক্ত ও যথার্থ তাকফীরের বিরুদ্ধে লড়াই আর তুমি তা অনুভবই করতে পারছ না! এমন কি তুমি মানুষের সামনে কুফরকে সামান্য করে তুলছো ফলে তারা কুফরের কদর্যতায় লিপ্ত হচ্ছে আর সেটাকে কুফর না ভেবে শুধু গুনাহ মনে করছে।

হে আল্লাহর বান্দা, তুমি মুরজিয়াদের মাযহাব প্রচারে সতর্ক হও! এমন যেন না হয় যে, তুমি মুরজিয়াদের মাযহাব প্রচার করছো আর তুমি মনে করছ আমি আহলে সুন্নাহর মাযহাব প্রচার করছি।

নাযর ইবনে শামীল রহ. বলেন, আমি খলীফা মামুনের দরবারে গেলাম। খলীফা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, ভালো আছি আমিরাহুল মুমিনিন! অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি কি জানো ইরজা কাকে বলে? আমি বললাম, ইরজা হল এমন দীন যা বাদশাহর অনুগামী হয়, যা দ্বারা তারা দুনিয়া অর্জন করে আর আখেরাত ধ্বংস করে। তিনি বললেন, সত্য বলেছ। (তারিখু মাদিনাতি দিমাশক, ৩৩/২৮৬)

অন্য জায়গায় আছে, নজর ইবনে শামীল রহ. বলেন, খলিফা মামুন আমাকে বললেন হে আবুল হাসান, ইরজা হলো রাজা-বাদশাদের ধর্ম।

আলহামদুলিল্লাহ- আকিদাগত বিষয়গুলোতে আল কায়েদা আহলে সুন্নাহর মানহাজের উপর রয়েছে। বিশেষ করে ঈমান, আসমা ও সিফাত, তাকদীর, কোরআন ও সাহাবা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তারা আহলে সুন্নাহর মানহাজ অনুসরণ করে।

তুমি কি দেখেছ কুফর নয় এমন পাপের কারণে আল কায়েদা কাউকে তাকফীর করেছে? তারা কি যিনাকারী হত্যাকারীর মত অন্যান্য পাপাচারীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহর আকীদা পোষণ করে না? মুসলিমদের হত্যা করা আর মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দেয়া কি খারেজীদের বৈশিষ্ট্য নয়? বর্তমানে আল কায়েদাই সবচেয়ে বড় জিহাদী তানজীম যারা মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। মাথা মুগুনো কি খারেজীদের বৈশিষ্ট্য নয়? অথচ আল কায়েদার অধিকাংশই লম্বা চুলে অভ্যস্ত।

১৫. যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের কারণে।

যুদ্ধসংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহে তিনটি স্থানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

১. শাম।
২. খোরাসান।
৩. আদনে আবীন।

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত হও :
একটি বাহিনী শামের,
একটি বাহিনী ইয়েমেনের
আর আরেকটি ইরাকের।”

ইবনে হাওয়ালাহ (রা.) বললেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি বাহিনী নির্ধারণ করে দিন।’

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, “তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে, কারণ এটি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জমীন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে! আর যদি তুমি তা না চাও তবে তোমার ইয়ামানে যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সিরিয়া এবং তার মানুষের উপর খেয়াল রাখবেন!” (ইমাম আহমদ ৪/১১০, আবু দাউদ ২৪৮৩)

এই স্থানগুলোর আজকের অবস্থাকে দুই দশক পূর্বেকার অবস্থার সাথে তুলনা করলে পুরোই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই দেশগুলোর অবস্থা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে। শাম বিশ বছর পূর্বেও বর্তমানের তুলনায় দীন থেকে অনেক দূরে ছিল। খোরাসান ছিল সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসিত। আদনে আবীনের অবস্থাও একই রকম ছিল। কিন্তু এখন আল্লাহর রহমতে খোরাসানে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় জিহাদী দুর্গটির অবস্থান। শামেও চলছে জিহাদী বিপ্লব। আদনে আবীনেও শুরু হয়েছে ইসলামী জাগরণ। অচিরেই ইনশাআল্লাহ এসকল স্থানে মুজাহিদগণের হাতে ইসলামের অনেক বিজয় সূচিত হবে। উল্লিখিত স্থানসমূহে আল কায়েদার রয়েছে সরব উপস্থিতি। খোরাসান তো আল কায়েদার কেন্দ্রভূমি এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. সেখানেই আছেন। আদনে আবীনে সবচেয়ে বড় জিহাদী যে সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে তা হলো আল কায়েদা। শামেও আল কায়েদার অনেক শাখা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গাজায় তাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং এসব স্থানে বিজয়ের শুভ লক্ষণ প্রতিভাত এবং জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলনের কারণে ইসলামের বিজয় অত্যাঙ্গ।

১৬. কারণ তারা বিজয়ের সুসংবাদসমূহের প্রতি সর্বাধিক আশাবাদী।

এই উম্মাহ শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে। লাঞ্ছনার পর পুনরায় সম্মান ফিরে আসবে। দুর্বলতার পর আবার কর্তৃত্ব লাভ হবে এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে- এমন অনেক সুসংবাদ রয়েছে এই উম্মাহর জন্য।

পবিত্র কুরআনের সুসংবাদবহ কিছু আয়াত :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এবং তিনি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী ও ফাসিক। (নুর, আয়াত : ৫৫)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

আমি যাবূরে উপদেশের পর লিখে দিয়েছিলাম যে, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দাগণ। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত : ১০৫)

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

শেষ পরিণতি তো হবে মুতাকীদের জন্যই।

এছাড়া এ সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জায়গা এটা নয়।

জাগতিক রীতির আলোকে বিজয়ের সুসংবাদ সমূহ :

পুরো জগৎ একটা রীতির মধ্য দিয়ে চলে। আল্লাহ তাআলা জগতকে একটা রীতির মধ্য দিয়েই পরিচালিত করছেন এবং সেই রীতিতে কোন ধরনের পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ বলেন, তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব)

জগতের নিয়ম হল- যখন রাতের অন্ধকার ঘন হয় তখনই ভোরের আলোর বিকিরণ ঘটে। রশি যখন বেশি শক্ত হয়ে যায় তখন তা ছিঁড়ে যায়। কোন বিষয়ের সংকীর্ণতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তখন তাতে প্রশস্ততা আসে।

এই জামানায় আমরা মুজাহিদরা কঠিন সময় পার করছি। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তারা সব দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের উপর চেপে বসেছে। সব মিলিয়ে এটা আমাদের জন্য বড় কঠিন সময়। সুতরাং এই কঠিন সময়ের পর আমরা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করি, এ কষ্টের পর আমরা স্বস্তি কামনা করি। সংকীর্ণতার পর সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা করি। এটা আল্লাহর জন্যে কঠিন নয়।

বাস্তবতার দেয়া বিজয়ের সুসংবাদ সমূহ :

বাস্তবতার দেয়া বিজয়ের সুসংবাদ সমূহের মধ্যে একটি হলো আফগান মুজাহিদদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, যা ছিল মার্কিন শক্তির সাহায্যকারী অন্যতম একটি মূল শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরবর্তী পরাশক্তিরও প্রথমটির মতো পতন ঘটানো আল্লাহর নিকট মোটেও কঠিন নয়।

আরেকটি সুসংবাদ হলো- অনেক জায়গায় জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাকে ছুঁড়ে ফেলে মানুষ জিহাদের ঝাণ্ডাকে উত্তোলন করেছে এবং মানুষ বুঝতে শুরু করেছে যে, তাদের সম্মান কেবল

মুজাহিদগণই রক্ষা করতে পারে। তারা তাদের দেশীয় সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেছে এবং সরকার ও তার আমলাদের বাস্তব রূপ চিনে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

বাস্তবতার দেয়া আরো একটি সুসংবাদ হল- ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় এবং আমেরিকার অর্থনীতির উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ।

এছাড়া আরো অনেক সুসংবাদ রয়েছে যা উল্লেখের জায়গা এটা নয়। আল কায়েদা এসকল সুসংবাদ সমূহের প্রতি সর্বাধিক আশা পোষণ করে। কেউ কেউ এ কারণে তাদেরকে অবিবেচক, মোটা চিন্তাধারী ও খোঁড়া যুক্তিবাজ মনে করতে পারে। কিন্তু আমি বলব, এমন ধারণা থেকে দূরে থাকুন। কারণ বাস্তবে নিরাশায় হয়তো আপনার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহর প্রতি আপনার আস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে, যার ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে তাকে আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অবিবেচক বলে অপবাদ দিচ্ছেন।

মুসলিমরা এখন দুর্বল অবস্থায় আছে। এ অবস্থায় বিজয়ের সুসংবাদ মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণ হবে আর মুনাফিকদের জন্য হবে মনোঃকষ্টের কারণ। গাজওয়ায়ে খন্দকের ঘটনা সবারই জানা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথরে কুঠারাঘাতের সময় ইসলামের বিস্তৃতির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সেই সংবাদ মুমিনদের অন্তরে আশা সঞ্চার করেছিল এবং তাদেরকে আরো দৃঢ় করে দিয়েছিল। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য তা ছিল কষ্টের কারণ। আল্লাহ তাআলা সেই অবস্থাটিকে পবিত্র কোরআনে চিত্রায়িত করেছেন :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

আর স্মরণ কর ওই সময়কে যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। (আহযাব, আয়াত : ১২)

মুনাফিকরা তখন এমন নিকৃষ্ট কথা বলেছিল। কিন্তু মুমিনরা কী বলেছিল পবিত্র কুরআন তার বর্ণনা দিচ্ছে :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠলো, এটা তো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। (আহযাব, আয়াত : ২২)

প্রিয় ভাই, আপনি আল কায়েদার অবস্থা দেখুন- যখন আপনি তাদের সাথে বসবেন তখন আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাস ও তাঁর দেয়া সুসংবাদ সমূহের প্রতি তাদের আস্থা দেখতে পাবেন। তারা বিজয়ের সুসংবাদবহ আয়াত ও হাদিস সমূহকে মানুষের মাঝে প্রচার করে এবং প্রচার করতে বলে। কারণ এতে মুসলিম উম্মাহ আশান্বিত হয় এবং সত্য পথে অটল থাকার খোরাক পায়। এতে উম্মাহ নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে পারে। সুতরাং যারা বিজয়ের সুসংবাদসমূহ প্রচার করে তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। আল্লাহ তাদের মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে, জুলুমের শাসনের পর নবুওয়াতের

আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অনেক শায়খ মনে করেন, আমরা জুলুমের শাসনের ত্রাস্তি লগ্নে আছি। সুতরাং আল কায়েদা কেন বিজয়ের সুসংবাদসমূহের প্রতি অত্যাধিক আশাবাদী হবে না, যখন বিজয় অবশ্যস্বাবী? বিজয়ের জন্য জিহাদের পথে চলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তারা তো সেই জিহাদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে। সুতরাং তারা অচিরেই উম্মাহর দুর্দিনের অবসান ঘটাবে এবং সুখ ও সম্মান ফিরিয়ে আনবে। কবি বলেন,

عسى الكرب الذي أمسيت فيه ***** يكون وراءه فرج قريب

فيأمن خائف ويُفك عان ***** ويأتي أهله النائي الغريب

যে দুর্দশায় আমি উপনীত হয়েছি আশা করি তার পরেই আসবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তখন সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হবে, বন্দী মুক্তি লাভ করবে এবং মুহাজিররা ঘরে ফিরে আসবে।

১৭. কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

এই উম্মাহর বিজয় অবশ্যই আসবে। বিজয় অর্জনের জন্য কিছু কাজ করতে হবে এবং কিছু কর্মীর প্রয়োজন হবে। বিজয় অর্জনের জন্য যে কাজগুলো করতে হবে তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। কেউ কেউ যদিও বিজয় অর্জনের জন্য এক দিক থেকে ধীর গতির কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য দিক থেকে নিজের অজান্তেই বিজয়ের সম্ভাব্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

বিজয় কখনো তাড়াতাড়ি আসে, কখনো বিলম্বে আসে। আল কায়েদা বিজয় অর্জনের কার্যক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। তাদের কাজের প্রমাণ হচ্ছে আফগানিস্তানে তাদের দুর্গ স্থাপন, যা ঔপনিবেশিক কুফরি শক্তিগুলোর মোকাবেলা করে যাচ্ছে। তেমনিভাবে আল কায়েদার ইরাকি শাখা, যা ইরাকের বড় বড় জিহাদী সংগঠনগুলোর একটি। তাছাড়া আরব, মরক্কো, সোমালিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও শামের কতিপয় অঞ্চলেও রয়েছে তাদের সরব উপস্থিতি। আল কায়েদার মতো এমন বিশ্বব্যাপী জিহাদী সংগঠন আর একটিও নেই, যা আমেরিকা ও তার সহযোগীদের মুকাবেলা করে যাচ্ছে।

এই সংগঠনটি অনেকগুলো চমৎকার বিজয় অর্জন করেছে এবং সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জনের পথে তারা এগিয়ে চলছে। এই বিজয়গুলো অর্জনের জন্য তাদের অনেক কোরবানি করতে হয়েছে, অনেক পবিত্র রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে, নিজ দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে এবং সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে। এরপরও কি বলা হবে যে, বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে তারা অগ্রগামী নয়? উত্তর প্রত্যেক ন্যায়বিচারকেরই জানা।

বিজয় অর্জনের কাজে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শরীক হবে যে আকীদার বিশুদ্ধতা ও পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতি আহ্বান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু ইলম দিয়ে এ কাজে শরীক হয় সে ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে না যে ইলম, বয়ান ও তীর-তলোয়ার দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করে। যেমন নাকি যে ব্যক্তি নিজ ইলম দিয়ে শিরকের বিরোধিতা করে সে ঐ ব্যক্তির সমান নয় যে নিজ ইলম দিয়ে কবরের শিরকেরও বিরোধিতা করে, আবার প্রাসাদের শিরকেরও বিরোধিতা করে।

বিজয় অর্জনের পথে রয়েছে হাজারো বাধা। অন্যতম একটি বড় বাধা হলো মুরজিয়া চিন্তা-চেতনা, যা যুবকদের চেতনায় ঘুণ ধরিয়ে দেয়। মুরজিয়ারা বলে, ‘মানবরচিত আইন কানুন ও সংবিধান কুফরী হবে না যতক্ষণ না তাকে হালাল মনে করা হবে। হালাল মনে করার বিষয়টি মুখে স্পষ্ট না বলা পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে না।’ এটা খুবই খতরনাক ও ভয়ংকর বক্তব্য। তাদের এ কথা মেনে নিলে বলতে হয়, কুফরি সংবিধানের দ্বারা শরীয়তকে যতই পরিবর্তন করা হোক, এই মুরজিয়ারা তাদেরকে শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত শাসকই মনে করবে। তাদের এই বাঁকা কথার ভিত্তিতে যদি কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা না করে এবং যিন্দিকী করে পুরো শরীয়াহকেই বিকৃত করে ফেলে- যেমন, সে আইন করলো, হত্যাকারীর হাত কাটা হবে, চোরকে হত্যা করা হবে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা হবে এবং বিবাহিত ব্যভিচারীকে চাবুক মারা হবে, একজন নারী দুইজন পুরুষের সমান অংশ পাবে, তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে, স্ত্রীর সন্তুষ্টিক্রমে ব্যভিচার করলে কোন শাস্তি হবে না- এভাবে যদি তারা পুরা শরীয়তকে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলেও সে মুরজিয়াদের মতে স্পষ্ট করে না বললে কাফের হবে না। মুরজিয়ারা মনে করে- কর্মের দ্বারা কোন বিধান সাব্যস্ত হয়না; স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমেই কেবল বিধান সাব্যস্ত হয়। কেউ কেউ তাদের এই মতটিকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মত বলে চালিয়ে দিতে চায়। এটা মূলত তাদের দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য ছাড়া কিছুই নয়। মুরজিয়াদের উক্ত মতের সাথে আহলে সুন্নত একমত নয়। কারণ আহলে সুন্নতের মতে কুফর বক্তব্য, কর্ম ও বিশ্বাসের দ্বারাও সাব্যস্ত হতে পারে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে তাদের এই চিন্তাটি অনেক যুবক ছাত্রের মাথায় ঢুকে গেছে এবং তা এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে, তারা জিহাদ বিমুখ হয়ে গেছে। ইয়ামানের ইলমী কেন্দ্রগুলোতে এটি মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে জিহাদে গমনকারী ছাত্রের সংখ্যা কমে গেছে। এমন নয় যে, তাদের মাঝে ভীৰুতা কাজ করেছে বা তারা শাহাদাত বিমুখ; বরং মুরজিয়া চিন্তাধারার প্রভাবেই তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। আমার এক মুজাহিদ ভাই আমাকে বলেছেন, ‘হারামাইন থেকে যারা জিহাদের জন্য ইরাকে গিয়েছে তাদের অধিকাংশ কেবল আত্মমর্যাদাবোধের কারণে গিয়েছে।’ আসল মুজাহিদ ছাত্র কমে গেছে। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম কেন এমন হল? বুঝতে পারলাম, মুরজিয়া চিন্তাধারার প্রভাবেই এমন হয়েছে।

আপনি কি মনে করেন এই মুরজিয়ারা বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী বা তারা বিজয় অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে যখন তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, আমেরিকার সহযোগী শাসকদের শরীয়াহ নির্ধারিত শাসক মনে করছে এবং মানব রচিত সংবিধানকে কুফরিও মনে করছে না?

প্রিয় ভাই, বিজয় অর্জনের কাজ হল একটা কথা বলে কার্যত তা বাস্তবায়ন করা। আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ করা। জান মাল দিয়ে জিহাদ করা এবং সততা ইখলাস ও ইয়াকীন রাখা। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}

মুমিন তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত)

মানুষ এখন তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে:

১. মুজাহিদগণ ও তাদের সহযোগীদের দল।

২. তাদের সাহায্য পরিত্যাগকারীদের দল

৩. বিরোধীদের দল।

বিজয় অর্জনের জন্য মুজাহিদগণই চেষ্টা করছে। অপর দুই দল বিজয় অর্জনের জন্য কী করছে? তারা শুধু তাদের মুসলিম ভাইদের নিপীড়ন করতেই জানে যদিও রোম-পারস্য তাদের থেকে পুরো নিরাপদ থাকে। আসলে আমরা অন্যায়ের যুগে আছি, আমাদের মুসলিম ভাইদের দ্বারাই আমরা নির্যাতিত হই অথচ রোম-পারস্য তাদের থেকে নিরাপদে থাকে। এক হাকীম আপন পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘যদি মানুষ তোমার কষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যায় তবে তাদের কষ্ট থেকে তুমি নিরাপদ না হওয়ার কারণে দুঃখ করো না, কারণ এ নেয়ামত দুটি খুব কমই একসাথে পাওয়া যায়।

১৮. শাখাগত মতানৈক্য তাদের জামাতভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

তাকফীরের ব্যাপারে আল কায়েদার মানহাজে গভীর দৃষ্টিপাতের পর আমি দেখতে পেলাম, তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূল নীতিই অনুসরণ করে। তারা শাসকদের তাকফীর করে। কারণ এসকল শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর শরীয়তকে মানব রচিত বিধান দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক বিভাগ, সামরিক বিভাগ, প্রচার বিভাগ- সব ক্ষেত্রেই তারা মানব রচিত বিধানের প্রচলন ঘটিয়েছে

তাদের তাকফীরের আরেকটি কারণ হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী খ্রিস্টানদের সাহায্য করা। সুতরাং শাসকদের তাকফীরের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকে না। বিশেষত ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেখানে আমেরিকা অনুপ্রবেশ করেছে, আর তারা নিজেদের সৈন্যদেরকে আমেরিকার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে যেন তারা মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারাই ইরাকে ও আফগানে দখলদারদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছে

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা পরিপূর্ণ মুরতাদ। তবে এ রাষ্ট্রেরগুলোর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপারে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আমি জানিনা, আল কায়েদার সকলেই নাকি কেউ কেউ তাদের কুফরী বাহিনী মনে করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আল কায়েদার ব্যাপারে বিষোদগারের পূর্বে কিছু বিষয় বিবেচনা করা জরুরি। বিদ্বৈষ পোষণকারীদের আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই- এটা কি মৌলিক বিষয় নাকি শাখাগত? সঠিক উত্তর হল এটি শাখাগত মাসাআলা যাতে মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে।

এসব বাহিনীর কিছু কুফরী কর্মের কারণে আল কায়েদা তাদের প্রতি কুফরের হুকুম আরোপ করে। তাদের কুফরী কর্মসমূহ:-

১. মুরতাদ শাসকদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা।
২. মানব রচিত কুফরী বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা।
৩. ইসলামী শরীয়াহকামীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।
৪. জিহাদকে অস্বীকৃতি জানানো অথচ তারা সংঘবদ্ধ।
৫. ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অন্যদেরকে জিহাদ করতে বাধা প্রদান করা।
৬. মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্যে মুজাহিদদের হত্যা করা।
৭. তারা কাফেরদের সাহায্যার্থে মুরতাদ শাসকদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখছে।
৮. তাকে সাহায্য করা যে মুসলমানদের সম্পত্তি নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং তা ইহুদী-খ্রিস্টানদের প্রদান করছে।
৯. সামরিক গোয়েন্দা নিরাপত্তাসহ সর্বক্ষেত্রে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সহায়তা করা।
১০. তারা শাসকবৃন্দের ডান হাত, যার দ্বারা তারা মুসলমানদের উপর জুলুম করে।

প্রশ্ন: হে বিদ্বৈষ পোষণকারী, তাদের উপর আরোপিত কুফরের বাহিনীর অর্থ আসলে কি?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি এক বিদ্বৈষ পোষণকারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আল কায়েদা যে বলে, এরা কুফরের বাহিনী- এর অর্থ কী? সে বলল, আপনি খুলে বলুন। আমি বললাম, যে অন্যের আকীদার ব্যাপারে বিদ্বৈষ ছড়ায় তার তো সেই আকীদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত! নতুবা চুপ থাকাই তার জন্য শ্রেয়। অতঃপর আমি তাকে বললাম, ‘দলগত কাফের’ এই কথার উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ ও তাদের কারো মাঝে ওয়র থাকতে পারে এবং সে জান্নাতের অধিকারীও হতে পারে; কিন্তু যখন বাহিনীর নির্দিষ্ট কোন সৈন্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তখন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া তার ব্যাপারে হুকুম প্রদান করা যাবে না, শর্তপূরণ হলে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হলেই তার ওপর তাকফীরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর কোনো প্রতিবন্ধকতা পাওয়া গেলে কিংবা সমস্ত শর্ত পূরণ না হলে তাকফীরের হুকুম প্রদান করা যাবে না। সুতরাং বিষয়টিতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে এবং ইজতিহাদ কখনো শুদ্ধ হতে পারে এবং কখনো ভুলও হতে পারে। সঠিক হলে বেশি প্রতিদান পাবে আর ভুল হলে কম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য হবে না-

যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, হে কাফের! তখন তা দুজনের একজনের কাছে ফিরে আসে। যদি ব্যক্তি যা বলেছে তা বাস্তব হয় তাহলে তো ঠিক আছে। নতুবা বজার কাছেই তা ফিরে আসবে অর্থাৎ তার উপর কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এই হাদীসটি এখানে প্রযোজ্য নয় কারণ এখানে ঠিক বেঠিকের নির্ণয় কোন প্রকার শত্রুতা কিংবা প্রবৃত্তি প্রসূত নয়। বরং ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর কেউ যদি

কোরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল ও দ্বীনের স্বার্থে রাগান্বিত হয়ে কোন মুসলমানের প্রতি নিফাক কিংবা কুফরের হুকুম আরোপ করে তাহলে এজন্য তাকে তাকফীর করা হবে না এবং এই জন্য তার গুনাহও হবে না। বরং তার নেক নিয়ত ও সৎ উদ্দেশ্যের কারণে পুরস্কৃত হবে। তবে প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বিদাআতীদের ব্যাপারে ভিন্ন হুকুম। তাদেরকে তাকফীর করা হবে এবং তাদের খেয়াল-খুশি শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে তাদেরকে বেদাআতী আখ্যায়িত করা হবে। বস্তুতঃ তারা যাদের ব্যাপারে কাফের ও বিদআতী বলে বেড়ায় সে সকল লোকদের তুলনায় তারা নিজেরাই এই হুকুম আরোপিত হওয়ার অধিক উপযুক্ত (যাদুল মাআদ, ৩/৩৭১)

সেনাবাহিনীর কাজগুলো সাধারণ কাজ নয়। বরং সেগুলো কুফরি কাজ। এখন তাকফীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আল কায়েদার সাথে আমরা একমত না হতে পারি। কারণ প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারটি কারো দৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকতে পারে, আবার কারো দৃষ্টিতে নাও থাকতে পারে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের কার্যকরের ব্যাপারে মতানৈক্য হচ্ছে এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি হচ্ছে একটি ইজতিহাদী মাসাআলা।

প্রিয় পাঠক, মুরজিয়াদের নিরর্থক ভিত্তিহীন বক্তব্য যেন আপনাকে ভীত না করে। কারণ ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা আল্লাহর মানহাজের বিপরীত চলে। একজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে তাকফীরের ব্যাপারে যেমন আমরা সতর্ক করি অনুরূপ একজন কাফেরকে বিনা দলীলে মুসলিম বানাতেও আমরা সতর্ক করে থাকি। মুরজিয়ারা তো উম্মাহর জন্য কুফরের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ মানুষের সামনে তারা কুফরকে ছোট করে তুলে এবং একপর্যায়ে সেটাকে কুফরই মানে না। ফলে একজন মুসলমান কুফরকে সাধারণ গুনাহ মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। শাইখ বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ রহ বলেন, এই ইরজা উম্মাহকে কুফরী করতে এবং পাপের সাগরে নিমজ্জিত করতে বিপদজনক মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এর কারণে ইবাদতের মর্মে আঘাত আসে। তাওহীদে আমালী ও উলুহিয়াহ বিনষ্ট হয়। বর্তমানে এর সবচেয়ে মন্দ প্রভাব হলো- আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শিরক করা, আল্লাহর শরীয়ত থেকে বেরিয়ে মানব রচিত বিধান গ্রহণ করা। মুরজিয়াদের ভাষ্যানুযায়ী এটা কুফর নয়; অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, গাইরুল্লাহ রচিত আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করা শরীয়তের বিরোধিতার নামান্তর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের বহিঃপ্রকাশ। (তাহরীফুন নুসূস: ১২৩)

১৯.জিহাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পন্থা বৈধ হওয়ার কারণে।

একজন মুসলিম মুজাহিদ হওয়ার জন্য তার ব্যক্তিত্ব সংশোধনের ক্ষেত্রে নববী পদ্ধতি কি ছিল জানার জন্য ঘটনাটি দেখা যেতে পারে-

বারা' বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের কাছে লৌহাবৃত এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি যুদ্ধ করব না ইসলাম গ্রহণ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর। সে ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধ করতে লাগল। এক পর্যায়ে সে শহীদ হয়ে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বল্প আমল করেছে, বেশি আজর লাভ করেছে। (বুখারী মুসলিম)

নববী আদর্শ দেখুন, তিনি ঐ সাহাবীর উপর কোন কঠিন স্বেচ্ছাচারমূলক শর্তারোপ করেননি। তিনি তাকে বলেন নি, ‘তুমি মদীনাতে গিয়ে কিছু সময় ঈমানী মেহনত কর যাতে তোমার ঈমান মজবুত হয়। তারপর তুমি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এখন যুদ্ধে অংশগ্রহণের যোগ্যতা তোমার নেই।’ বরং ঈমান আনয়নের পরই তাকে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

নববী আদর্শের আরেকটি নমুনা দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন মুসলমান সাহাবীদের নিয়ে হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তখন সেই সাহাবীরা কী প্রস্তাব করেছিল আর রাসূল কী উত্তর দিয়েছিলেন?

আবু ওয়াকিদ লাইসী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুনাইনের অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমরা ছিলাম নতুন মুসলমান। তৎকালে মুশরিকদের কিছু কুল বৃক্ষ ছিল। এগুলোর নীচে তারা বিশ্রাম করত এবং এতে তাদের তরবারী ঝুলিয়ে রাখতো। তার নাম ছিল ‘যাতু আনওয়াত’। আমরা একটি কুলবৃক্ষ অতিক্রমকালে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য কুল বৃক্ষের ব্যবস্থা করুন যেমন তাদের কুল বৃক্ষ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ আকবার! তোমরা যা বলেছ তা তো পূর্ববর্তীদের নীতি ছিল। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের এই বক্তব্য মুসার উদ্দেশ্যে বনী ইসরাইলের এই বক্তব্যের মতোই হয়েছে-

يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

হে মুসা, এদের যেমন দেবতা আছে তেমনি আমাদের জন্য কোন দেবতা বানিয়ে দাও। মুসা বললেন, তোমরা তো নির্বোধ সম্প্রদায়। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত : ১৩৮)

অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতির উপর চড়াও হবে। (ইমাম তিরমিজী হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন)

এখানে দেখার বিষয় হলো- আল্লাহর রাসূলের বাহিনীর সাথে এমন কতিপয় সাহাবী বের হয়েছিলেন, যারা কুফরের সময়ের নিকটবর্তী ছিলেন। অর্থাৎ তারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান ও আকীদা বিশ্বাস তাদের অজানা ছিল। যার ফলে তারা এ নিকৃষ্ট বিষয়ের আবেদন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু তাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ কেমন ছিল? তারা নতুন মুসলমান বলে তিনি তাদের কারণে যুদ্ধবিরতি করে তাদের যুদ্ধে যেতে বাধা দেননি, বরং তাদের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দিয়ে তাদের নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছেন। কারণ উম্মাহর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সর্বোত্তম স্থান হল জিহাদের ময়দান। উল্লিখিত দলিল দুটি থেকে বিভিন্ন দলের লোকদের একটি বক্তব্যের অসারতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তারা বলে থাকে যে, ‘জিহাদের জন্য অবশ্যই অনেক তারবিত ও

শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।' তাদের বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন ইলম ও ঈমানের অনেক উঁচু স্তরে উপনীত না হয়ে কেউ জিহাদ করতে পারে না। তাদের কাছে জিহাদের কথা বলা হলে নফসের জিহাদের গুঞ্জন তুলতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, আপনাদের একজন ব্যক্তি নফসের জিহাদে ১৫ বছর ব্যয় করে, কেউ এর চেয়ে বেশি করে, কেউ এর চেয়ে কম। এরপরও কি আপনাদের তারবিয়াত ও নফসের জিহাদ পূর্ণ হয় না? তাছাড়া নফসের জিহাদ পূর্ণ হওয়ার এই নবোদ্ভাবিত শর্ত আপনারা কোথায় পেলেন?

হ্যাঁ, আকীদাগত প্রস্তুতি একজন মুজাহিদের জন্য অতীব জরুরী; বরং সেটাই মূলভিত্তি। কিন্তু এক্ষেত্রে নববী আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। ইলমকে মুজাহিদের জন্য শর্ত করা হবে কেন? অথচ সাহাবাগণের মধ্যে আলেম সাহাবী তো কম ছিলেন আর মুজাহিদ সাহাবী ছিলেন বেশি। তাদের জন্য ইলমের শর্ত করা হয়নি। তাহলে এখন কেন মুজাহিদদের জন্য এই শর্ত জুড়ে দেয়া হবে ?

নিজে থেকে শর্ত বানিয়ে কোন ওজর না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করলে কতটা তিরস্কার, ভৎসনা ও শাস্তি পেতে হবে পবিত্র কোরআনেই তার উল্লেখ আছে। কা'ব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ ও মুরারা ইবনে রাবি রা. এর ঘটনা কারোই অজানা নয়।

আল কায়েদা জিহাদের জন্য কেবল ততটুকুই শর্ত করেছে যতটুকু রাসূল সা. করেছেন। জিহাদের জন্য ইলম বা আত্মশুদ্ধির কোন শর্তই তারা করে নি। কারণ জিহাদের ময়দানই হল ইলম ও আত্মশুদ্ধির সবচে' উর্বর ক্ষেত্র। ইলম সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন-

আমরা দেখতে পাই, এ কুরআন কেবল তাদের জন্যই তার গুপ্ত ভেদসমূহ উন্মোচিত করে যারা কুরআনের শিক্ষা নিয়ে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং এর দ্বারা অনেক বড় জিহাদ করে। অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হলেই ইলমের ভাণ্ডার আপনার জন্য উন্মুক্ত হবে। আর যারা জিহাদের ময়দানে অবস্থান করে তারাই কেবল কুরআন যে পরিবেশে নাযিল হয়েছিল তেমনই এক পরিবেশে অবস্থান করে। (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন)

একারণেই পূর্বসূরী আলেমগণ ও সমসাময়িক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এদিকে মনোনিবেশ করেছেন। শাইখুল ইসলাম বলেন, যার অত্যধিক গুনাহ হয়ে যায় তার সবচে' বড় প্রতিষেধক হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৪২১?)

নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত ও যিকিরের প্রতি যারা খুব পাবন্দি করে, কিন্তু জিহাদ ও সত্যপ্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না, এমন ব্যক্তিদের আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. মৃত অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করেছেন এবং এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন আল্লাহ যাদের ঘৃণা করেন। আমরা আল্লাহর কাছে এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (ই'লামুল মুওয়াক্কী'ন, ২/১৯৭)

শায়খ মুহাম্মদ আমীন মিসরী বলেন, যারা বলে জিহাদ কিভাবে সম্ভব যখন মুসলমানরা বিভক্ত, দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ও দীন থেকে অনেক দূরে? তাদের উত্তর হলো, যুদ্ধের ময়দানে আসার দ্বারা এই সব কিছু

চিকিৎসা করা সম্ভব.... শিক্ষা-দীক্ষা বা তারবিয়তের সবচেয়ে বড় ময়দান হলো কিতালের ময়দান।
(ইদারাতুত তাওয়াহুশ, ৫৪)

যারা এতগুলো বছর শুধু আত্মশুদ্ধির গুঞ্জন তুলেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা কি এখনো বুঝতে পারেন নি যে, আপনারা নববী আদর্শের উপর সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি করে এ শর্তটিকে বড় করে দেখছেন? এক্ষেত্রে আপনাদের ত্রুটির কথা কি এখনো বুঝতে পারেননি? অনধিকার চর্চা পরিত্যাগের সময় কি এখনো হয়নি?

উল্লিখিত হাদিস দুটি সম্পর্কে কেউ আপত্তি করতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জিহাদের ক্ষেত্রে তাদের উপর অর্থাৎ নতুন মুসলিমদের ওপর নির্ভর করেন নি। তার সাথে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য শেষ্ঠ সাহাবাগণ রা.। অন্যরা ছিল তাদের অনুসঙ্গী বা অনুগামী। সুতরাং জিহাদের ময়দানে যাওয়ার আগে উম্মাহকে অবশ্যই সর্বোচ্চ তারবিয়াত করতে হবে। যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ জিহাদে শরীক হতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়।- এমন কথা যারা বলতে চায় তাদের উত্তর হচ্ছে, আল কায়েদা মূলত তালেবে ইলম ও সঠিক আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করেই জিহাদ করে আর অন্যরা তাদের অনুগামী হিসেবে থাকে।

২০. কারণ উত্তম চরিত্রে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী দল।

আল কায়েদার আকীদা ও মানহাজ অধ্যয়নের পর যে বিষয়টি আমাকে তাতে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হল- তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া তাদের উত্তম চরিত্র আমার অন্তরে তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছে। তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় আছে যাদেরকে আমি অত্যন্ত বিনয়ী পেয়েছি। বিনয় যেন আমার পরিচিত সকলের অবয়বে সুস্পষ্ট চিহ্নের ন্যায়। এমনকি আমি তাদের কোন কোন শায়খের সাথে উটাবসা করেছি। যার কাছে আমি তাঁর ছাত্রতুল্য, কিন্তু তিনি আমার সাথে এমন আচরণ করতেন যেন আমিই শায়খ। এটাই তো হল সে মহান চরিত্র যা অর্জন করতে ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং যে চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছিলেন রাসূলের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবাগণ।

আমার স্মরণ হচ্ছে সে সময়টিকে যখন আমি শায়খ নাসির ওহাইশী রহ. এর সাথে সাক্ষাত করেছি। তখন তিনি আমার সাথে এত নম্রতা ও বিনয়ের আচরণ করলেন যেন তিনি আমার দীর্ঘদিনের সুপরিচিত কোন ব্যক্তি। ইসলাম তো সেই মহৎ চরিত্র অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। বরং রাসূল সা. এটাকে তাঁর রিসালাতের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা দিয়েছেন,

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

‘আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।’

নবী সা. আরোও বলেন যে, কেয়ামতের দিন মুমিন বান্দার নেক আমলের পাঞ্জায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই হবে না। আল্লাহ তাআলা নিকৃষ্ট ইতরকে পছন্দ করেন না। (তিরমিযী, সহীহ হাসান)

কবি বলেন,

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً *****فكم تحتها قوم هم منك أرفع
فإن كنت في عزٍ وحرزٍ ومنعةٍ *****فكم طاح من قوم هم منك أمتع

তুমি ভূপৃষ্ঠে বিনয়ী হয়ে বিচরণ কর। কারণ জমীনের নীচে এমন কত শত ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

তুমি যদি প্রভাব, সুরক্ষিত স্থান ও দাপটে থেকে থাক তাহলে শুনে রাখ, হারিয়ে যাওয়া এমন কত ব্যক্তি রয়েছেন যারা তোমার চেয়ে বেশি দাপটশালী ছিল!

সুতরাং সত্যের অনুসারী যদি মহৎ চরিত্রে সুশোভিত না হয় তাহলে সে তার মন্দ চরিত্রের কারণে তার অনুসৃত সত্যপথ থেকে সটকে পড়ে। উত্তম চরিত্র তো মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ করে যদিও তাদের আকীদা-বিশ্বাস ভিন্ন হয়। তাহলে যখন উত্তম চরিত্র ও উত্তম আকীদার সমন্বয় হবে তখন কেমন হবে ফলাফল? তখন তো তা 'সোনায়ে সোহাগায়' পরিণত হবে।

আমি আমার আল কায়েদার ভাইদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেই, তারা সকলেই যেন উত্তম চরিত্র ও ধৈর্য ধারণের গুণগুলো অর্জনে সচেষ্ট হন। আর আমি যে বললাম 'আল কায়েদা উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান'- এটা মূলত আধিক্যের বিবেচনায়। অন্যথায় তাদের কতিপয়ের মাঝে উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা কমতি পরিলক্ষিত হয়।

২১. কারণ তারা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে মিডিয়ায়ুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন দলটি ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা প্রচারণার সম্মুখীন হচ্ছে, পক্ষে বিপক্ষের সকল ন্যায়বিচারকই এক বাক্যে উত্তর দিবে যে, সেই দলটি হলো আল কায়েদা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত থেকে জানা যায় যে তিনি মুশরিকদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ মিথ্যা প্রচারণার সম্মুখীন হয়েছেন। তোফায়েল ইবনে আমর দওসী রাদি.এর ঘটনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে প্রত্যেক নবীই আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রচারণার সম্মুখীন হয়েছেন,

كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছেন তখন তারা তাকে বলেছে, তুমি তো এক জাদুকর না হয় উন্মাদ। (সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫২)

আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তাঁকে গোমরা ও পথভ্রষ্ট বলে অপবাদ দিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে তার বিবৃতি এসেছে,

قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين

তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তির বলল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মাঝে কোন ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬০-৬১)

আল্লাহর নবী হুদ আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায় নির্বোধ বলে অপবাদ দিয়েছিল-

قال الملا من قومه انا لنراك في سفاهة و انا لظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফুরী করেছিল তারা বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি নির্বোধ নই বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬৬-৬৭)

মুজাহিদগণ বিশেষ করে আল কায়েদা আমেরিকা ও তার সহযোগীদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে মিডিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে। তারা মুজাহিদদেরকে إرهابيون (ভীতি সঞ্চারকারী, ওদের ভাষায় সন্ত্রাসী) বলে প্রচার করে। হ্যাঁ, মুজাহিদগণ অবশ্যই إرهابيون বা ভীতি সঞ্চারক। কিন্তু তা শুধু আল্লাহ শত্রুদের জন্য। আল্লাহ তালাও এই আদেশই দিয়েছেন,

تُرْهِيبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

তার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত করবে। (আনফাল, আয়াত : ৬১)

তারা মুজাহিদগণকে চরমপন্থী বলে অভিহিত করে। মুজাহিদদের উপর তাদের বিজয়গুলোকে বড় করে প্রচার করে এবং মুজাহিদদের বিজয়গুলো গোপন করে রাখে। এভাবে তারা মুজাহিদের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তথ্য সন্ত্রাস করছে। পরিতাপের বিষয় হলো- এই মিডিয়া যুদ্ধে উলামায়ে সূ-রা তাদের সঙ্গ দিয়েছে। এমনকি কতিপয় হক্কানী আলেমও মনের অজান্তে তাদের সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকা ও তার সহযোগীরা কেন মুজাহিদদের দুর্নাম রটাবে না যখন তারা তাদের সাথে বুলেটের ভাষায় কথা বলছে এবং উভয় পক্ষেরই অনবরত রক্ত ঝরছে? আমেরিকার এই মিথ্যা প্রচারণা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়; আমেরিকার সহযোগী মুনাফিকরা মুজাহিদদের নামে মিথ্যা প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ মুজাহিদগণ তাদেরকে অপছন্দ করে। আল্লাহর শরীয়ত নিয়ে তাদের খেল-তামাশার বিরোধিতা করে, নব্য ইয়াসিক তথা আধুনিক মানব রচিত আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা ও ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে তাদের মিত্রতা মেনে নেয় না।

তারা কেনইবা আল কায়েদার নামে মিথ্যা প্রচারণা চালাবে না যখন আল কায়েদা আল্লাহর দীনকে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধনীতির দাবি এটাই যে, তারা আল কায়েদার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাবে, যাতে তাদের জনসমর্থন হ্রাস পায়। আর তারা তাই করছে।

কতিপয় শায়খের সাথে মুরতাদ শাসকদের আচরণ দেখে আপনি আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। অর্থসম্পদ, চাকরি-বাকরি, প্রচার মাধ্যমসহ সবকিছু তারা সেই শায়খদের করকমলে এনে দিয়েছে। অথচ অন্যদিকে এই মুরতাদরাই জেল-জুলুম, নির্বাসন করে এবং পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে মুজাহিদদের থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে।

প্রিয় পাঠক, আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, রাসূলুল্লাহর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী কারা? মুজাহিদগণ নাকি তাগুতের সন্তুষ্টি অর্জনকারী শায়েখগণ?

কত লোক মুনাফিকদের মিডিয়া দ্বারা প্রতারিত হয়েছে! ফলে সত্যকে মিথ্যা মনে করে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে আর মিথ্যাকে সত্য মনে করে সাহায্য করেছে! ওই মুনাফিকরা কত ভাবে যে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, মুজাহিদগণ হলো শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশকারী! আমরা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, তাগুতের অধীনে থেকে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই না। আমরা নিরাপত্তা চাই না, যখন মুনাফিকরা আল্লাহর শরীয়তকে লাঞ্ছিত করে। আল্লাহর কসম, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রক্ত ঝরা আমাদের নিকট খুবই সামান্য বিষয়; মানব রচিত সংবিধানের অধীনে থেকে আমরা কখনো স্থির থাকতে পারি না। ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানে আমাদের মুসলিম ভাইদের জীবনের বিনিময়ে আমরা নিরাপত্তা ও শান্তি চাই না। আমরা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করতে পারি না যখন আরব দেশের মার্কিন ঘাঁটি থেকে বিমান উড়ে গিয়ে আমাদের ভাইদের হত্যা করে। অতঃপর আরবের তাগুত শাসকদের প্রহরায় নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে কী করব যখন তাগুত শাসকেরা আমাদের পেট্রল-তেল চুরি করে নিয়ে আমেরিকাকে গিফট করে আর তারা আমাদের ভাইদের হত্যা করে?

হে শান্তির আহ্বানকারীরা!

তোমরা কি শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তোমাদের দীন ও মুসলিম ভাইদের রক্তের জলাঞ্জলি দিতে চাও? তোমরা কি পেটপূজা ছাড়া অন্য কিছু বোঝো না? মার্কিন কর্তৃক তোমাদের দেশ দখল কি তোমাদের অনুভূতিকে একটুও দোলা দেয় না? কারাগার থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা বোনদের আতঁচিৎকার কি তোমাদের অলসতার ঘুম বিদূরিত করতে পারে না? ইরাকের বোন ফাতেমার চিঠি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে নি? তুমি কি মুজাহিদদের জিহাদ এবং কাফেরদের কুফরির মূল কারণটি অনুধাবন করতে পারোনি? (মূল কারণ হলো আল্লাহর শরীয়তকে মুছে দিয়ে মানবরচিত কুফরী সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা।)

আচ্ছা, আমাদের দীনে কি এমন কোন নীতি আছে, যা আমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ রক্ষার স্বার্থে জরুরিয়্যাতে দীনকে মাটিচাপা দেয়ার বৈধতা দেয়? নাকি আমাদের দীন আমাদেরকে জরুরিয়্যাতে দীন রক্ষায় আমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করার আদেশ দেয়? উত্তর ন্যায্যবিচারক মাত্রই অবগত।

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুনাফিকদের মিডিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তাদের প্রচারমাধ্যমগুলো দেখলে বা শুনলে সমালোচকের মতো দেখুন ও শুনুন। তাদের সব খবর বিশ্বাস করবেন

না। কারণ তারা অনেক সময় মধুর মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। তাই সত্য জানার জন্য শুধু মুনাফিকদের খবরাখবর শুনে ক্ষান্ত হবেন না, বরং মুজাহিদগণের প্রচারমাধ্যমেও চোখ রাখুন। ইন্টারনেটে মুজাহিদদের বিভিন্ন পেজ ও ওয়েবসাইট রয়েছে, রেডিওতেও তাদের চ্যানেল রয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের বক্তব্যের অডিও-ভিডিও রিলিজ পেয়ে থাকে। সত্য জানার জন্য আপনাকে সেগুলো শুনতেই হবে। মনে রাখবেন, সত্য সর্বদা স্পষ্ট হয়ে থাকে আর মিথ্যা হয় অস্পষ্ট ও ঘোলাটে।

২২. কারণ তাদের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে উম্মাহর সাহসী নেতাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রিয় পাঠক, তড়িঘড়ি করে এ শিরোনামের সমালোচনা করতে যাবেন না। এই উম্মতের মধ্যে কল্যাণ এখনো বাকী আছে। ইতিহাস যদি খলীফা মু‘তাসিমের মহান কীর্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লিকে রাখতে পারে তাহলে কেন আল কায়েদার নেতাদের যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলোর কথা লিখে রাখতে পারবে না? খলীফা মু‘তাসিমের শক্তি-সামর্থ্য ছিলো। তাই তিনি দ্রুত মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছেন এবং অল্প সময়ে শত্রুকে প্রকম্পিত করেছেন। আল কায়েদার নেতারাও উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের স্বল্পতা, শত্রু, মুনাফিক ও গুজবকারীদের আধিক্যের কারণে বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণে তাদের সাহসী পদক্ষেপের কথা ভুলবে না, যদিও বিরোধীরা তা ভুলে যাবে।

ইতিহাস কখনো লাঞ্ছনার ফতোয়াবাজদের প্রতি সদয় হবে না, যারা তাগুত শাসকদের বৈধতা দিতে চায়, ইরাকের জিহাদকে অবৈধ বলে ফতোয়া দেয়, আলওয়ালা ওয়াল বারা’র মাসাআলায় নীরব থাকে ইতিহাস কখনো তাদের ক্ষমা করবে না।

একজন মুসলিম নারীর ডাকে খলীফা মু‘তাসিম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ইতিহাস তা ভুলে যায়নি। তাহলে তুমি কি মনে কর ইতিহাস শায়খ উসামা রহ. এর অবদানের কথা ভুলে যাবে যখন তিনি বিশ্বের সুপার পাওয়ারের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছেন? ক্রুসেডার ও তাগুতদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া তাঁর সঙ্গীদের পবিত্র রক্তের কথা কি ইতিহাস ভুলে যাবে? ইতিহাস কি শায়খ উসামার সেই শপথের কথা ভুলে যাবে-

أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم امريكا و لا من يعيش فيها بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين.

‘মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি খুঁটি বিহীন আকাশকে উঁচু করেছেন, আমেরিকা ও আমেরিকার অধিবাসীরা কিছুতেই শান্তির স্বপ্ন দেখতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে শান্তি ফিরে পাবো।’ ইতিহাস কি আমীর আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর পদক্ষেপের কথা ভুলে যাবে যখন তিনি এক বোনের ফরিয়াদ শুনতে পেয়েছিলেন- যে রাফেযীদের সাহায্যে মার্কিনীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, আমরা আসছি; মা, আমরা আসছি। বোন, আমরা আসছি। হে নিষ্পাপ বোন, আল্লাহর

কসম; আমাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে না, আমাদের চোখে ঘুম আসবে না, আমাদের তরবারি কোষবদ্ধ হবে না যতক্ষণ না আমরা তোমাদের সম্মম ও সম্মানের প্রতিশোধ নিব। হে রোমান কুকুর বুশ, আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি- যতক্ষণ আমাদের শিরায় রক্তের সঞ্চালন থাকবে, আমাদের বুকে হৃদস্পন্দন থাকবে ততক্ষণ তোমার সেনারা নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারবে না। আল্লাহ সাহায্যে আমরা আসছি।

হে রাফেদাইনের তাওহীদবাদী সিংহরা! আমি তোমাদের কসম দিচ্ছি; যখনই তোমাদের কাছে আমার এই আওয়াজ পৌঁছবে তখন রাত্রি আসার আগেই তোমাদের তরবারিগুলো যেন শত্রুর রক্তে সিঞ্চিত হয়। শত্রুর রক্তে তোমাদের অসিগুলো সজীব করে তুলো। ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে যাও। এমন জীবন যাপনে কোন কল্যাণ নেই যাতে আমাদের সম্মান নষ্ট হয়, আমাদের বোনদের সম্মমহানী হয় এবং ক্রুশেডাররা আমাদের শাসন করে।”

কথাগুলো মুজাহিদগণ মুখে যেমন বলেছেন বাস্তবেও তেমন করে দেখিয়েছেন। এই কথাগুলো যদি আজ হারামাইন শরীফাইন, মিসর, ইয়ামান, শাম, ইরাক, পাকিস্তান, আফগান ও মরক্কোর আলেমদের মুখ থেকে বের হত এবং তারাও তা বাস্তবে পরিণত করত ও মুসলিমদেরও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত তাহলে মুসলিমদের অবস্থা কি বর্তমান অবস্থার মতো করুণ হত?!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের দান করবেন (ফুরকান) সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী এবং তিনি তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো বড়ই করুণাশীল। (সূরা আনফাল, আয়াত : ২৯)

২৩. কারণ আমি একটি বিষয় কল্পনা করেছি, ফলে তাদের মানহাজকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি।

আপনিও কি সেই বিষয়টি কল্পনা করতে চান? তবে আপনার জানা উচিত যে, তা অন্তঃসারশূন্য নিছক কোন কল্পনা নয়। বিরোধীদের অনেকের সাথে তর্ক-বিতর্কের পর কল্পনাটা আমার মাথায় এসেছে। তারপর সুস্থ ও সঠিক চিন্তাধারী ব্যক্তিদের কাছে তা তুলে ধরলে তারা তাকে সুন্দর বলেন এবং উত্তম জ্ঞান করেন।

বিষয়টি হল- আপনি কল্পনা করুন, আমি এবং আমার বিরোধী এক বিশাল সভায় উপস্থিত। আমার কিছু সমর্থক রয়েছে, তারও কিছু সমর্থক রয়েছে। একই সভায় আমেরিকা ও ইসরাইল কর্তৃক ধর্ষিতা নিষ্পাপ বোনদের একদল প্রতিনিধি রয়েছে। এমনভাবে যেসকল মুসলিমরা তাদের সন্তান-সন্ততি ও

পিতামাতাদের হারিয়েছে তাদের কতিপয়ও সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া আমেরিকা ও আরবের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিও রয়েছে এই সভায়। ওদিকে পুরো উম্মাহ অপেক্ষমাণ।

গুরু হল তর্ক-বিতর্ক। আমি ও আমার সাথীদের বক্তব্য হলো- ‘জিহাদ ফরযে আইন। সব জায়গার মার্কিন ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা আমাদের জন্য বৈধ। মুসলিম শাসকদেরও ক্ষমতাচ্যুত করা অপরিহার্য। কারণ তারা আমেরিকার সহযোগী। তারা তাদেরকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য না করলে আমেরিকা অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত না। উম্মাহকে অবশ্যই এ বিষয়টি বুঝতে হবে।’

আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য হল- ‘জিহাদ ফরযে আইন নয়। আরব ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংস করা হারাম। কারণ তারা মুসতামিন (নিরাপত্তা প্রাপ্ত)। আরবের শাসকগণ শরীয়ত কর্তৃক বৈধ শাসক। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।’

হে মুমিন ভাই, আপনিই বলুন, কারা আমাদের কথা সমর্থন করবে আর কারা তাদের কথা সমর্থন করবে? নিষ্পাপ বোনেরা এবং পরিবার ও বসতিহারা মানুষগুলো কি আমাদের পক্ষে থাকবে নাকি ওদের পক্ষে?? আমেরিকা ও আরবের শাসকরা কাদের কথায় খুশী হবে, আমাদের কথায় না ওদের কথায়? উম্মাহ যদি আমাদের বোঝটাকে গ্রহণ করে তবে কী পরিণতি হবে আর যদি তাদের বোঝটাকে গ্রহণ করে তবে কী ফলাফল আসবে? বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। তবুও যদি কারো নিকট অস্পষ্টতা থেকে থাকে এবং সত্যের ব্যাপারে অন্তরে কুটিলতা থেকে থাকে তবে তার উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকুই বলবো, কতিপয় আলেমের ভক্তি কিছুক্ষণের জন্য হলেও পরিত্যাগ করুন। মুরজিয়াদের চিন্তা-ভাবনা বর্জন করুন। কারণ তা অন্তরের অস্পষ্টতার অন্যতম কারণ। তারপর আল্লাহর কাছে তৌফিক চান এবং তাকওয়া অবলম্বন করুন।

কবি আবুল আতাহিয়া বলেন,

আল্লাহর কসম, জুলুম অবশ্যই নিন্দনীয়। খারাপ ব্যক্তিই জুলুম করে থাকে।

কর্মফল দিবসের দিকেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আর বাদীরা আল্লাহর নিকটই সমবেত হবে।

পরকালে যখন আমরা মহান রবের কাছে উপস্থিত হবো তখনই জানতে পারবে, জালেম কে?

২৪. কারণ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে যদি পূর্ববর্তীদের কেউ এখন জীবিত থাকতেন তাহলে তারা কী করতেন?

যে সকল কারণে আমি আল কায়েদায় যোগ দিয়েছি তার অন্যতম হলো- আমি মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, আমাদের উপর অন্যান্য রাজ্যের আক্রমণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমার স্মরণ এসেছে, বিশ্বস্ত মসজিদ, ছিন্নভিন্ন কোরআন শরীফ, আমাদের বসতিগুলোর ভগ্নাবশেষ, ধর্ষিতা মা-বোনদের আত্মচিৎকার ও উম্মাহর সন্তানদের বুক থেকে অনবরত প্রবাহিত রক্তের স্রোত- এসব

করণ চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখন আমি মনে মনে বললাম, যদি সাহাবা ও তাবায়ীগণ এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তারা কী করতেন? তারা কি লাঞ্জন্যের জীবনকে শাহাদাতের মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দিতেন? খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. পারস্যের বাদশার কাছে চিঠি লিখেছিলেন,

ان معي جنود يحبون القتل كما تحب فارس الخمر

আমার সাথে রয়েছে এমন সেনাদল যাদের নিকট মৃত্যু ঠিক ততটা প্রিয় পারস্যের সেনাদের নিকট মদ যতটা প্রিয়। (তুহফাতুল উলামা বিতাহযীবী সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, ৬৪০)

অনেক মানুষ ইলম অর্জনকে ঢাল বানিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী অনেক আলেম-উলামাও জিহাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। তারা যেমন ইলম অর্জন করেছেন যেমন জিহাদও করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতেম বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বোখারীকে আমি একদিন কাত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলাম। তখন আমরা ফিরবার নামক স্থানে তাঁর তাফসীরের কিতাব রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। তিনি সেদিন হাদিস খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি তো বলেন, আমার বোঝা হওয়ার পর থেকে কোন কারণ ছাড়া বা কোন জ্ঞান ছাড়া কোন কিছু করিনি। আচ্ছা, তাহলে আপনি যে এখন শুয়ে আছেন এর কারণ কী? তিনি বললেন, আজ আমরা অনেক ক্লান্ত। এটা সীমান্ত অঞ্চল। আমার আশঙ্কা, হয়তো এখানে কোন শত্রু আক্রমণ করবে। তাই আমি বিশ্রাম করে প্রস্তুতি নিচ্ছি যাতে শত্রু আক্রমণ করলে তাকে প্রতিহত করতে পারি।

মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম আরো বলেন, তিনি তীরন্দাজিতে অনেক সময় দিতেন। আমি তার কাছে যতদিন ছিলাম মাত্র দুইবার ব্যতীত কখনো তার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখিনি। তিনি সবসময়ই লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। তার মতো কেউ পারত না। (তুহফাতুল ওলামা বিতাহযীবী সিয়ারিন নুবালা, পৃ. ৬৩৯)

সুফিয়ান সাওরী রহ. তাঁর যুগের শাসকদের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনি যদি আজ জীবিত থাকতেন তাহলে কী করতেন?

বিশিষ্ট আলেম ইউনুস ইবনে উবায়দ যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিষ্ঠে এলো তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, কারণ আমার পা দুটি আল্লাহর রাস্তার ধুলায় ধূসরিত হয়নি।

প্রিয় ভাই, আপনি কি মনে করেন- যদি তাদের কেউ জীবিত থাকতেন তাহলে কি মুরতাদ আলাবী সরকারকে মেনে নেয়ার ফতোয়া দিতেন? কিংবা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কিতালের জন্য মার্কিন বাহিনীর সহযোগী ইরাকী বাহিনীতে যোগ দেয়ার বৈধতার ফতোয়া দিতেন??

যেসকল দায়ীরা বর্তমান শাসকদের বৈধ শাসক মনে করেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো, পূর্বসূরী আলেমদের অনুসরণ করুন যারা নিজ যুগের শাসকদের অপছন্দ করতেন।

২৫. কারণ এ অবস্থায় আমি ইসলামী বিশ্বকে আল কায়েদা ছাড়া দেখতে পছন্দ করি না।

বর্তমান মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে যে ব্যক্তিই চিন্তা করে সেই ভীষণ বিষণ্ণ হয় এবং ক্রমশঃ তার বিষণ্ণতা বাড়তে থাকে। এতিম ও বিধবাদের চিন্তা তার ঘুম দূর করে দেয়। কত শিশু পিতৃহারা থেকে বঞ্চিত হয়েছে! কত বিধবা স্বামী হারিয়ে কষ্ট সহ্য করছে!

হে মুসলিম ভাই আপনার কী অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন আপনি দেখেন অধিকাংশ রাষ্ট্র ইহুদী-খ্রিস্টানরা দখল করেছে আর বাকি রাষ্ট্রগুলো তাগুতদের কজায় আছে?

কোন সন্দেহ নেই, যারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, তাদের রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাদের মিথ্যা বিষয়গুলো প্রকাশ করে আপনি অবশ্যই তাদেরই ভালোবাসবেন।

কোন সন্দেহ নেই, আপনি তাদেরই ভালোবাসবেন যারা ইসলামের শত্রুদের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে, তাদের ঘুম দূরকারী দুঃস্বপ্নের ভূমিকা যারা পালন করেছে, যারা তাদের সেনাদের ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের নিরাপদ জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কোন সন্দেহ নেই, আপনি তাদেরই পছন্দ করবেন যারা তাদের কাঁদায় যেমন তারা মুসলমানদের কাঁদিয়েছে। তাদের সন্তানদের এতিম বানিয়ে দেয় যেমন তারা মুসলিম শিশুদের এতিম বানিয়েছে। যারা তাদের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেয় এবং তাদের পরিকল্পনাগুলোকে ভেঙে দেয়।

এগুলো তো মুজাহিদদেরই কীর্তি, যাদের শীর্ষে রয়েছে আল কায়েদা। আপনি কি চান আল কায়েদা ছাড়া ইসলামী বিশ্ব সকাল-সন্ধ্যা বিরাট ক্ষত নিয়ে ক্রন্দন করুক? আপনি কি চান বিশ্ব শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ছাড়া থাকুক?

বিরোধীদের আধিক্য আমাদের কী ক্ষতি করবে? তারা কি কখনো সন্ত্রাস রক্ষার্থে বা আত্মীয় স্বজনদের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করেছে? হায়, যদি তারা অন্ততঃ এমন হতো-(কবিতার অর্থ)

তারা যখন দীনের প্রতিরক্ষা করবেই না- হায়, যদি তারা এটাকে আত্মীয়-স্বজনের মর্যাদার প্রতিরক্ষার বিষয় মনে করত!

যুদ্ধ যখন তীব্র হয় তখন যদি তাদের সওয়াবের আগ্রহ নাই থাকে তবে অন্তত গনীমতের লোভেও তো তারা রণাঙ্গনে আসতে পারে!

হে মুসলিম ভাই, আপনি কি মুজাহিদদের আধিক্য পছন্দ করেন না, যাদেরকে আল্লাহ কাজে না লাগালে হয়তো ইহুদী-খ্রিস্টানরা সমস্ত মুসলিম জনপদ দখল করে নিত? আপনি হয়তো বলতে পারেন, হ্যাঁ, আমি তাদের আধিক্য পছন্দ করি। কিন্তু আল কায়েদা ছাড়া। আমি বলবো আপনার এই ইচ্ছাটা পরিত্যাগ করুন। কারণ বিষয়টি দলিল প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও রুচিবোধের উপর নির্ভরশীল নয়। আসল কথা হচ্ছে- এসব চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হয় কিছু কিছু দাওয়াত থেকে। যদি আমরা সেইসব দাওয়াতের বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে, তারা জিহাদের বিষয়টিকে হয়

প্রতিপন্ন করে। যেন তারা শুধু আল কায়েদার উপর নয়, স্বয়ং জিহাদের উপর ক্রোধে উন্মাদ হয়ে আছে। তাদের বিচ্যুতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে- তারা খুব কমই জিহাদ বিষয়ক বক্তৃতা দেয় এবং উম্মাহকে এ জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তারা মুজাহিদদের দোষগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করে আর তাদের ভালো গুণগুলো গোপন করে রাখে।

তাদের প্রতি আমরা বলব, নিজেদের প্রতি সদয় হোন, ধ্বংস থেকে নিজেদের রক্ষা করুন। মুজাহিদদের কুৎসা রটিয়ে নিজেদের নেক আমলগুলো নষ্ট করবেন না। জেনে রাখুন, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করবেন। তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করবেন এবং জিহাদকে সহজ করে দিবেন। কেয়ামত পর্যন্ত বিরোধীরা ও পরিত্যাগকারীরা হকপন্থীদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আমি তাদের আরো প্রশ্ন করতে চাই: যদি মুজাহিদরা খারেজী ও সত্যবিচ্যুত হয়ে থাকে আর আপনারা হয়ে থাকেন হকপন্থী তাহলে মুসলিম দেশগুলোতে আপনাদের জিহাদী ঝাণ্ডা কোথায়? পৃথিবীর কোন দেশে আপনাদের কোন ঝাণ্ডা আছে বলে তো আমাদের বলতে পারবেন না। আচ্ছা, কেন আপনাদের কোন জিহাদকারী দল নেই অথচ আপনারা মনে করেন আপনারা সত্যের উপর আছেন?? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সুতরাং দুই বিষয়ের একটি আপনাদের অবশ্যই মানতে হবে,

(ক) হয়তো আপনারা বলবেন পৃথিবীতে বর্তমানে কোন জিহাদ নেই। এমন বললে তো আপনারা একটা স্পষ্ট ও সর্বসম্মত হাদীসের বিরোধিতা করলেন।

(খ) কিংবা বলবেন, হ্যাঁ, এখনো জিহাদ আছে। তখন আমরা বলবো, কোথায়? যদি তারা কোন স্থানের নাম বলে দেয় তবে আমরা বলবো, সেখানে আপনাদের অস্তিত্ব কোথায়? তারা তাদের অস্তিত্বের কোন জায়গায় দেখাতে পারবে না। তারা শুধু শুধু মুজাহিদদের উপর দুঃসাহস দেখায়।

২৬. কারণ আমি এ পথে সবচেয়ে বেশি সুখ লাভ করেছি।

যে পথে চলে আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকা যায় সে পথে যে চলবে সে অবশ্যই সুখী হবে। যে যত বেশি দীনকে আঁকড়ে ধরবে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চেষ্টা করবে সে ততো বেশি সুখ লাভ করবে।

আমি আল কায়েদার পথে চলে অনেক সুখ লাভ করেছি এবং নিজেকে আমি সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান মনে করি। কারণ তাদের সাথে যুদ্ধে আমি এমন কিছু মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাত পেয়েছি, যারা জানে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কী জিনিস! দুনিয়াতে মানুষের সুখের বিষয় তিনটি। ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন, দুনিয়াতে কেবল তিনটি সাধের জিনিসই বাকি আছে: রাত জেগে নামাজ পড়া, ভাইদের সাথে সাক্ষাত করা, জামাতের সাথে নামাজ পড়া (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/৩৫৮)

আমার মনে হয় কতিপয় ইসলামী দল ইসলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধনের যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে নি এবং সুখ লাভ করতে পারেনি। যে ব্যক্তি দুই দলের সাথে থেকেছে সেই কেবল এটা উপলব্ধি করতে পারবে। যে কেবল এক দলের সাথে থেকেছে সে এটা বুঝতে পারবে না।

এ পথে চলে কিভাবে আমি সুখ লাভ করব না অথচ এ পথ হলো ইহুদি-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পথ, আর জিহাদ তো বক্ষ উন্মোচিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। কারণ জিহাদ জান্নাতের একটি দরজা। আল্লাহ এর মাধ্যমে দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করেন।^১

এ পথে চলে আমি সুখ লাভ করছি। কারণ আমি আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর আকীদাকে পুনরুজ্জীবিত করছি যখন অনেক মানুষ অজ্ঞাতসারে তা বিস্মৃত হয়েছে।

এ পথে চলে আমি সুখ লাভ করেছি। কারণ আমি এমন একটি দলের সদস্য, যারা আমেরিকা ও তার সহযোগীদের নিদ্রা দূর করে দিয়েছি।

এ পথে চলি আমি সুখলাভ করেছি। কারণ আমি এমন কাজ করছি যা কাফেরদের ক্রোধান্বিত করে। আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا يَحْمَضَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী প্রবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা। কারণ আল্লাহর পথে তাদের তৃষ্ণা ক্লান্তি এবং ক্ষুধাক্লান্ত হওয়া এবং কাফেরদের উদ্বেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের কাছ থেকে কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের সৎকর্ম রূপে গণ্য হয়। (তাওবা, আয়াত : ১২০)

এ পথে চলে আমি সুখলাভ করেছি। কারণ আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদগণের প্রতি কারাগারে বন্দি মুসলিম মা বোনেরা সন্তুষ্ট ও অন্যান্য বিরোধী ও সাহায্য পরিত্যাগকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এ পথে চলে আমি সুখ লাভ করেছি। কারণ আমি মনে করি দীনের জন্য আল্লাহর আদেশ পালনার্থে আমি নিজে নিরাপদ জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পেরেছি। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا لَا مَبِيدَ لَهُ

^১ ইমাম আহমদ ও ইমাম তাবরানী রহ. এই হাদীস বর্ণনা করেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকীম রহ. এই হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং এর সনদকে সহীহ বলেন। আলবানী রহ. বলেন, এটি সহীহ লিগায়রিহী।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযা, আয়াত : ৩৬)

সুখের অর্থ এই নয় যে, তুমি দ্রুতগামী গাড়িতে আরোহণ করবে, সুন্দর বাড়িতে বসবাস করবে এবং স্বচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করবে। অথচ তুমি লাঞ্ছনার শিকার, জুলুমে তুষ্ট; পরাজয়ের বোঝা তোমার কাঁধে। সুখ হলো ইজ্জত ও সম্মানের কিছু শব্দের নাম। গৌরবময় কিছু কীর্তির নাম। বিজয়ের ঝাণ্ডা তুলে মাথা উঁচু করে কিছুদিন বেঁচে থাকার নামই তো সুখ। সুখ তো হলো তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণের নাম। চাবুকের আঘাত সয়ে বেঁচে থাকার নাম নয়। কবি বলেন,

‘আমার বিশ্বাস হল লাঞ্ছনা হবে অন্যদের, সম্মান হবে আমার, আমার জাতির। আমার দেশের ধ্বংসের ঘাটে অবতীর্ণ হয়ে আমি লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবো না। লাঞ্ছনার সময় মরে যাওয়াই আমার কামনা।’

২৭. কারণ তারা সবচেয়ে বেশি অহংবোধকে পরিহার করে চলে।

আল্লাহর অনুগ্রহে তারা অন্যদের তুলনায় অহংবোধ বা অহংকার থেকে বেশি দূরে থাকে। এর অন্যতম প্রমাণ হলো তারা আরবের লোক হওয়া সত্ত্বেও অনারব শায়খ মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে। অহংবোধ পরিহারের বিষয়টি আমি আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা যখন অন্য দল ছেড়ে মুজাহিদগণের সাথে যুক্ত হলো তখন তাদের মধ্যে অহংবোধ বা আত্মগর্বের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেল।

ইয়ামানে যারা আমাদের সাথে থাকে তারা পূর্ব ও পশ্চিম ইয়ামানে আমাদের যুবকদের মাঝে জাহিলিয়াতী প্রথা আত্মগৌরবের গন্ধ পায়। এমনকি এই ব্যাধি অনেক দীনদার শ্রেণীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আল কায়েদার ভাইয়েরা এক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হ্যাঁ, আমি এটা মনে করি না যে, তাদের কারো মধ্যেই অহংবোধের প্রবণতা নেই। কারো কারো মাঝে এই প্রবণতা কিছুটা হলেও আছে, কিন্তু তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট এটা কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যাত এবং নিষিদ্ধ।

অহংবোধ ও সম্প্রদায় প্রীতি থেকে মুক্ত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর রাসূল এই জাহিলী কুসংস্কারকে কঠিনভাবে বর্জন করতে বলেছেন। জাবের রা. বলেন, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম (অন্য বর্ণনা মতে- আমরা এক বাহিনীতে ছিলাম) হঠাৎ এক মুহাজির এক আনসারীকে কিছু একটা বলে বসলেন। আর আনসারী চিৎকার দিলেন, ইয়া লালআনসার! (কোথায় আনসারী দল!) মুহাজির চিৎকার করে উঠলেন, ইয়া লাল মুহাজিরীন! (কোথায় মুহাজির দল!) রাসূল এটা শুনে বললেন এমন জাহিলিয়াতী ডাকের কারণ কি? সাহাবাগণ বললেন, এক মুহাজির এক আনসারীকে কিছু একটা বলেছে। আল্লাহর নবী বললেন সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান বর্জন কর; এ তো শুধু দুর্গন্ধ। আবু হুরায়রা রা. আনহু থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার পতাকাতলে নিহত হয়, আপন সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষুব্ধ হয় এবং আপন সম্প্রদায়ের জন্য লড়াই করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৮. কারণ এ পথ ছাড়ার জন্য আমাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, একই সাথে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

যখন আমি আল কায়েদার সাথে পথ চলা শুরু করেছি তখন এ পথে কতগুলো বড় বাধা পেয়েছি। তার মধ্যে একটি হলো উৎসাহ দান। আমাকে এ পথ ছাড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি; তুমি দাওয়াতের কাজ করতে পারো। এদের পথে চলে কেন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে? তাছাড়া প্রচ্ছন্নভাবে সম্পদের লোভও দেখানো হয়েছে এ পথ ছাড়ার জন্য। আরেকটি বাধা ছিল ‘ভীতিপ্রদর্শন’। আমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আমার পরিচিত ব্যক্তিরা আমার থেকে সতর্ক হয়ে যাবে, আমাকে ঘৃণা করবে এবং তাদের মসজিদ ও বাড়িঘরে আমাকে ঢুকতে দিবে না। তাছাড়া জেলখানা, ফাঁসি ও রিযিকের দরজা বন্ধ হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে আমাকে। এমনভাবে আমি এমন পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়েছি যে, কখনো পুরো মাস ঘরে বসে ছিলাম। আল কায়েদার কোন ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারিনি, সাক্ষাৎ করতে পারিনি এবং কোন কাজও করতে পারিনি।

সত্যের অনুসারী অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। কাফেরদের আধিপত্যের যুগে তো এটা আরো বেশি হবে। আল্লাহ বলেন,

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ

মানুষ কি মনে করে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই দেখে নিবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই দেখে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১,২)

২৯. তাদের সমরনীতির কারণে।

সকল মুজাহিদগণ বিশেষ করে আল কায়েদা ক্রুশেডারদের বিরুদ্ধে অপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ করছে না। একটা নির্দিষ্ট সমরনীতি অনুসরণ করেই তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধে তাদের কয়েকটি লক্ষ্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. মুসলমানদের মন থেকে আমেরিকাভীতি দূর করা এবং আস্থা ও সাহস বৃদ্ধি করা। এর জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে-

(ক) মিথ্যাবাদী মিডিয়াগুলোতে আমেরিকা অপ্রতিরোধ্য বলে যে প্রচারণা চালানো হয়- তার স্বরূপ উন্মোচিত করা।

(খ) আমেরিকা অন্যের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে আমেরিকা যেন নিজে তা করে তার জন্য বাধ্য করা।

২. গত ত্রিশ বছরের সংস্কার আন্দোলনে মানবতার যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে মানবতাকে মুক্ত করে কাক্ষিত একটি দীর্ঘ পথ দেখানো যা সম্ভব হতে পারে দুই ভাবে :

(ক) আমেরিকার বিরুদ্ধে এমন কিছু অপারেশন পরিচালনা করা যা সকলকে হতভম্ব করে দিবে।

(খ) ইসলামী বিশ্বে সরাসরি কিংবা দূত মারফত আমেরিকার যেকোন অনুপ্রবেশকে রুখে দেয়া। (দেখুন, ইদারাতুত তাওয়াহুদ, পৃ. ১০)

তাদের আরেকটি সমরনীতি হলো- তারা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে তাদের রণকৌশল অনুযায়ী, আমেরিকার রণকৌশল অনুযায়ী নয়। যে এটা বিশ্বাস করবে না সে আল কায়েদার রণকৌশলে নজর দিয়ে দেখুক, তারা কি আমেরিকার রণকৌশল অনুসরণ করে নাকি না?

তাদের সুদক্ষ সমরনীতির অন্যতম হলো- তারা মুরতাদ শাসকের সাথে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছে,

(ক) গেরিলা আক্রমণ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কিছু আক্রমণ করে শত্রুকে দুর্বল করে ফেলা।

(খ) কিছু গোপন কার্যক্রম। এটা গেরিলা আক্রমণ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী একটি স্তর।

(গ) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এর সম্প্রসারণ করা।

সুতরাং যারা মনে করে মুজাহিদগণ অপরিবর্তিতভাবে যুদ্ধ করছে তারা যেন তাদের রণকৌশল নিয়ে চিন্তা করে।

তাদের রণকৌশলের সুদক্ষতার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে- বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাশক্তির সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে তারা এখনো টিকে আছে। বরং প্রতিদিন তাদের শক্তি শুধু বেড়েই চলেছে এবং তাদের একেকজন কাফেরদের জন্য মৃত্যুদূত রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদা উম্মাহর অগ্রগামী সেনাদলের একটি। তারা এগিয়ে যাচ্ছে যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বান্দারা ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাগুতদের অনাচার থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামের সুবিচার লাভে ধন্য হয়।

৩০. কারণ তারা আল্লাহর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে।

আল্লাহ তাআলা তাদের ও অন্যান্য মুজাহিদদের যে বিশেষ গুণটি দান করেছেন তা হল তারা আল্লাহর শত্রুদের ভীত করে রাখে। এই উম্মাহর সবাই কিন্তু আল্লাহর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে না। কেবল মুজাহিদগণেই এটা পারে এবং তারাই ই'দাদ ও কিতালের মাধ্যমে আল্লাহর এই আদেশটি পালন করেন। আল্লাহ বলেন,

أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

তোমরা কাফেরদের মুকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং অন্যদেরক যাদের তোমরা চিন না, আল্লাহ তাদের চিনেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০)

বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে কাসীর রহ. উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ترهيبون (সন্ত্রস্ত করবে।) আল্লাহর বাণী : ‘আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু’ মানে কাফেরদের মধ্যে যারা আমার ও তোমাদের শত্রু।’

যে আল্লাহর আদেশ (ই’দাদ ও জিহাদ) পালন করবে না সে আল্লাহর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না। আল্লাহর শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করা একটি ইবাদত যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

যে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, ‘আল ওয়ালা ওয়ালা বারা’ এর আকীদাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কথিত জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে পরামর্শ বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে সে মুনাফিকদের নিকট তথাকথিত মধ্যমপন্থী বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে যথাসাধ্য শত্রুদের মনে ভীতিসঞ্চার করতে চেষ্টা করে সে হয়ে যায় সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী। এটা আমাদের সমাজের বাস্তবতা।

সন্ত্রাস সম্পর্কে আমরা বলতে চাই, তারা আমাদের জন্য যে ‘সন্ত্রাস’ শব্দ ব্যবহার করে তা সঠিক নয়। আমরা যা করি তা কুরআনের ভাষায় ‘ইরহাব’ বা ‘ত্রাস’। পূর্বোল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলা যায়, ‘ত্রাস’ যদি আল্লাহর শত্রুদের উদ্দেশ্যে হয় তবে তা জায়েয। সুতরাং মুজাহিদ ভাইদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবো, হে মুজাহিদ ভাইগণ, আপনাদের অভিনন্দন! আপনারা আল্লাহর শত্রুদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। তাদের মনে আপনাদের ভীতি সঞ্চারিত হওয়ার কারণে তাদের অনেক পরিকল্পনা ভেঙে গেছে। আল্লাহ যদি আপনাদের দ্বারা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার না করতেন তাহলে হয়ত আমেরিকার ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যেত এবং তারা আরো বেশি মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও লুট-লুণ্ঠন চালত।

প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ, নিশ্চয় আপনাদের এই ‘ইরহাব’ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। আমরা অবশ্যই আপনাদের পথে চলবো এবং শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, যেমন তারা মুসলমানদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।

প্রিয় পাঠক, এখানে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়া-এর আমীর শায়খ আবু উমর আল কুরশী এর বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি তাঁর সেনাদের উদ্দেশ্যে এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন যা শত্রুদের অন্তরকে প্রকম্পিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘ক্রোধের বাহলে চেপে বস। ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের সহযোগীদের পদতলের মাটি পুড়িয়ে দাও। তাদের বাহিনী বিচ্ছিন্ন করে দাও। তাদের যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করে দাও। তাদের বিমানগুলো ভূপাতিত কর। সব জায়গায় তাদের জন্য উৎ পেতে বসে থাক। বিস্ফোরক দিয়ে তাদের গোশত ঝলসে দাও। বোমা দিয়ে তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে দাও। গুপ্ত হামলা করে তাদের অন্তরে ত্রাস ছড়িয়ে দাও।’

আমরা এমন বক্তব্য উম্মাহর সকল নেতাদের থেকে শুনতে চাই। যাতে সর্বস্তরের মানুষ বুঝতে পারে যে, জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণেই আমরা লাঞ্ছনা ও হীনতার শিকার।

জেনে রাখুন, মুজাহিদদের ত্রাস কেবল তাদের জন্যই যারা ইসলামের শত্রু। আর ইসলামের শত্রু হওয়ার জন্য নীল চোখ বিশিষ্ট কিংবা হলুদ চামড়া বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। আল কায়েদা ইহুদী-খ্রিস্টান, মুরতাদ ও অন্যান্য যারাই ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সকলকেই ভীতি প্রদর্শন করে। কেউ তাদের প্রচারমাধ্যমে দৃষ্টি রাখলে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরে আল কায়েদার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শায়খ আবু মুসআব আযযারকাবি রহ. বলেন,

‘আমাদের সাহসী সন্তানদের আগমনে সেই সেই যুগের ইতি ঘটেছে যাতে উম্মাহ হীনতা ও লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিত এবং মুনাফিকদের দ্বারা আলোকিত প্রভাতের কাক্ষিত সূর্য বারংবার চুরি হত। গত শতাব্দীতে উম্মাহ দামি ও উত্তম জিনিস ব্যয় করেছে। দখলদার কাফিরদের সাথে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ-জিহাদ করেছে। সতর্ক দৃষ্টির অভাবে সরল মনে উম্মাহ মুনাফিকদের হাতে শাসনভার অর্পণ করেছে এবং নেতৃত্বের স্থান দিয়েছে। ফলে ভিনদেশী কাফেররা মুসলিমদের সাথে যা করতে পারেনি তারা তার দশগুণ করতে পারছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যাইনি। দৃশ্যগুলো চোখের সামনে এখনো ভাসমান। সুতরাং কিছুতেই আমরা এর পুনরাবৃত্তির সুযোগ দিব না ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর অশেষ কৃপায় আপনাদের সন্তানগণ মুরতাদদের সাথে কিতাল করছে এবং মুরতাদ ও আল্লাহর শরীয়ত বিমুখ ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরীদের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। পশ্চিমা কাফের ও আরবের মুরতাদদের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। তাদের বিরুদ্ধে আমরা জিহাদ চালিয়ে যাব যতদিন না পৃথিবীতে খেলাফত ফিরে আসে কিংবা আমরা এজন্য শহীদ হয়ে যাই।’

আপনি কি আমেরিকা ও মুরতাদদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করেন নাকি তাদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করেন যারা বলে তাগুত শাসকরা কাফের নয়, তারা আমাদের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত খলিফা? আপনি বলুন কোন বক্তব্য আল্লাহর শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবে; আমরা যে বক্তব্য দিয়েছি তা নাকি দ্বিতীয় দলের বক্তব্য?

আরেকটি বিষয় না বলে পারছি না; জঙ্গিবাদ দমনের নামে যেসব কনফারেন্স সংঘটিত হয় এবং অনেক শায়খ যাতে উপস্থিত হয়, এসব কনফারেন্সে যোগ দেয়া জায়েজ নেই, যদিও অনেক শায়খের উদ্দেশ্য ভালো থাকে। কারণ কাফের ও মুসলিম যদি একটি শব্দের ব্যাপারে একমত হয় এবং মুসলিম এর দ্বারা ভাল উদ্দেশ্য নেয় আর কাফের নেয় খারাপ উদ্দেশ্য তাহলে মুসলিমের জন্য এক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হওয়া জায়েজ হবে না। এবং এ শব্দ বাদ দিয়ে অন্য কোন শব্দ নির্বাচন করতে হবে, যাতে তাদের খারাপ উদ্দেশ্য নেয়ার কোন সুযোগ না থাকে। এর দলিল হল- আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ‘রাঈনা’ (رَاعِنَا) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যাতে ইহুদিদের বিরোধিতা করা যায়। কারণ তারা এটা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য নিত ‘রউনা’ (رَعُونَا) যা ইহুদিদের ভাষায় খারাপ গালির জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাই মুসলমানদের এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَتُولُوا النَّظَرُ نَأْوِ إِلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ‘রাঈনা’ বলো না। তোমরা বলো, ‘উনজুরনা’ এবং আদেশ মান্য কর। কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মস্ফূট শাস্তি।

‘জঙ্গিবাদ’ শব্দটি দিয়ে আমেরিকান ও মুনাফিকরা ‘জিহাদ’ উদ্দেশ্য নেয়। আর শায়খগণ অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেন। কিন্তু শব্দ একটাই। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জঙ্গিবাদ দমনের নামে সংঘটিত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ জায়েয নয়। কারণ এটা প্রকারান্তরে জিহাদের বিরোধিতার নামান্তর।

আরেকটি বিষয় বলতে চাই আপনাদের, উক্ত পরিভাষাটি তারা এমনি ব্যবহার করেনি। মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডে যখন তাদের মনে ভয় সৃষ্টি হল তখন মুসলিম সন্তানদের ভয়ে সংবাদ মাধ্যমে তাদের জঙ্গি বলে প্রচার করতে থাকে।

হে মুজাহিদ ভাইগণ, এ মহান ইবাদতের জন্য আপনাদের অভিনন্দন। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন ও অবিচল রাখুন।

যারা আল্লাহর শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদের একজন হতে পারা আমার নিকট এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে অধিক পছন্দনীয়, যারা তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করতে পারে না। এ কারণেই আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করেছি।

৩১. মুজাহিদগণের প্রতি হেদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি থাকার কারণে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব! (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

আল্লামা ইবনে জারীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ বলছেন, যারা আমার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথে লড়াই করে এবং এই লড়াইয়ের দ্বারা আমার বাণীকে বুলন্দ করতে চায় ও আমার দীনকে সাহায্য করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথে পরিচালিত করব। অর্থাৎ আমি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিব ও তাতে চলার তৌফিক দিবো। (সঠিক পথ পাওয়ার অর্থ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ইয়ালাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরিত দীনে ইসলামের নেয়ামত লাভ করা।) ‘আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।’ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করবে, আল্লাহর জন্য মুশরিকদের সাথে জিহাদ করবে, আল্লাহর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করবে এবং যেসব শত্রুরা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করবে আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।

ইবনে ওহাবের সূত্রে ইউনুস আমার কাছে বর্ণনা করেন, ইবনে যায়দ **جَاهِدُوا فِينَا** এর অর্থ করেছেন **فَاتْلُوا فِينَا** অর্থাৎ যারা আমার জন্য যুদ্ধ করবে। (তাফসীরে তবারী, ২০/৬৩)

শানক্বীতী রহ. বলেন, আল্লাহ এই আয়াতে কারীমায় বলেছেন যে, যারা তার জন্য জিহাদ করবে তিনি তাদের কল্যাণের পথ দেখাবেন। তিনি এর জন্য কসম করেছেন। (আদওয়াউল বায়ান, ৬/১৬৩)

সাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, জিহাদের অনিবার্য ফলাফল হল হেদায়াত ও সঠিক পথ লাভ করা, যার দ্বারা ইলমের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلًا

‘যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথের সন্ধান দিব।’

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জিহাদকারীদেরকে তার সকল পথের হেদায়েত বা দিশা দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এ কারণেই ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন : লোকেরা যদি কোন মাসআলায় মতবিরোধ করে তাহলে দেখবে সীমান্তে প্রহরারত আলেমগণ কোনটার উপর আমল করেন এবং তার ওপরে আমল করবে। কারণ সত্য ও সঠিক জ্ঞান তাদের সাথেই রয়েছে। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৪৪২)

স্বতঃসিদ্ধ যে, জিহাদের অর্থ কিতালের অর্থ থেকেও ব্যাপক। এ কারণেই এখন মুজাহিদগণ শুধু কিতালের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তারা জবান, জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করছেন। তারা ইলমকে পাথেয় করেই জিহাদের পথে চলছেন। তারা শুধু ইলমের পথে চলছেন না। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি দুর্বল থেকে যায়। আবার ইলম ছাড়া শুধু জিহাদের পথে চলছেন না। কারণ তখন শক্তির অপপ্রয়োগের আশঙ্কা রয়েছে। তাই মুজাহিদগণ জিহাদের ইলমও শিখছেন এবং জিহাদও করছেন। এবং এ কারণে তাদের রণকৌশল অত্যন্ত চমৎকার ও ফলপ্রসূ। শত্রুর শক্তি ও নিজেদের শক্তির মধ্যকার ব্যবধানটা তারা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। আল্লাহই তাদের তৌফিক দান করেছেন।

এসব জানার পর এখন আপনিই বলুন, আরব, আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, ফিলিস্তিন ও মরক্কোর মুজাহিদগণ যদি হেদায়াত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত না হন তাহলে কারা হবে হেদায়াত সঠিক পথের অধিকারী? আল্লাহ মুজাহিদগণকে এমন বোঝ দান করেছেন যা অন্যদের অনেককে দেননি। এর প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব-

১. জিহাদ চালিয়ে যেতে তাদের অনড়তা ও অবিচলতা, অথচ অনেকেই বলে উম্মাহ এর জন্য প্রস্তুত নয়।
২. বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদের ব্যাপারে তাদের অবগতি ও তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহাদের ধারাবাহিকতা, যখন অনেকেই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের ব্যাপারে অবগত নয়।
৩. হকপন্থী ও দরবারী আলেমদের মাঝে তাদের পার্থক্যকরণ।
৪. আলেমদের সম্মান করা ও তাদের ভুলের উর্ধে ভাবা- এ দুয়ের মাঝে তাদের পার্থক্যকরণ।

সঠিক যুক্তিও উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে তাদের সাথে সম্মত হবে। কারণ তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত সত্য পথের পথিক। যারা তাদের পথে চলবে ইতিহাস তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিও তাদের পথে চলতে সায় দেয়, আত্মমর্যাদাবোধ তাদের সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে বর্তমান মুজাহিদগণের একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করব, যাতে আপনার আপনার সামনে আরো স্পষ্ট হয় যে, তারা সঠিক ও সত্যপথ প্রাপ্ত।

إدارة التوحش গ্রন্থকার বলেন, ‘যে ব্যক্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত হল- সে এসব বিষয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান লাভ করে। যেমন শহীদ সাঈদ কুতুব রহ. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং কি কি কারণে পতন ঘটবে তাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তবে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.- যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বেই শহীদ হয়েছিলেন- তিনি একটি বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে তিনি এই বিরাট রাষ্ট্রটির পতন, তার প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ফাটল ও কোন কোন প্রজাদের মাঝে ইসলামী জিহাদী আন্দোলন গড়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর বিশ্লেষণটির ভিত্তি ছিল কিছু পরিসংখ্যান, যাতে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অস্ত্রভাণ্ডারের অধিকারী এবং মার্কিন বাহিনীর চেয়েও বেশি সংখ্যার অধিকারী রুশ বাহিনীর পরিসংখ্যান। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীর পলায়নের উপর ভিত্তি করে তিনি এই বিশ্লেষণটি করেন নি, যদিও তিনি তা কামনা করতেন। কেবল এই ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্লেষণটি করেছিলেন যে, মুজাহিদগণের অব্যাহত যুদ্ধ অবশ্যই রাশিয়ানদের আফগানিস্তানে আরো সেনা পাঠাতে বাধ্য করবে। যার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে সাবধানতা ও সতর্কতা কমে যাবে এবং এই শিথিলতা জনগণকে ইউনিয়ন থেকে পৃথক হতে সাহস যোগাবে। বিশেষ করে মুসলিম জনগণ এতে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। কারণ তারা প্রতিরোধ ক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি যা বলে গেছেন তার প্রায় সবই সিনেমার ফিল্মের মতো। এর থেকে আমরা আরো জানতে পারি, শত্রুর ক্ষমতা চেনা ও তার পরাজয়ের ওয়াদা লাভের জন্য আমাদের অবশ্যই যুদ্ধে নামতে হবে। এছাড়া হবে না, যতই আমাদের যুক্তি আর তাত্ত্বিক গবেষণা থাকুক। (ইদারাতুত তাওয়াসুশ, পৃ. ৮,৯)

৩২. কারণ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো যদি তাদের মানহাজ অনুসরণ করত তাহলে বিজয় আরো সন্নিকটে হত।

সকল ইসলামী দল বরং প্রতিটি মুসলিম বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে বিষণ্ণ। সব দলই উম্মাহকে সম্মান ও খেলাফতের পুনরাবর্তনের পথে পরিচালিত করতে চায় এবং এই অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে। তাহলে আসুন, আমরা ধরে নিই, আমরা তাদের কোন একটি মানহাজের উপর একমত হলাম এবং তা মেনে নিলাম; যেমন,

১. ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মানহাজ, যদি ইসলামী দলগুলো একমত হয়ে ইখওয়ানের মানহাজ মেনে নেয় এবং গণতন্ত্রের পথে চলে এবং ভোটাভুটির মাধ্যমে পরিবর্তনের আশা করে তাহলে দুই অবস্থার কোন একটির সম্মুখীন হতে হবে:

(ক) আমরা তাতে সফল হবো, কিন্তু তারা শাসনক্ষমতা আমাদের হাতে দিবে না, যেমন ফিলিস্তিন ও জায়ায়েরে তারা করেছে। আর যদি দিয়েও দেয় তবে এই শর্তে দিবে যে, শরীয়াতের বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না, যেমন তুরস্কে করেছে।

(খ) আমরা ব্যর্থ হবো। আর আমাদের ব্যর্থতাই তাদের শরীয়ত আনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা না করার একটি বৈধ রূপ হয়ে দাঁড়াবে। যদি ইখওয়ানপন্থীরা বলে, তখন আমরা তলোয়ারের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটাবো, তবে তো তারা আমাদের পথেই ফিরে এল। তাহলে কেন শুরু থেকেই আমাদের পথে চলল না যাতে সফলতা আরো তাড়াতাড়ি আসে? আর যদি তারা বলে, আমরা আবার চেষ্টা করবো, তবে আমরা বলবো, এ তো শুধু মরীচিকার পেছনে দৌড়ানো, উম্মাহর সম্মানহানীকরণ, জিহাদের চেতনা থেকে যুবাদের ফিরিয়ে রাখার প্রয়াস এবং বিজয় অর্জনে বিলম্বতা।

২. বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থার ভাইদের মানহাজ: তাদের কাজগুলো কল্যাণকর ও শিক্ষামূলক। কিন্তু আমরা যদি শত বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি তাদের মতো কাজ করে যাই তবুও কি আমরা আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারব? উত্তর হবে, না, বরং তাদের কল্যাণমূলক কাজগুলো তাগুতের অধীনেই থাকবে যতদিন না তারা বিজয় অর্জনের জন্য জগতের নীতির উপর চলা শুরু করবে।

৩. সালাফীদের মানহাজ, যদি সবাই মিলে তাদের মানহাজের উপর একমতও হয়ে যায় তবুও বিজয় লাভ হবে না। তাদের মানহাজে কিভাবে আমরা পরিবর্তনের আশা করতে পারি যখন তারা তাগুত শাসকদের মুসলিমদের খলীফা মনে করে এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তাকে বৈধ মনে করে?! তাদের অনেকেই মুজাহিদগণকে জিহাদবিমুখ করে দিতে চায়, তাদের যুবকদের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে বাঁধা প্রদান করে। তাদের কেউ কেউ দখলকৃত দেশসমূহে আমেরিকার প্রণীত শাসনব্যবস্থার স্বীকারোক্তি দেয়। সুতরাং আমরা যদি হাজার বছরও তাদের মানহাজ অনুসরণ করি তবুও আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না এবং দখলদার কাফেদেরও বের করতে পারবো না।

কিন্তু আপনি কল্পনা করে দেখুন, যদি সকল ইসলামী দল একমত হয়ে পশ্চিমা দখলদার ও আরবের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকে তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? অবশ্যই বিজয় হবে অনিবার্য এবং অবিলম্বিত। আমরা দেখি, মুজাহিদগণ সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও ইরাক, আফগানিস্তান ও আন্যান্য স্থানে প্রতিনিয়ত আমেরিকার উপর আক্রমণ করে তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখছে, তাহলে যখন সকল মুসলিম সন্তানেরা জিহাদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবে, সকল মিস্বারেই জিহাদী বক্তৃতা চলতে থাকবে, সব জায়গায় মুজাহিদদের জন্য অনুদান দিতে আহ্বান করা হবে, সবাই জিহাদ ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে গুরুত্বারোপ করবে, নিজেদের জান-মাল রক্ষার জন্য সবাই প্রস্তুত থাকবে, সবাই এক ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে কাফেরদের ক্রোধকে আরো বৃদ্ধি করে দিবে; তখন ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের কী অবস্থা হবে??! উত্তর আহলে সুন্নাহের সবারই জানা।

সুতরাং আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা আশা করতে পারি যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটই সঠিক পথটা স্পষ্ট হয়েছে। আর যদি আপনার নিকট এখনও স্পষ্ট না হয় তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, কারা আমেরিকার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করেছে? ইরাকে ভোটভুটির দাবীদাররা নাকি আফগানিস্তানে আমেরিকার ট্যাংকে চড়ে আসা ইখওয়ানপন্থীরা? নাকি কল্যাণসংস্থাগুলো নাকি সরকারের বন্ধু সালাফীরা? নাকি মুজাহিদদের তাকবীরধ্বনীগুলো, তাদের দুঃসাহসী আক্রমণগুলো, তাদের দৃঢ়সংকল্প, তাদের বিক্ষোভিত বোমাগুলো এবং তাদের

ভীতিসঞ্চারকারী চ্যানেলগুলো? কোনটা আমেরিকার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করেছে?? চাক্ষুষ বাস্তবতাই জবাব দিবে। আল্লাহ বলেন,

فَأَنَّهُمْ لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

চোখ অন্ধ হয় না। অন্ধ হয় বন্ধে থাকা হৃদয়গুলো। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪৬)

আমি উপরোক্ত কথাগুলো বলেছি কেবল সত্যটা প্রকাশের জন্য।

৩৩. যৌক্তিক কারণে।

যদি আমরা মুজাহিদ্দীন ও অন্যান্যদের মানহাজের মাঝে তুলনা করি তবে দেখতে পাই যে, মুজাহিদগণ শক্তির মোকাবেলা করেন শক্তি দিয়ে, দাপটের মোকাবেলা করেন দাপট দিয়ে। এবং তারা বিশ্বাস করেন, লোহাই লোহা ভেঁতা করতে পারে। কিন্তু অনেক মানুষ মনে করে আমাদের কোন শক্তি নেই, অথচ তারা মুজাহিদগণের আক্রমণে মার্কিন সেনাদের রক্তাক্ত হতে দেখে এবং তাদের চোখের সামনে মার্কিন ট্যাংক বিধ্বস্ত হয় এবং আমেরিকার সহযোগীরা ধ্বংস হয় ও মার্কিন শক্তির পতন ঘটে। এতদসত্ত্বেও তারা মুসলিম উম্মাহকে কাফেরদের সাথে নমনীয় আচরণের জন্য আহ্বান করে! কোথায় তাদের বোধশক্তি?

যুক্তি এবং সঠিক বোধই এখন তাগুত শাসকদের সাথে যুদ্ধের দাবি করে। কারণ তারা শুধুমাত্র গদি রক্ষার স্বার্থে দখলদার কাফেরদের সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করেছে; অর্থ, সৈন্য রাজনীতি ও মিডিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করেছে। এভাবে তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম করেছে। মুসলিম জাতি আজ মজলুম হয়ে আছে। জালিম থেকে মাজলুমের প্রাপ্য অধিকার আদায় করা সঠিক যুক্তি ও সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি। তাই প্রাপ্য আদায় করার জন্য যা করা দরকার তা করাই হল ন্যায়বিচার। সুতরাং পশ্চিমা কাফের ও আরবের মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের বর্তমান যুদ্ধ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত।

৩৪. মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে।

স্বভাবগতভাবেই মুজাহিদীনের কাজগুলো মানুষের কাছে প্রিয়। প্রচারমাধ্যম ও মিডিয়া যদি মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রোপাগান্ডা না চালাত তবে অনেক মানুষই মুজাহিদগণকে সহযোগিতা করত। একটি শিশু কিংবা মিডিয়ার অপপ্রচারণায় স্বভাবগুণ বিকৃত না হওয়া কোন বৃদ্ধকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং যারা আল্লাহর শরীয়াত বাস্তবায়নে বাঁধা প্রদান করে তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তুমি কি তাকে ভালোবাসো নাকি যে ইহুদী-খ্রিস্টানদের

সাহায্য করে, মুজাহিদগণের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে জিহাদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে চায় তাকে ভালোবাস? তবে সুস্থ চিন্তা ও সুষ্ঠু স্বভাবগুণের অধিকারী ঐ ব্যক্তি কী উত্তর দিবে?

আপনিই বলুন, সে কী উত্তর দিবে যখন মসজিদগুলো ধ্বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত ও সম্মান ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলো দখল করা হচ্ছে আর মুসলিমরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে? কমপক্ষে সে মুজাহিদদের কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে তাদের জন্য দোয়া তো করবে!

আচ্ছা, বলুন তো, ঐ ব্যক্তি যদি শোনে, আরবে আমেরিকান ঘাঁটিগুলো স্থায়ী ও নিরাপদ তবে সে কী বলতে পারে?? আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

৩৫. কারণ তারা কথা ও কাজে মুরজিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

উম্মাহর জন্য মুরজিয়াদের ফেতনা একটি ভয়ংকর ফিতনা। ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, আমরা এই উম্মাহর উপর আযারিকা সম্প্রদায়ের ফিতনা চেয়েও মুরজিয়াদের ফিতনার ব্যাপারে বেশি শঙ্কিত। তিনি আরো বলেন, মুরজিয়ারা দ্বীনকে সাবেরী কাপড়ের চেয়েও বেশি পাতলা করে ছেড়েছে। সুফিয়ান সাওরী রহ.ও একই বক্তব্য দিয়েছেন। জুহরী রহ. বলেন, মুসলমানদের জন্য মুরজিয়াদের চেয়ে অধিক ক্ষতির কোন বিদআত ইসলামে উদ্ভাবিত হয়নি। ইমাম আওয়ামী বলেন, ইয়াহইয়া এবং কাতাদা বলতেন, উম্মাহর জন্য ইরজার চেয়ে অধিক আশংকাজনক অন্য কোন প্রবৃত্তিপূজা নেই।

কাযী শুরাইক রহ. বলেন, মুরজিয়ারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সম্পদ। রাফেদীরাও যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু মুরজিয়ারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, ওকী' বলেন, 'মুরজিয়ারা বলে, আমলের স্বীকারোক্তি দেয়াই যথেষ্ট, আমল না করলেও চলবে।' যে এমন কথা বলল সে ধ্বংস হলো।^২

তাদের অন্যতম একটি ভুল হলো, তারা মানব রচিত সংবিধানকে কুফরি মনে করে না যতক্ষণ না তাকে হালাল মনে করা হয়। তাদের মতে হালাল মনে করার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে মুখে স্পষ্ট বলার মাধ্যমে। সুতরাং কর্মের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হবে না। তাদের এই বক্তব্য অনুযায়ী যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবে না তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের আখ্যায়িত করবে না যতক্ষণ না মুখে স্পষ্ট বলে যে, সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করাকে বৈধ মনে করে। তাদের এই বক্তব্য খুবই ভয়ংকর। কারণ তা তাগুতদের উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগে প্রতিবন্ধক হয়।

আমরা এখানে মুজাহিদগণ ও মুরজিয়াদের কিংবা ইরজাক্রান্তদের মাঝে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ কথা ও কাজে মুরজিয়াদের পুরো বিরোধী। কিন্তু আহলে সুন্নাতের অনেকেই কার্যত মুরজিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। যার ফলে আমরা দেখতে পাই, সরকারের সাথে

^২ দ্রষ্টব্য: আস সুন্নাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. পৃ. ১/৩১৩। লাউয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়াহ, ১/৪২৫।

তারা সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সরকারের কুফরীর ব্যাপারে তারা নীরব থাকে, যেমনটি মুরজিয়ারা করে থাকে। তাদের ও মুরজিয়াদের কর্মের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই।

দুঃখের বিষয় হল, এই ইরজা অনেক ধার্মিক শ্রেণীকেও প্রভাবিত করেছে। তাদের আকীদা নষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের অন্তরে নিরাশা সৃষ্টি করেছে।

হে উম্মাহ! লাঞ্ছনার ধূলা ঝেড়ে ফেলে সম্মান এবং ইজ্জতের বাহনে আরোহনের সময় কি এখনো হয়নি? ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় কি এখনো আসেনি? জেগে উঠো, হিম্মত কর, এগিয়ে যাও, দৃঢ় সংকল্প করো ও অটল থাকো। জেনে রেখো, ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে তুষ্ট হয়ে গেলে বড় কিছু অর্জন করা যায় না। কবি বলেন-

যখন আমি কোন কিছুর শেষ সীমায় পৌঁছাতে আগ্রহী হই তখন আমি আকাজ্জক বাহনে চড়ে বসি এবং
সর্তকতাকে ভুলে যাই।

তখন আমি ভয় করি না পথের দুর্গমতাকে এবং জলন্ত অগ্নিখণ্ডকে।

যে পাহাড়ে উঠতে চায় না সে সারা জীবন গর্তেই কাটায়।

আমি যখন মাটিকে জিজ্ঞেস করলাম: মৃত্তিকা, তুমি কি মানুষকে অপছন্দ কর? তখন মাটি বলল: আমি
এমন মানুষকে অভিনন্দন জানাই যে উঁচু মর্যাদা প্রত্যাশী হয় এবং ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে।

৩৬. কারণ ইতিহাস মুজাহিদগণের আলোকিত অধ্যায়গুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

ইতিহাস থেকে এই বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, তা মুজাহিদগণের এমন কিছু আলোকিত অধ্যায় সংরক্ষণ করে রেখেছে যেগুলোর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ গর্ব বোধ করে এবং এটাও বোধগম্য হয় যে, তাদের বিরোধিতাকারী ও পরিত্যাগকারী লোকদের কালো অধ্যায়ও লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

যখন আমরা সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং তাবেরীগণ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, সাইফুদ্দীন কুতয, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. প্রমুখের জিহাদ নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা উম্মাহকে তাদের প্রতি বিগলিত হতে ও তাদের পথকে সম্মানের পথ হিসেবে বিবেচনা করতে দেখি। এবং তাদেরকে বর্তমান উম্মাহর দুর্দশার কারণে কষ্ট ব্যক্ত করতে দেখি। ইতিহাস যখন যুগে যুগে ক্রুসেডার ও উম্মাহর অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই সৈনিকদের শুভ্রোজ্জ্বল আলোকিত অধ্যায়গুলো সংরক্ষণ করতে পারে তখন আপনারা কি এমন ধারণা পোষণ করেন যে, ইতিহাস বর্তমান মুজাহিদদের জন্য কিছু কালো অধ্যায় লিপিবদ্ধ করবে? হতেই পারে না!

ইতিহাস যদি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মহান জিহাদের কথা সংরক্ষণ করতে পারে তাহলে আপনারা কি মনে হয় যে, ইতিহাস ক্রুসেডার পূর্ব-পশ্চিমের কাফের সম্প্রদায় ও আরবের মুর্তাদদের বিরুদ্ধে শায়খ উসামা বিন লাদেনের জিহাদী ঝাণ্ডার কথা সংরক্ষণ করতে ভুল করবে? অতীতের শত্রু থেকে বর্তমান শত্রু তো আরো বেশি শক্তিশালী। ইসলামের বিরুদ্ধে এই যে ক্রুসেড

আক্রমণ- এটা তো সবচেয়ে ভয়ংকর। এবং সামরিক সরঞ্জামাদির বিবেচনায় আমেরিকান সৈন্য বাহিনী হল সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার শক্তি। যা বিশ্ব মনবতার অজানা নয়। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। সাহায্যের পরিমাণ হবে শত্রুর পরিমাণ অনুপাতে। বর্তমানে নববী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাকে অনেক বড় সাহায্য বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং হে ঐ সকল লোকেরা, যারা বিরোধী মুখে মুজাহিদদের আঘাত করেছে! ইতিহাস তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার পূর্বে আল্লাহকে ভয় কর। ইতিহাস অচিরেই কিছু লোকের আলোকিত অধ্যায় এবং কিছু লোকের কালো অধ্যায় লিপিবদ্ধ করবে। সুতরাং হে প্রত্যক্ষদর্শী, কে আলোকিত অধ্যায়ের অধিকারী আর কে কালো অধ্যায়ের অধিকারী? আলোকময় অধ্যায়ের অধিকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পাশ্চাত্যের কাফের এবং আরবের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর পথে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছে, আমেরিকার দাস্তিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছেড়েছে, ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদী নীল নকশাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে এবং ধর্ষিতা, অপহৃত স্বামীহারা ও পিতৃহারা মা-বোনদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর কাল অধ্যায়ের অধিকারী ঐ হতভাগা যে মুজাহিদদের ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে কিংবা তাদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের উপর অপবাদ আরোপ করেছে। আল্লাহই হলেন সাহায্য প্রার্থনার পাত্র।

৩৭. কারণ তারা মুরতাদের বিধান বাস্তবায়নকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

মুরতাদের বিধান বাস্তবায়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্য যে এটা করবে তাকে এর জন্য অনেক কোরবানী করতে হবে এবং আল্লাহর জন্যই তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তবে আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা মুরতাদদের মুরতাদ মনে করলেও তাদের সাথে যুদ্ধের বা কিতালের সক্ষমতা না থাকার অজুহাতে তা গোপন করে রাখে। কেউ এমন করলে তার ব্যাপারে বলতেই হয় যে, সে বিধান বর্ণনার সক্ষমতা ও বিধান বাস্তবায়নের সক্ষমতা মাঝে কোন পার্থক্য করেনি। এটা অনুচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও মিল্লাতে ইবরাহিমের চিন্তা করলেই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। (এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি।)

মুরতাদরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের শাসনের স্থান দখল করে আছে। এর একমাত্র কারণ তাদের উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর না করা। মুরতাদের বিধান কার্যকর করলে ইসলামের প্রতি যারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাদের নিবৃত্ত করা যায় এবং ইসলামের ভিতগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা যায়।

তবে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে কিংবা প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বলা থেকে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হ্যাঁ...তাকফীরের ক্ষেত্রে যেখানে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে সেখানে মুজতাহিদ সঠিক হলে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, সঠিক না হলে সওয়াব পাবে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের দীনকে রক্ষার জন্য অজ্ঞাতসারে কোন মুসলিমকে কাফের অথবা মুনাফিক বলে ফেলে তাহলে সে একারণে কাফের হবে না, গুনাহগারও হবে না। বরং তার উত্তম সংকল্পের কারণে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এমন

অনেক প্রবৃত্তির অনুসারী আছে যারা কেবল নিজেদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে অন্যদের বিদআতী বা কাফের আখ্যায়িত করে। অথচ তারা একটুও ভেবে দেখে না যে, তারা নিজেরাই কুফর ও বিদআতের অধিক নিকটবর্তী! (যাদুল মা'আদ, ৩/৩৭১)

কতিপয় লোক অজ্ঞতাকে শাসকদের কুফরের জন্য মানি' বা প্রতিবন্ধক বানিয়ে শাসকদের তাকফীর থেকে বিরত থাকে। তাদের শাসকদের তাকফীরের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে মানি' বা প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করতে দেখে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারি না। কারণ বাস্তবতা হলো তারা অজ্ঞ নয়। তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জতও কায়েম হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা বলে যে, শাসকদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম হয়নি; অথচ তারা জানে যে, শাসকরা এমন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বক্তব্যের মাধ্যমে কুফরি করেছে যেখানে অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব রহ. শাইখুল ইসলামের এক বক্তব্যের টিকা যুক্ত করতে গিয়ে বলেন, দেখুন, ইবনে তাইমিয়া অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বক্তব্য এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়ের মধ্যে কত সুন্দর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কুফরি বক্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে তিনি বলেন, 'এখানে বলা হবে যে, সে এসব ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ। তার বিরুদ্ধে এমন হুজ্জত কায়েম হয়নি যার দ্বারা এর বক্তাকে কাফের আখ্যায়িত করা যায়।' কিন্তু প্রকাশ্য স্পষ্ট বিষয়ে তিনি এমন কথা বলেননি। সুতরাং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয় এবং অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বক্তব্যের মাঝে পার্থক্যটা একেবারেই পরিষ্কার। (দেখুন, দাওয়াবিতু তাকফীরিল মুআইয়ান, পৃ: ৭৯)

শায়খ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আস-সারিমুল মাসলুল' গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের উপহাস সংক্রান্ত আয়াতের টিকায় বলেন, আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট দলিল রয়েছে যে, যদি কেউ কোন কুফরী কাজ করে আর সে না জানে যে, এটা কুফরী কাজ তবে এ কারণে তাকে কাফের বলা হবে এবং তার অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। আয়াতে এ নির্দেশনাও রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে শাতিমে রাসুল কাফের হয়ে যাবে যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন। (তাইসীরুল আযীযীল হামীদ, পৃ. ৫৫৫)

তাগুতদের কাফের বলা মিলাতে ইবরাহীমের বৈশিষ্ট্য। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন কোন দায়ী বলেন, 'অমুক শাসক কুফরী করলো কি করলো না তার দায়িত্ব আল্লাহ আপনার উপর চাপিয়ে দেননি।' আশ্চর্য! কেমন উদ্ভট কথাবার্তা! শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব রহ. এ বিষয়ে কি বলেন দেখুন এবং তার বক্তব্যের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। শায়খ বলেন, 'ভাইয়েরা, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার এই দীনের মূলকে আঁকড়ে ধরো। এই দীনের শুরু ও শেষ, এর ভিত ও মূলকে অবলম্বন কর; অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তি দাও ও তার অর্থ অনুধাবন কর। এই কালিমা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসো ও তাদেরকে তোমাদের ভাই মনে করো, যদিও তারা দূরের দেশের হয়। তাগুতদের অস্বীকার কর। তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো। যে তাদের ভালোবাসে কিংবা তাদের পক্ষ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে কিংবা তাদের অস্বীকার করে না তার প্রতি ঘৃণা পোষণ কর। কেউ যদি বলে, তাগুতদের বিষয়ে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই বা তাদের দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দেননি তবে সে তো আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করল। বরং আল্লাহ তাকে তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাদের

অস্বীকার করা ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকে তার উপর ফরজ করেছেন, যদিও তারা তাদের আপন ভাই কিংবা সন্তান হয়। সুতরাং ভাইয়েরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের দীনের মূলকে আঁকড়ে ধরো। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে এমনভাবে উপস্থিত হতে পারো যে, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক কর নি। হে আল্লাহ, আমাদের মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (আদ-দুরারুসসানিয়্যাহ ফিল আজিয়াবাতিন নাজদিয়্যাহ, ২/১১৯, ১২০)

৩৮. স্বপ্নের কারণে।

স্বপ্নের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা কুরআনে কারীমে এসেছে। যেমন সূরা ইউসুফে এসেছে,

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

সে (ইউসুফ) বলল, হে আমার বাবা, এটা আমার পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন। (ইউসুফ, আয়াত ১০০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সৎ ব্যক্তির সত্যস্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশটি অংশের একটি। (বুখারী)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. স্বপ্নকে সত্য মনে করতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভাল পারতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুভস্বপ্ন দেখেছে সে যেন আমাদের নিকট তা বর্ণনা করে। তিনি আরো বলতেন, একজন মুসলমান স্বপ্নে নিজেকে ওয়ূ অবস্থায় দেখা আমার নিকট অমুক অমুক বিষয় থেকে বেশি প্রিয়।

স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সাহাবাগণের নিকটও প্রসিদ্ধ ছিল; যেমন তুফাইল ইবনে আমর আদদাওসী রা. এর স্বপ্ন। তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাকে শহীদ করা হচ্ছে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবুওয়াতের কিছুই বাকী নেই ‘সুসংবাদদাতা’ ছাড়া। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, সুসংবাদদাতা কী? তিনি বললেন, ‘সত্যস্বপ্ন।’ (বুখারী)

আমরা স্বপ্নের উপর ভরসা করি না, কিন্তু আমরা স্বপ্নের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করি।

অনেক স্বপ্নই কল্যাণের সুসংবাদ দেয়। কিছু স্বপ্ন খেলাফতের পুনরাবর্তনের সুসংবাদ প্রদান করে। কিছু স্বপ্ন মুজাহিদদের বিজয় এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তির সুসংবাদ প্রদান করে। অনেক স্বপ্ন ইরজাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য হয় অশুভ। কারণ স্বপ্ন থেকে জানা যায় যে, তারা তাদের অনুসারীদের লাঞ্ছনার পথে পরিচালিত করছে। অনেক স্বপ্ন পথ থেকে বাঁধা সরে যাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করে আর কিছু স্বপ্ন শাহাদাত ও পরীক্ষার সংবাদ দেয়।

অনেক যুবক স্বপ্ন দেখে এপথে আরো বেশি দৃঢ় হয়েছে। এ পথে চলার পর আমরা যত বেশি শুভস্বপ্ন দেখেছি পূর্বে কখনো এত বেশি দেখিনি। অন্য দলের এক লোক বিস্মিত হয়ে বলেছিল, তোমরা কেন এসব স্বপ্ন দেখতে পাও, আমরা তো দেখতে পাই না?!

শায়খ আনওয়ার আল আওলাকী_যিনি ছিলেন উত্তম স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা- এত বেশি স্বপ্ন দেখার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন : স্বপ্ন এ পথের পথিকদের সত্যের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে। (তাই তারা বেশি স্বপ্ন দেখে।) কিন্তু যারা জিহাদের বিরোধী তাদের তো আর জিহাদের বিপরীত মাসআলাগুলোতে অবিচল থাকার প্রয়োজন নেই। (তাই তারা স্বপ্ন দেখে না।)

আমরা স্বপ্নের উপর নির্ভর করি না। কিন্তু স্বপ্নের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করি। যদি কলেবর দীর্ঘতার আশংকা না থাকত তবে কিছু ঘটনা উল্লেখ করতাম। কেউ যদি ভাইদের স্বপ্নগুলো কোন গ্রন্থে জমা করে তবে তা কয়েক খণ্ডে পরিণত হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নিজ শক্তি দ্বারা তাঁর মুমিন বান্দাদের অবিচল রাখেন।

৩৯. বিরাট পরিবর্তনের কারণে।

এই শিরোনামটি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল কায়েদার ব্যাপারে তাতে যুক্ত অনেক সাথীরই পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরম নেতিবাচক। তারা মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়েছিল। তাই তারা আল কায়েদাকে চূড়ান্ত গোমরাহ মনে করত। তারা মনে করত, আল কায়েদা উম্মাহর জন্য ধ্বংস টেনে এনেছে এবং রাজনীতিতে তারা আনাড়ি। এছাড়াও আরো যত মন্দ ধারণা পোষণ করা যায়। কিন্তু যখন সে আল্লাহমুখী হয়ে মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন দেখতে পায় যে, তারা আহলে সুন্নাহর মূলনীতিরই অনুসরণ করে। বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পায় যে, আমেরিকার নীলনকশা নস্যাৎ করার পিছনে তাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদের সমরনীতি দেখে তারা বুঝতে পারে যে, তারা পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক চলছে, তাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও রয়েছে এবং তারা নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যাচ্ছে। তারা অন্যান্য ইসলামী দলের তুলনায় অধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সবচে বেশি আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় করে। এই বিরাট পরিবর্তন আপনাকে কতিপয় সাহাবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীন ও তাঁর শহরের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করত। সুমামা ইবনে উসাল রা. ইসলাম গ্রহণের পর বলেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম, ভূপৃষ্ঠে আমার কাছে আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত অন্য কারো চেহারা ছিল না, কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সবচে প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দীনের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট অন্য কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীন আমার নিকট সবচে' প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার শহর থেকে অধিক অপছন্দনীয় অন্য কোন শহর ছিল না। কিন্তু আপনার শহর আমার কাছে সবচে' পছন্দনীয় হয়ে গেছে।^৩

^৩ দেখুন, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বায়হাকী রহ. ৪/৮৭। আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, ইবনে কাসীর, ৪/৯৪।

তো এমন আশ্চর্য পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত কেবল প্রথম যুগের মানুষের মাঝেই মিলে। জামাত পরিবর্তনের সময় এমন আশ্চর্য পরিবর্তন কেবল আল কায়েদার ক্ষেত্রেই ঘটে।

৪০. কারামতের কারণে।

কারামত হলো অলৌকিক ঘটনা যা সচরাচর ঘটে না। আল্লাহ তার কোন ওলীকে দীনী বা দুনিয়াবী বিষয়ে সাহায্য করার জন্য ওই ওলীর হাতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান।^৪

কারামাত প্রকাশ পাওয়া কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত একটি বিষয়। পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে যেমন কারামতের ঘটনা ঘটেছে তেমনি এই উম্মতের মাঝেও ঘটেছে।

যে যুগ হল প্রবৃত্তির অনুসরণ আর সংশয় সৃষ্টির যুগ, জিহাদবিরোধী ও মুজাহিদদের সাহায্য পরিত্যাগকারীদের যুগ, সে যুগে কারামত মুজাহিদগণের জন্য জিহাদের পথে অবিচল থাকার অন্যতম খোরাক। কারামতে রয়েছে এক অনন্য প্রভাব যাতে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, মনে প্রশান্তি আসে এবং জান্নাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

মুজাহিদগণের সাথে ঘটে যাওয়া কারামতের সংখ্যা অনেক যার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন পড়বে তাই এখানে শুধু কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব এবং তা আমেরিকার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে শরিক হওয়া এক মুজাহিদ ভাইয়ের মুখ থেকে:

এক.

মুয়াজ আতশ, চরিত্রবান ও ভদ্র এক কিশোর মুজাহিদ। তার জীবনের দুই দশকও অতিবাহিত হয় নি। জিহাদের আয়াত ও হাদীসসমূহের শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠেছিল সে। কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ছিল তার স্বভাবজাত গুণ। এই যুবকের ঘটনা আমরা এখন বলব।

ঘটনাটি ঘটেছে প্রশিক্ষক হাবিব তা'আজ্জী রহ. এর গ্রুপে। রমজান মাসের এক রাতে সেই গ্রুপটিতে মার্কিন বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হয়। যার ফলে এগারো জনেরও বেশি মুজাহিদ শহীদ হন। সাহসী যুবক মুয়াজ আতশও সেই রাতে শহীদ হয়। হামলার সময় সময় সে ছিল গাড়ি চালকের স্থানে। সে তৎক্ষণাতই শহীদ হয় এবং গাড়ির ভেতরেই পুড়ে যায়। তাকে যখন বের করা হয় তখন তার শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তার বাহ্য অবয়ব দেখেও তাকে চেনা যাচ্ছিল না। তার শরীর খুঁজে একটি পোড়া পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, যা ছিল তার পকেটে থাকা কোরআন শরীফের একটি অংশ। পুরো কোরআন শরীফ পুড়ে গেলেও দুটি আয়াত একটুও পুড়ে নি। আয়াত দুটি হল,

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم

على القاعدین درجہ وکلا وعد الله الحسنى والله غفور رحيم

^৪ দেখুন, শরহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়াহ, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ।

মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটা তাঁর নিকট থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা নিসা, আয়াত ৯৫ ও ৯৬) দুই.

১৪২১ হিজরীর ২৩ রমজান রাতে ‘আলওয়াফা’ সংগঠনের অবস্থান ক্ষেত্রে বোমা ফেলা হয়। সেখানে কয়েকজন মুজাহিদ ভাই ছিল। তার নিকটস্থ এক গৃহে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত কতিপয় আরব মুজাহিদীনের পরিবার থাকত। উক্ত হামলায় তারা ভীতসন্ত্রস্ত হল এবং অন্য একটি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সময় এক মার্কিন বিমান তাদের গাড়ি ধ্বংস করে দিল। দুই গাড়িতে করে তারা চার জন পুরুষ ও ৬ জন নারী যাচ্ছিল। বোমা বর্ষণের পর তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পরলো। আশপাশের কিছু ভাই সেখানে দৌড়ে গেল। আমরাও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হলাম। তাদের দেহের ছিন্নভিন্ন অংশগুলো জমা করা হল। জমা করার সময় সেখানে এক প্রকার সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছিল। সেই ঘ্রাণ দুনিয়ার সকল সুগন্ধি থেকে উত্তম ছিল। দুনিয়ার কোন সুগন্ধির সাথেই তার তুলনা হয় না। সেখানে আমরা এক বোনের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেলাম, যার মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে পড়েছিলো; কিন্তু তার হিজাব মাথা থেকে সরেনি। হিজাবে আবৃত অবস্থায়ই তাকে দাফন করা হলো। (সুবহানাআল্লাহ!)

সেখানে নিহত হওয়া এক বোনের পিতার সাথে আমার দেখা হল। তিনি ছিলেন ভারাক্রান্ত। তখন হঠাৎ তার ভাতিজা এসে তার চাচাকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললো, ‘সুসংবাদ গ্রহণ করুন চাচা! আপনার মেয়ে শহীদ হয়েছে।’ সে তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললো, চাচা, এই দেখুন, এটা আপনার মেয়ের সাথে থাকা হিসনুল মুসলিম এর অংশবিশেষ। এটা শুনকে দেখুন। আমি তার হাত থেকে কাগজের টুকরাটি নিয়ে তার ঘ্রাণ শুনলাম। দেখলাম, এটা ঠিক সেই ঘ্রাণই যা আমি ওই স্থানে পেয়েছিলাম। আমি তার বাবার অনুমতি নিয়ে ওই টুকরোটি আমার কাছে রেখে দিলাম। সেই সুঘ্রাণ তাতে এক সপ্তাহর চেয়েও বেশি সময় ছিল।

হামলার স্থান থেকে ফেরার পথে এক ভাইয়ের সাথে দেখা হল। সে ওখানে শহীদ হওয়া এক ভাইয়ের ছেঁড়া পাসপোর্ট ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে বলল, ‘দেখো এখানেও সেই সুঘ্রাণ রয়েছে।’ আমি তাতে রক্তের দাগ দেখলাম এবং সেই ঘ্রাণই পেলাম।

ওখানে শহীদ হওয়া এক বোন ছিল আমাদের ভাই যুবায়ের আদ-দালিয়ীর স্ত্রী। ভাই যুবায়ের উক্ত ঘটনার তিনদিন পূর্বে শহীদ হয়েছিল। সে শহীদ হওয়ার পর এক মুজাহিদ তাকে স্বপ্নে দেখেছিল। স্বপ্নে সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার (স্ত্রী) কীরূপ আচরণ করেছে? মুজাহিদ উত্তর দিলো, আপনি শহীদ হওয়াতে তারা আনন্দিত হয়েছে এবং আমাদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে। তখন সে

বলল, ‘তাহলে তুমি তাদের সুসংবাদ দাও যে, তারা তিন দিন পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।’ সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছিল। তার স্ত্রী তার তিনদিন পরই শহীদ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ”

এ ছিলো কারামতের কিছু ঘটনা। এ তো খুবই অল্প। কিন্তু আপনি যে কোন মুজাহিদকেই যদি কারামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে সে বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে আপনার বুলি ভরে দিবে।

এখানে আমি যা উল্লেখ করেছি, আমার পাশে থাকা এক ভাইয়ের থেকে শুনে লিখেছি। এছাড়াও ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, চечনিয়া, সোমালিয়া, সৌদি আরব কিংবা মরক্কো- যেখানেই জিহাদ হচ্ছে সেখানেই মুজাহিদগণের কারামতের ঘটনা আপনি শুনতে পাবেন। ইয়ামানের কতিপয় মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলে তারা আমাকে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কিছু কারামতের ঘটনা শুনিয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং এ অনুগ্রহ তারই দান।

৪১. কারণ তাদের রিয়কের উৎস হল সর্বোত্তম উৎস।

সালামা ইবনে নুফাইল আল কিনদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. এর নিকট বসে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, লোকেরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে, তলোয়ার রেখে দিয়েছে এবং বলেছে, আর কোন জিহাদ নেই, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে এসে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হল। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের জন্য লড়াই করে যাবে এবং আল্লাহ তাদের জন্য কিছু লোকের অন্তর বক্র করে দিবেন। তাদের থেকেই তাদেরকে রিয়ক দিবেন। এভাবে চলতে থাকবে কিয়ামত ও আল্লাহর ওয়াদা আসা পর্যন্ত।’

এই হাদীসটি তাঈফায়ে মানসুরার রিয়কের একটি উৎসের প্রতি নির্দেশ করছে। তা হল- যুদ্ধলব্ধ গনীমত। বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মুজাহিদগণ গনীমতকে তাদের রিয়কের প্রধান উৎস ও পাথেয় মনে করে। এটিই তাদের উপার্জনের অন্যতম উৎস। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার বর্ষার নীচে আমার রিয়ক রাখা হয়েছে।

৪২. কারণ তারা সুউচ্চ মনোবল পোষণ করে।

মনোবলের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে; কারো মনোবল হয় খুবই ছোট, কারোটা হয় অনেক উঁচু।

জনৈক বেদুইন ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে এসে এক মুঠি গম চেয়ে বলল, ‘আপনি আমাকে আল্লাহর সম্পদ হতে দান করুন, আপনার বাবার সম্পদ থেকেও নয়, আপনার মায়ের সম্পদ থেকেও নয়।’ সে মাত্র এক মুঠি চাইল যা খরকুটার সাথেই ভেসে যায়। অথচ কতটা দৃঢ়তা নিয়ে বলল। এটা হল ‘হিস্মত’ তথা সুউচ্চ মনোবল। রবী‘আ ইবনে কা‘ব আল আসলামীর হিস্মত তো সূর্যেরও উপরে। রবী‘আ ইবনে কা‘আব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করছিলাম।

আমি তার কাছে ওয়ূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, হে রবী'আ, তুমি চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম, তা-ই। তিনি বললেন, তাহলে বেশি বেশি সেজদা করে তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। (মুসলিম)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.কে বলতে শুনেছি: কোন এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি বিজ্ঞের কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করি না, আমি শুধু তার হিম্মত দেখি।' শাইখুল ইসলাম রহ. আরো বলেন, 'সাধারণ মানুষ বলে থাকে, সৌন্দর্যের মাঝেই রয়েছে মানুষের মূল্য; কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তির মাঝেই রয়েছে মানুষের মূল্য'। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষের মূল্য হল তার সুউচ্চ মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি।

আল কায়েদার যে বিষয়টি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে এবং আমাকে দ্বিগুণ মুগ্ধ করেছে তা হল- তাদের 'হিম্মত' ও সুউচ্চ মনোবল। দারুল ইসলামে যুদ্ধরত ক্রুশভারদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমাগত জিহাদই তাদের সুউচ্চ মনোবলের দলিল। তাছাড়া তারা শুধু ক্রুশভারদের সাথে যুদ্ধ করেই থেমে থাকে নি; তারা মুর্তাদ শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ও জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, তারা এটাও ঘোষণা দিয়েছে যে, তাদের এ জিহাদ কেবল দখলদারদের বের করার জন্যই নয়, বরং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; ইসলামী খিলাফত কায়েম করার জন্য। তারা জানে এর জন্য তাদের কতটা চড়া মূল্য দিতে হবে। তারা এটাও জানে যে, মূল্য হল আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ও সময় উৎসর্গ করা। এটা তাদের জন্য পরীক্ষা। তাদের জানা আছে যে, এ পথের প্রতিটি ধাপই বিপদসংকুল। কিন্তু তাদের আল্লাহর প্রতি রয়েছে অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। তাই তারা তাদের সাধ্যমত যাবতীয় জিনিস উৎসর্গ করেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করেছে। তারা দুর্বল চিত্তের লোকদের কথাবার্তার প্রতি ক্রক্ষেপ করে না। বাস্তবতাই তাদের সংকল্পের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

ইসলাম সুউচ্চ মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পের তাগাদা করে। যাতে ইসলামী ভূমিগুলো ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুর্তাদদের থেকে পবিত্র করা সহজ হয়। বিশেষ করে মসজিদে আকসার পূণ্যভূমি থেকে যেন তাদের বিতাড়িত করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই অবগত যে, আমরা সুউচ্চ মনোবল ও দৃঢ় সংকল্প ছাড়া তা বাস্তবায়িত করতে পারবো না।

আল্লাহর রহমতে আল কায়েদা সেই সুউচ্চ মনোবল পোষণ করে। এমনকি অনেক বিরোধী তাদের দেখে বলে যে, এরা মোটা চিন্তার অধিকারী। কিন্তু সে জানে না যে, এটাই হল দৃঢ় সংকল্প ও সুউচ্চ মনোবল।

৪৩. কারণ তারা চাম্বুশ নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান শিখতে পারে।

সাহাবাগনের নূরানী জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে শরীয়তের জ্ঞান লাভ করতেন। মক্কীজীবনে যখন তারা মুশরিকদের থেকে নিপীড়িত হতেন তখন ধৈর্য

ধারণা ও সত্য দীনের উপর অটল থাকার জন্য একের পর এক আয়াত অবতীর্ণ হত। আল্লাহর নবীগণ দীনের উপর অটল থাকতে গিয়ে যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার ঘটনাবলী আল্লাহ তাদের শোনাতে। ফলে তাদের হৃদয় শীতল হয়ে যেত এবং তাদের দৃঢ়তা বেড়ে যেত। এমনভাবে তারা যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন তাদের মধ্যে আনসার ও মুহাজির নামে দুই কাফেলা তৈরি হয়ে গেল। একদল ছিল মুহাজির, একদল ছিল আনসার। তারা ছিল ভাই ভাই। তাদের এই বন্ধনের প্রশংসায় নিত্য নতুন কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হত। যখন মুহাজিরগণ নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ ছেড়ে আল্লাহর পথে হিজরত করে দীনের জন্য কুরবানী ও আত্মত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করলেন তখন আল্লাহ তাদের প্রশংসায় বললেন,

لَقَدْ رَأَى الْمُتَّحِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তোমরা আশ্চর্য হও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের থেকে, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তাদের ঈমানে সত্যবাদী। (সূরা হাশর, আয়াত ৮)

এমনিভাবে আনসারগণ যখন বদান্যতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বেনজির দৃষ্টান্ত পেশ করল, মুহাজিরগণকে নগরীতে জায়গা দেয়ার পূর্বেই অন্তরে জায়গা দিল এবং তাদের সাথে নিজেদের ধন-সম্পদ ভাগ করে নিলো তখন আল্লাহ তাদের প্রশংসায় বললেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا
نَفْسِهِ فَوَلَّىٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমরা আশ্চর্যাব্বিত হও তাদের থেকে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তারা তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়; যদিও তাদের অভাব অনটন ও প্রয়োজন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্তি লাভ করে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর, আয়াত : ৯)

এমনিভাবে তারা যখন বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনাইন ও বিভিন্ন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন তখন তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। এভাবে তারা নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে শরীয়াতের জ্ঞান লাভ করতেন। ফলে ভালোভাবে দীন বোঝা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং তা দীনের উপর অটল থাকার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদার সাথীরা নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে ইলম অর্জন করতে পারে। তারা শুধু তাত্ত্বিক ইলম অর্জন করে না _যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে_ (যেমনটা অনেকে করে থাকে।) যখন তারা জানতে পারে যে, সাহাবাগণ আল্লাহর রাস্তায় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন; তাদের কেউ শহীদ হয়েছেন, কেউ বন্দী হয়েছেন, কেউ নিজ দীন নিয়ে শঙ্কায় জীবন যাপন করেছেন তখন তারাও অনুরূপ অবস্থাই প্রত্যক্ষ করে তাদের চারিদিকে; তাদের কাউকে তারা শহীদ হতে দেখে, কাউকে বন্দী হতে

দেখে, কাউকে আবার শক্তিত অবস্থায় জীবন যাপন করতে দেখে। যখন তারা জানতে পারে যে, সাহাবগণ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করেছেন তখন তারা দেখে যে, আল কায়েদায় এমন অনেক মুহাজির রয়েছেন যারা হিজরতের কষ্ট সহ্য করেছেন। এভাবে তারা বাস্তবানুগতিক ধারায় ইলম অর্জন করে। আর এভাবে জ্ঞানার্জন তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন থেকে বহুগুণে উত্তম। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য দুই ব্যক্তির অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম ব্যক্তি, যে সত্য কথা প্রকাশ করা, পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া, হিজরত ও নুসরত করা, জিহাদ করা ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, নিহত কিংবা বন্দী হয়ে প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে জানতে পেরেছে এবং তা কাজে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে শুধু তাত্ত্বিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন করেছে এবং তা কাজে পরিণত করেনি; সত্য প্রকাশের গুরুত্ব সে সীরাতে পেয়েছে কিন্তু কোনদিন সত্য প্রকাশ করে নি। প্রকৃত মুমিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়- এটা সে জেনেছে, কিন্তু কোনদিন সে আসল পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি। ইদাদের আবশ্যকীয়তার কথা সে জেনেছে, কিন্তু ইদাদ গ্রহণ করে নি এবং জিহাদও করে নি, কোনদিন মুহাজির ও আনসারদের দেখে নি।

আপনার কি মনে হয়, এরা দুজন সমান? কখনো না! আপনি আমাকে বলুন তো, তাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহর অনুসরণে অগ্রগামী? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করলেই এর সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম, একটা বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বাস্তবিক জ্ঞানার্জন অধিক ফলপ্রসূ। আর এই বাস্তবিক জ্ঞানটাই অর্জন করা যায় নতুন নতুন বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে।

নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন বড়ই মজাদার এক বিষয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি বিষয়ের দলীল-প্রমাণ বোঝা বড়ই চমৎকার এক জিনিস। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য এক দুটো উপমা পেশ করছি। রাসূল সা. বলেন, ‘তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, তাহলে তাঁকে তোমার পাশেই পাবে। যখন তুমি প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। যখন তুমি সাহায্য চাবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। মনে রেখো, পুরো উম্মত মিলে যদি তোমার উপকার করতে চায় তাহলে তারা শুধু তোমার ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা সবাই মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা শুধু তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গিয়েছে।’ এই হাদিসটি যদি আপনি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বা কঠিন মুহূর্তে বা বিপদের মুহূর্তে শোনেন তাহলে তা আপনার মনে এত বেশি রেখাপাত করবে যে সাধারণ অবস্থায় শুনলে ততটুকু রেখাপাত করবে না।

আর একটি উদাহরণ, আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا الْكُفْرَ فَآخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا أَحْسَبُنا اللّٰهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

তাদেরকে লোকেরা বলেছিল, মক্কাবাসীরা তোমাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য-সামন্ত একত্র করেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু তাদের এ বক্তব্য তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।

(সূরা আল ইমরান : ১৭৩)

সব সময়ই এই আয়াতটি শুনতে আপনার ভালো লাগে। কিন্তু যুদ্ধে বা অভিযানে বের হওয়ার সময় যদি শুনেন যে, শত্রুরা আপনাদের উপর আক্রমণের জন্য অনেক অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তখন যদি আপনি এই আয়াতটি শোনে, তাহলে আপনি কতটা আলোড়িত ও আন্দোলিত হবেন নিজেই ভেবে দেখুন।

আরেকটি উদাহরণ, আল্লাহ বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেউ কেউ শাহাদাৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে পরিবর্তন করেনি। (আহযাব, আয়াত : ২৩)

যখন আপনি মুজাহিদদের শহীদ হতে দেখবেন আর মনে মনে শাহাদাতের তামান্না করবেন তখন এই আয়াত আপনার মনে কেমন প্রভাব সৃষ্টি করবে, আপনার হৃদয় কে কতটা দোলা দিবে! আপনি চিন্তা করুন।

বর্তমানে আল কায়েদার মুজাহিদগণ এভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করছেন। অনেক মানুষই এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। তাদের সীরাত অধ্যয়ন অনেক ক্ষেত্রেই শুধু তত্ত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। কলেবর দীর্ঘতার আশঙ্কা না থাকলে আরো কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করতাম।

৪৪. কারণ সারাবিশ্ব তাদের প্রতি এক ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করছে।

আমরা রাসূল সা. ও সাহাবাগণের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, যখন আল্লাহর রাসূল দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন পুরো আরব জাতি তাদের বিরুদ্ধে লেগে গিয়েছিল এবং তাদেরকে একই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। তাই তাদের সাহায্যকারী কমে গিয়েছিল এবং দেশ ও দেশবাসী তাদের জন্য অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল। দূরবর্তীদের পূর্বে নিকটবর্তীরাই তাদের সাথে শত্রুতা করেছিল। কখনো তারা তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করত এবং তাদের হয়ে প্রতিপন্ন করত। আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার উপর উপদেশ (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি তো পাগল! (সূরা হিজর, আয়াত : ৬)

আবার কখনো তারা তাঁদের যাদুকর বলত- আল্লাহ বলেন,

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

তারা একারণে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফেররা বলেছে, এ তো মিথ্যাবাদী যাদুকর। (ছোয়াদ, আয়াত ৪)

তারা তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং অযৌক্তিক বানোয়াট সব দাবী উত্থাপন করেছে- আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

তারা বলল, এসব তো পূর্বযুগের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা তাকে তাই পড়ে শোনান হয়। (ফুরকান, আয়াত : ৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পুরো আরববাসী যেমন সাহাবাগণের প্রতি একই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছিল তেমনি এ যুগে আল কায়েদার প্রতি পুরো বিশ্ব একই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছে। যার দরুন আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিই সারা বিশ্বের কোন শাসকগোষ্ঠী থেকে শঙ্কামুক্ত নয়। ইহুদী-খ্রিস্টান, মুরতাদ এবং কতিপয় নামধারী মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এবং চরম বিদ্বেষী। এমনাকি কতিপয় মুসলিমও আল কায়েদার বিরোধিতা করে তাগুতের মনোরঞ্জন করে আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য আল কায়েদার পিঠে চড়ে বসতেও দ্বিধা বোধ করে না। এভাবে আল কায়েদাসহ অন্যান্য মুজাহিদদের উপর জুলুম করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউ নেই; এজন্য কারো দুঃখও নেই, একটি প্রতিবাদী সাহসী কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না!

একটি উদাহরণ পেশ করা সঙ্গত মনে করছি- যখন শায়খ আবু আলী আল হারিসী ইয়ামানে আমেরিকার আক্রমণে নিহত হলেন তখন তাদের কারো থেকেই এর প্রতিবাদ আমরা শুনতে পাই নি এবং এর জন্য কেউ সামান্য দুঃখও বোধ করে নি। কিন্তু যখন ইয়ামানে মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণ করা হল এবং এক মার্কিন পর্যটককে হত্যা করা হল তখন তাদের হায়-হুঁতাশ আর মাতমের অন্ত রইল না! আল্লাহই রক্ষাকারী।

হে মুসলিম ভাই, গুরবত ও অপরিচিতির যুগে বাস করছি আমরা। এ যুগে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য তা থেকে ফিরে আসার কোন সুযোগ নেই; তাকে অবশ্যই তার আদর্শের জন্য মূল্য দিতে হবে, এ ছাড়া কোন গতান্তর নেই। মুজাহিদগণ মূল্য দিচ্ছেন, চড়া মূল্য। কিন্তু মানুষের রবই যখন তাদের সাহায্যকারী তখন মানুষের শত্রুতা আর তাদের কী-ই বা ক্ষতি করতে পারে??

হে আল কায়েদার সৈনিকগণ! আপনাদের সৌকুমার্য ও প্রাপ্তি আল্লাহরই প্রদত্ত! আমরা অভিভূত হই যখন দেখি গুজবকারীদের গুজব, হতভাগ্যদের সাহায্য পরিত্যাগ, মুনাফিকদের শত্রুতা ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের যুদ্ধ আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আপনাদের সৌকুমার্য ও প্রাপ্তি আল্লাহরই প্রদত্ত- যখন সারা বিশ্ব আপনাদের প্রতি একই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে; অথচ আপনারা বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে জিহাদের পথে সামনে এগিয়ে যান। অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে যখন আমরা আপনাদের দৃঢ়পদে অবস্থান করতে দেখি তখন আপনাদের দৃঢ়তা

আমাদের উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা মেষপালক হয়েও রোম-পারস্যকে হুমকি দিত। যখন তারা জিহাদের পথে অবিচল থাকল তখন আল্লাহ তাদের রোম-পারস্যের বাদশাহ বানিয়ে দিলেন।

সুতরাং জিহাদের পথে অবিচল থাকুন এবং জেনে রাখুন, এই উম্মত হল দানশীল ও মাকবুল উম্মত। তারা অবশ্যই তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের আপনাদের হাতে অর্পণ করে বলবে, ‘এই তোমাদের তীর নাও, বিশ্বজনীন কুফরী শক্তিকে ধূলিসাৎ করে দাও। ইনশাআল্লাহ, বিজয় মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র।’ আল্লাহই এই জিহাদকে রক্ষা করবেন। যদি কোন সম্প্রদায় এর থেকে পিছপা হয় তবে আল্লাহ অন্যদের দ্বারা তা করাবেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِنْ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনের প্রতি ঝুঁকে পড়! তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ অতি সামান্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাওবা, আয়াত ৩৮ ও ৩৯)

৪৫. কারণ তাদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার রয়েছে।

আল্লাহর রসূলের সাহাবাগণের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন যাঁরা রব হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিয়েছিলেন, দীন হিসেবে ইসলামকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নিয়েছিলেন। যার ফলে স্বগোত্রের লোকেরা তাদেরকে এই সত্য দীন থেকে সরে আসতে বলে। কিন্তু তারা ইসলামের নূর থেকে কুফুরির অন্ধকারে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। তাই তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে নিপীড়ন করে তাদের কোণঠাসা করে রাখে। পরে আল্লাহর রাসূল তাদের হিজরতের আদেশ করেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর ও ধনসম্পদ ছেড়ে আল্লাহর পথে হিজরত করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তারা সর্বস্ব বিসর্জন দেন। ফলে তাদের নাম হয়ে যায় ‘মুহাজির’। ইসলামের জন্য কত ত্যাগ! কত সুন্দর পরীক্ষা! আল্লাহ তাদের প্রশংসায় বলেন,

لَقَدْ فَرَّأَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

তোমরা আশ্চর্যান্বিত হও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের থেকে, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তাদের ঈমানে সত্যবাদী। (সূরা হাশর, আয়াত : ৮)

সাহাবাগণের মধ্যে আরেক দল ছিলেন যারা যাঁরা রব হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিয়েছেন, দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেছেন এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর প্রতি ঈমান এনেছেন। পরে এই দীনের জন্য অনেক অনেক কুরবানী করেছেন, নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন। মুহাজিরগণকে তাঁরা আপনজনের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সাথে নিজেদের ধন-সম্পদ ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করেছিলেন। ফলে তারা হলেন ‘আনসার’ অভিধায় অভিহিত। আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় ও আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমরা আশ্চর্যাব্বিত হও তাদের থেকে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তারা তার আকাজক্ষা পোষণ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়; যদিও তাদের অভাব অনটন ও প্রয়োজন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্তি লাভ করে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর, আয়াত : ৯)

প্রিয় পাঠক, অবশ্যই মুসলিম উম্মাহ এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না- বিশেষত কাফেরদের আধিপত্যের যুগে। মুহাজির ও আনসারের বিষয়টি পৃথিবীতে পুনরায় প্রকাশ পাবে। যাতে ইসলাম তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং যাতে আল্লাহর কালিমাই হয় বুলন্দ।

আল কায়েদা এখন দুই ভাগে বিভক্ত: মুহাজির ও আনসার। যখন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন করবেন কিংবা মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা শুনবেন এবং আপনার মন একটি বাস্তব নমুনা দেখতে আগ্রহী হবে_যা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এবং তাঁদের পথে চলছে_তবে আপনি মুজাহিদদের দিকে তাকান। তারা মুহাজির ও আনসারদের জীবনের সর্বোত্তম নমুনা। হে মুমিন ভাই, আপনি মনে করবেন না, এগুলো বানোয়াট কথাবর্তা, লাগামহীন কলমনিঃসৃত কিছু কালিমাত্র! বরং এটাই বাস্তবতা- আল কায়েদায় মুহাজির ও আনসার রয়েছে।

আল কায়েদায় রয়েছে মুহাজিরগণ যারা সুখের জীবন ছেড়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়িতে থাকত, আরামদায়ক বাহনে চলাফেরা করত, স্বচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করত, ভাল পোশাক পরিধান করত। কিন্তু এখন তারা তাঁবুতে ঘুমায়, গাধার উপর চলাফেরা করে, সাদামাঠা জীবনাতিপাত করে, জীর্ণ কাপড় পরে। কিন্তু এগুলোই তাগুতদের গলার কাঁটায় পরিণত হয় এবং তারা (মুজাহিদগণ) এমন শান্তিতে থাকে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমি দেখেছি তারা কখনো কয়লার উপর তাদের খাবার রান্না করে। সত্যিই, আপনাদের সৌকুমার্য ও প্রাপ্তি আল্লাহরই প্রদত্ত হে মুহাজির ভাইগণ! আপনারাই আবু বকর রা. এর ঘটনাবলীর জীবন্ত রূপ দিয়েছেন, উমর রা. এর মতো দৃঢ় থেকেছেন, উসমান রা. এর মতো আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং আলী রা. এর মতো শক্তি প্রদর্শন করেছেন।

মুজাহিদ্দের মাঝে আছে আনসারগণ, যারা জিহাদের পথে চলেছেন, তাদের দীনের জন্য দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছেন। তারা দীনকে স্থান দিয়েছেন তাদের অন্তরে আর দুনিয়াকে রেখেছেন তাদের হাতের তালুতে। ফলে তাদের নিরাপত্তা পরিণত হয়েছে শঙ্কায়, এবং তাদের নির্বিঘ্ন বিচরণ পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধে। তাদের নগর ও ঘর-বাড়ি মুহাজিরদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে। সীরাতে যখন আমরা মুহাজিরদের জন্য আত্মত্যাগের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করি তখন বর্তমান আনসারগণকে প্রথম যুগের আনসারগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে দেখতে পাই।

হে সম্মানিত আনসারগণ, আমাদের হৃদয় আপনাদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় ভরে যায়- যখন দেখি আপনারা এই দীনের সাহায্যের জন্য আপনাদের উত্তম সম্পদগুলো মুহাজিরদের জন্য অকাতরে খরচ করছেন। মুহাজির ও অন্যান্য আনসারগণের জীবন রক্ষার্থে আপনারা আপনাদের সম্পদ ও পরিবারক বুঁকিতে ফেলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এর বিনিময়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে শত প্রতিদান। আপনাদের বদান্যতা আল্লাহরই দান হে আনসারগণ! আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।

তারপর আমি একটি কথা বলতে চাই এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যার চেহারা কোনদিন আল্লাহর রাস্তায় ধূলোয় ধূসরিত হয়েছে, যে অতীতে ইসলামের সম্মান ও বর্তমানে মুসলিমদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অশ্রু বর্ষণ করেছে, যে ইহুদী-খ্রিস্টানদের আমাদের দেশগুলো দখল করতে দেখে মর্মাহত হয়েছে, যে দেখেছে তাগুতরা আল্লাহর শরীয়ত বাতিল করে দিয়েছে এবং মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে- এসব বিষয় যার অন্তরে দাগ কেটেছে এবং তার রাতের ঘুম দূর করে দিয়েছে; এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আপনি যদি ইজ্জতের আলোর শুভসূচনা দেখতে চান, যদি আত্মমর্যাদার পথে পদচারণা করতে চান এবং আনসার ও মুহাজিরদের সাথে প্রাকটিক্যাল জীবন যাপন করতে চান তবে মুজাহিদগণের পথে চলুন। এবং জেনে রাখুন, তারা এমন জীবন যাপন করে যা অন্যরা পারে না। তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে। আল্লাহর শত্রুদের নিদ্রা দূর করে দেয় এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। তারা এই উম্মতের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সিংহ সন্তান। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করে তারা গর্ববোধ করে।

৪৬. কারণ তারা মুস্তাহাবের আগে ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রত্যেক জ্ঞানীর সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত। আল কায়েদার কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতিভাত হয় যে, তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে দখলদার আক্রমণকারী শত্রুদের হটানোর জন্য জিহাদে রয়েছে। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্যই তারা জিহাদ করে যাচ্ছে। সর্বপ্রকার শিরক দূরীভূত করার জন্য তারা জিহাদ করছে। শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধু বানানো- এ সমস্ত বড় বড় কুফরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, দীন ও মুসলমানদের উপর আক্রমণকারী শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য কিতাল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। দীন ও দুনিয়া উপর আত্মসী শত্রুকে প্রতিরোধ করা ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। এর জন্য কোন শর্ত নেই; প্রত্যেকেই সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। এই ব্যাপারে আমাদের ইমামগণসহ অন্যান্য উলামাদের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। (আল মুস্তাদরাক আলা ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১/১৭০)

আমরা যদি ধরেও নেই যে, বর্তমানে জিহাদ ফরজে কিফায়া, তবুও বলতে হবে যে, তা সর্বোত্তম আমল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, জিহাদ এবং সবর হল সর্বোত্তম আমল, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.

সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো ইসলাম। ইসলামের ভিত্তি হলো নামাজ। তার চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। -আহমদ ও তিরমিজী, ইমাম তিরমিজী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৭/২৬)

তিনি আরো বলেন, জিহাদ হজ এবং ওমরা থেকেও শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম নির্মাণকে সেই ব্যক্তির (আমলের) মতো মনে কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে? আল্লাহর কাছে তারা কখনোই সমান হবে না। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে লড়াই করেছে তারা আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাশীল। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দয়া ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে অনেক স্থায়ী নেয়ামত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে বড় প্রতিদান -সূরা তাওবা: ১৯-২২ (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩৫/১৬০)

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, আবু আবদুল্লাহ বলেন, ফরজ ইবাদতের পর জিহাদ থেকে উত্তম কোন আমল আছে বলে আমি জানিনা। এই বিষয়টি ইমাম আহমদ রহ. সাহাবাদের একটি জামাত থেকে বর্ণনা করেছেন।

আছরম রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে উত্তম কোন পুণ্যের কাজ আছে বলে আমরা জানি না। ফজল ইবনে যিয়াদ রহ. বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ থেকে শুনেছি, যখন তার সামনে শত্রুদের আলোচনা করা হল তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কিতাল

থেকে উত্তম কোন আমল নেই। কেউ কেউ তার থেকে বর্ণনা করেন, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সমান কোন আমল হতে পারে না। জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সর্বোত্তম আমল। যারা শত্রুর সাথে লড়াই করে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্বন্ধের প্রতিরক্ষা করে। সুতরাং এর চেয়ে উত্তম কোন আমল কি হতে পারে? তাদের কারণে মুসলমানেরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে। অথচ তারা তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে অনিরাপত্তার মাঝে নিজেদের ফেলে রেখেছেন। (আল মুগনী, ১০/৩২৬)

বর্তমানে ইবলিস শয়তানের একটি প্ররোচনা হল মানুষকে প্রাধান্যযোগ্য আমল থেকে বিরত রাখা, ওয়াজিব আমল থেকে বিমুখ করে মুস্তাহাব আমলের লিপ্ত করা। আর এভাবেই শয়তান বান্দাদেরকে নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেয়। বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ষষ্ঠ শাস্তি: প্রাধান্যযোগ্য নয় এমন আমলের শাস্তি অর্থাৎ শয়তান তাকে এই আমলের নির্দেশ দেয় এবং তার সামনে এটাকেই উত্তম ও সুশোভিত করে তোলে। এর লাভ ও ফজিলতকে তার জন্য বড় করে তোলে, এর চেয়ে উত্তম ও লাভজনক আমল থেকে বিমুখ করে রাখার জন্য। কারণ শয়তান যখন বান্দাকে সওয়াব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাখতে অক্ষম হয় তখন সে পরিপূর্ণ প্রতিদান এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। ফলে সে বান্দাকে প্রাধান্যযোগ্য আমল থেকে সরিয়ে এনে প্রাধান্যযোগ্য নয় এমন আমলের লিপ্ত করে, সর্বোত্তম আমল থেকে বিরত রেখে সাধারণ আমলে জুড়িয়ে দেয়। (মাদারিকুস সালেকীন, ১/২২৫)

তাই আপনি দেখতে পাবেন যে, কেউ কেউ কিছু সং আমল করে ঈমানের পর দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল ও দায়িত্ব থেকে গুটিয়ে থাকছে। আর তা হল ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ করা। তার ভাবনা, সে তো কল্যাণের উপরেই আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে কল্যাণের উপর আছে; কিন্তু এর মাধ্যমে আরো গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক আমল থেকে বিরত থাকছে। যেমন সে ফরজে কিফায়া হুকুমের ইলম অর্জনে ব্যস্ত। কিন্তু ফরজে আইন আমল তথা জিহাদকে পরিত্যাগ করছে। আল কায়েদা আল্লাহর অনুগ্রহ গুরুত্বের বিচারে সর্বাধিক পর্যায়ের আমলের ধারাবাহিকতায় গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত প্রতিটি ওয়াজিবের মান অনুযায়ী আমল করে

যারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল থেকে বিরত থেকেছে, ওয়াজিব আমলের পরিবর্তে মুস্তাহাব আমলে লিপ্ত হয়েছে ইতিহাসে তারা কলঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু আজ ইতিহাসের সংস্কার হচ্ছে। এমন মানুষও তৈরি হচ্ছে যারা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সর্বোত্তম আমলে লিপ্ত হচ্ছে। আবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল ছেড়ে সাধারণ আমলে লিপ্ত হওয়া লোকেরাও বিলুপ্ত হয়ে যাযনি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আহলে সুন্নাহর কাতারকে একতাবদ্ধ করেন এবং পুণ্য ও তাকওয়ার উপর তাদের কালিমাকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তোমাদের এই জিহাদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করি না আমরা বলব, আমাদের জিহাদ দুই প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে-

(ক) ইহুদী-খ্রিস্টানরা, যারা মুসলমানদের দেশগুলো দখল করেছে।

(খ) তাদের হাতের পুতুল মুরতাদ শাসক গোষ্ঠী, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের একটি পক্ষ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

এখন যদি তুমি অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম না হও তাহলে বহিরাগত শত্রু ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? এখন তোমার সামনে দুটি অপশন রয়েছে-

১. হয়তো তোমাকে বলতে হবে যে, বর্তমানে কোন জিহাদ চলবে না। এমন কথা বললে তোমার এই অসার কথার প্রতিউত্তরের কোন প্রয়োজনই পড়বে না।

২. নয়তো স্বীকার করতে হবে যে, এখনো জিহাদ হচ্ছে।

এখন তুমি যদি জিহাদে গমন না কর তাহলে আবার তোমার সামনে দুটি অবস্থা-

(১) হয়তো তোমাকে বলতে হবে যে, আমরা জিহাদ করতে পারব না বিভিন্ন ওজনের কারণে। আমরা বলব, তুমি সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর এবং উম্মাহকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কর। তাদের উৎসাহিত কর এবং প্রতিবন্ধকতা ও ওজর দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকো।

(২) আর যদি তুমি বলো, আমি দাওয়াতী কাজ ইত্যাদি আমলে ব্যস্ত থাকব। আমরা বলব, ‘এটা ভালো... কিন্তু তুমি তো এর মাধ্যমে ওয়াজিব আমল থেকে বিরত থেকে মুস্তাহাব আমলে মাশগুল হচ্ছে!’ কিন্তু শায়খগণ যখন এসব আমলে ব্যস্ত তাহলে তারা কেন যুবকদেরকে ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব পালন তথা ইসলামী দেশগুলো মুক্ত করতে জিহাদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে না? এটা কি শয়তানের বাঁধা নয়?

আমরা যদি কতিপয় দলের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব, তারা আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো শত্রুর বিরুদ্ধেই জিহাদ করছে না। অথচ মুসলিমদের সন্তানেরা যদি তা বাস্তবায়ন করত তাহলে নিশ্চয়ই ইহুদী-খ্রিস্টানদের পতন হত এবং তাগুত শাসকরা ধ্বংস হয়ে যেত।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা মানব রচিত বিধান নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করি! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ বর্তমানে এই মাসআলা অধিক আলোচনার দাবি রাখে। আর এ ব্যাপারে অধিক কথা বলা এবং মানুষের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট করার কারণ হলো-

১. বিষয়টি ঈমান ও কুফরের সাথে সম্পৃক্ত, কালিমা তায়িবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাথে সম্পৃক্ত। কারণ তাগুতকে অস্বীকার করতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া তোমার কালেমা সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সে যেন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যার কোন ফাটল নেই। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর প্রতি তারা ঈমান এনেছে। অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দামা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে তা অস্বীকার করতে আদেশ করা হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে লিপ্ত করতে চায়। (সূরা নিসা, আয়াত : ৬০)

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

সৃষ্টি ও বিধান দানের ক্ষমতা তাঁরই। (সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৪)

এরপর এই মাসআলাটি রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, আসমা, সিফাত, দীন এবং ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট যা বাস্তবেই অধিক পরিমাণে আলোচনার দাবি রাখে।

২. সমস্যাটি বর্তমান সমাজে অধিক প্রচলিত আর যখন কোন বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ঘটে তখন সেটা অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট হলেও বেশি গুরুত্ব পায়। এর দলিল হল মহান আল্লাহ তাআলা আপন মাকে বিবাহ করার হুরমতের আলোচনা করার পূর্বে বাবার স্ত্রীকে বিবাহের হুরমতের কথা আলোচনা করেছেন। অথচ বাবার স্ত্রীকে বিবাহ আপন মাকে বিবাহের চেয়ে মারাত্মক অন্যায়। তারপরও মহান আল্লাহ তাআলা এটিকে আগে এনেছেন জাহেলী যুগে এটি অধিক প্রচলিত থাকার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমাদের পিতারা যেসব মহিলাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, তবে পূর্বে যা হয়েছে তা ব্যতীত। নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও পাপের কাজ এবং নিকৃষ্টতম পন্থা। (সূরা নিসা, আয়াত: ২২-২৩)

এরপর আল্লাহ তাআলা আপন মাকে বিবাহের হুরমতের কথা আলোচনা করেন। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি শায়খ মোস্তফা আল আদায়ী ‘আত-তাসহীল লিতাবীলিত তানযীল’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাকিমীয়াহর মাসআলা প্রচলন ও অপরাধ- উভয়ের বিচারেই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এজন্য এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা ও অধিক লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

৩. আমাদের পূর্বসূরীগণ আপন আপন যুগের গোমরাহী নির্মূলের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর যুগে খলকে কুরআনের মাসআলা প্রকাশ পেয়েছিল। তখন তিনি এটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। এমনকি এর জন্য নির্যাতিত হয়েছেন, কারা বরণ করেছেন, চাবুকের আঘাত সহ্য করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর যুগে আসমা ওয়াস সিফাত নিয়ে ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা দেখতে পাই- তিনি এটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর যুগের ভ্রান্তি ছিল তাওহীদুল উলুহিয়াহ নিয়ে। তিনি এটাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী এর জ্বলন্ত সাক্ষী। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহ হাকিমিয়াহ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। বিধান দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এই অধিকারের বিরোধিতায় তারা লিপ্ত। এজন্য আল কায়দা এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে।

শায়খ আহমদ শাকের রহ. বলেন, তারপরও কি মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপীয় বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা? সেটা তো এমন সংবিধান যেখানে স্থান পেয়েছে নষ্ট প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত চিন্তা। তারা যেমন ইচ্ছা এটাকে পরিবর্তন করে, সেটা শরীয়ত অনুযায়ী হলো কি হলো না এর কোন তোয়াক্কা নেই! (উমদাতুত তাফসীর, ৪/১১৭৪)

তিনি আরো বলেন, এসব মানব রচিত বিষয়গুলো সূর্যের আলোর মতো সুস্পষ্ট কুফর। এতে কোন সন্দেহ কিংবা অস্পষ্টতা নেই। ইসলামের দাবিদার কোন ব্যক্তির জন্য কোন ওজর নেই যে, সে এর জন্য কাজ করবে, সমর্থন কিংবা স্বীকৃতি দিবে। সুতরাং প্রত্যেকে যেন নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। প্রত্যেকে নিজেই নিজের হিসাবকারী। (আল হুকুম বিগায়রি মা আনযালাল্লাহ, পৃ. ১৯৫)

আল্লামা শানকীতী রহ. বলেন, উল্লিখিত কোরআনের আয়াত সমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যারা মানব রচিত বিধান এর অনুসরণ করবে _যা মূলত শয়তান তার মানুষরূপী বন্ধুদের দ্বারা রচনা করেছে_ আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করার জন্য যে ব্যক্তি এসব মানব রচিত আইনের অনুসরণ করবে তার কুফর ও শিরকের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহ যার অন্তর্দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন এবং ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন সেই কেবল তার কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। (আদওয়াউল বায়ান, ৩/২৫৯)

৪. কারণ কেউ কেউ এই মাসালাগুলোর ক্ষেত্রে ইরজাকে সুন্নাহর পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মুরজিয়াদের মাযহাবই অনুসৃত বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং মুরজিয়াদের মাযহাব থেকে আহলে সুন্নাহর মাযহাবকে স্পষ্ট করা হচ্ছে না। তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমান সমাজে এমন ইরজার আকীদা পোষণকারীর ভালো প্রভাব রয়েছে। তারা উম্মাহর যুবকদের প্রতারিত করছে। তাদেরকে লাঞ্ছনা, পরাধীনতা ও জিহাদ বিমুখতার দিকে পরিচালিত করছে। এ জন্য চরম সত্য বলেছে যিনি এর নাম দিয়েছে ‘ধোঁকার ফিতনা’। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনে ইরজার বড় ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

এখন আল কায়দা যদি এসব মাসআলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে তাহলে তুমি কি এর জন্য বিমোদগার করবে?

শেষকথা

যে জন্য আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করেছি সে কারণগুলো আমি একত্র করেছি। যাতে আল্লাহ এর দ্বারা কোন দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপকৃত করেন কিংবা কারো সংশয় নিরসন করেন বা কোন অস্পষ্টতা দূর করেন।

এই যুগে কত সন্দেহ আর সংশয়! সত্যের নামে সত্য পথে বাধাদানকারী সংখ্যা কত বেশি! আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষাকারী।

আশা করি, আল্লাহ তা'আলা এই লেখার দ্বারা মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তাগুতদের ক্ষমতা চূর্ণ করবেন। আমি এতে অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি যদিও সেখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কারণ আমার উদ্দেশ্য হল শুধু বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা যাতে অনুসন্ধিৎসুরা তা নিয়ে গবেষণা করতে পারে।

হে আহলে সুন্নাহর অনুসারীগণ!

এখন আপনাদের ও আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি শক্তিশালী হাত প্রস্তুত করা যার দ্বারা আমরা আল্লাহর শত্রুদের আঘাত করতে পারব। আমাদের উচিত আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাগুলো কাটিয়ে ওঠা। আমরা কেন আমাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারছি না? পরস্পর সহযোগিতা ও একতার মাধ্যমে তো আমাদের দুর্বলতা দূর করা সম্ভব! তবুও কেন আমরা আমাদের ত্রুটির ওপর অবিচল আছি? আমাদের ত্রুটি কি ত্রুটি নয়? কবি মুতানাব্বী বড় চমৎকার বলেছেন- পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের অপূর্ণতার মতো গুরুতর মানুষের অন্য কোনো দোষ বোধ হয় নেই'

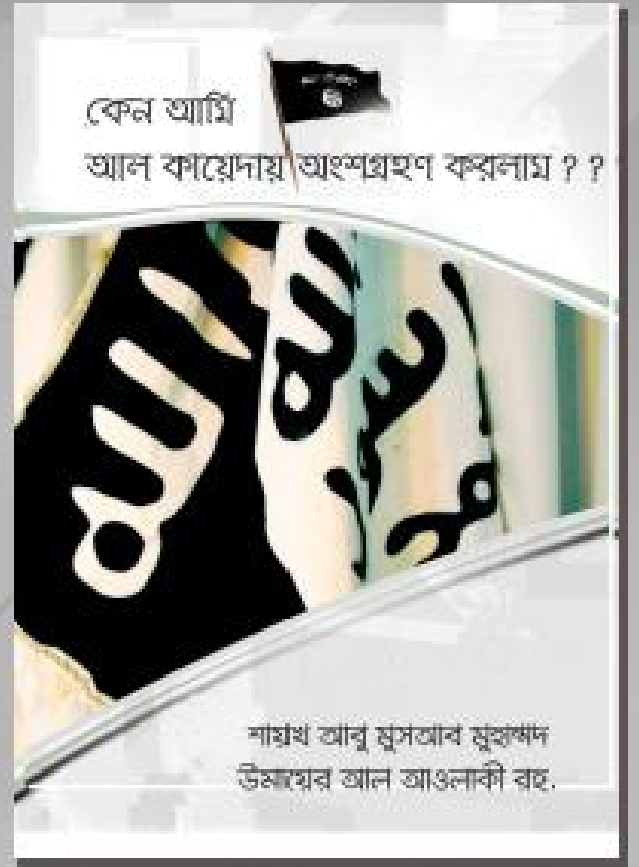
হকপন্থী ভাইয়েরা আমার!

বিজয় ইনশাআল্লাহ অত্যাসন্ন। বিজয় আসার পর অবশ্যই মানুষ দলে দলে তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কথা হলো বিজয়ের জন্য কাজ করবে কে?

ইলম ও বয়ান তরবারি ও বর্শাই হলো বিজয়ের কাজ। বিজয়ের মাধ্যম হলো আলেম ও মুখলিস তালেবে ইলমের কলমের কালি, দাতাদের সম্পদ এবং মুজাহিদদের রক্ত। এগুলোরও পূর্বে হলো সবর ও ধৈর্য, ইয়াকিন ও দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ বলেন আমি তাদের মধ্যে হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (সাজদা, আয়াত:২৪)

আমি এই কারণগুলো লিপিবদ্ধ করেছি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যের সাহায্যের জন্য এর মধ্যে যা সত্য ও নির্ভুল হবে তা আল্লাহ আবার পক্ষ থেকেই। আর কোন ভুল হলে তা আমার নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। কামনা করি আল্লাহ যেন এটাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানান এবং গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। আমার ভুল বচ্যুতি ক্ষমা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল সম্মানিত ও করুণাশীল।

মৈথক পরিচিতি



- * তিনি শাইখ মুকবিল আল ওয়াদীযীর নিকট মা'রাবের দারুল হাদীসে ইলম অর্জন করেন। সেখানেই তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেখানে মোট ১৫ বছর ছিলেন।
- * তিনি ইয়ামানের শাবওয়াহ প্রদেশে দাওয়াহর কাজ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হয়।
- * তিনি কখনো ধারণাও করেননি যে, তিনি আল কায়েদার সদস্য হবেন। কারণ সংবাদ মাধ্যমগুলো এমনকি কতিপয় আলেমও তাদের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে মুজাহিদ্দের মানহাজ অনুসরণের তৌফিক দান করেন। কিন্তু এর পর তার উপর নেমে আসে কঠিন পরীক্ষা। জিহাদের পথ পরিত্যাগের জন্য তার নিকটাত্মীয়রাও তাকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং জিহাদের পথে অটল থাকেন। অবশেষে দীনের জন্য নিজ এলাকা ত্যাগ করেন।
- * আমেরিকা যখন আবীন জেলার মুআজ্জলাহ নামক গ্রামে বোমা হামলা করে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে তখন তিনি ইয়ামানী গোত্রগুলোকে ক্রুশেভারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।
- * তিনি ১৪৩১ হিজরির মুহাররম মাসে শাবওয়াহ প্রদেশের রফদ নামক এলাকায় শহীদ হন। আল্লাহ তাআলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করেন।